আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ৪৯ || সোমবার || ভাদ্র ২২ || ১৪২৮ || মুহররম ২৯ || ১৪৪৩ || Vol. 25 || Issue 49 || 6 September || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ব্রঙ্কসে গোলাগুলি
১ জন নিহত

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে গোলাগুলির ঘটনায় একজন নিহত এবং আরেকজন আহত হয়েছেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় ইউনিয়নপোর্ট রোড এবং বেনেডিক্ট এভিনিউ (বাকি অংশ ১৭ পাতায়



যুক্তরাষ্ট্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া: বন্যায় নিহত ৪৪
প্রেসিডেন্ট বাইডেন কুইন্সে আসছেন মঙ্গলবার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আগামীকাল মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বন্যাদূর্গত এলাকা পরিদর্শনে নিউ ইয়র্ক আসছেন। জ্যামাইকার ১৮৩ স্ট্রীটে বাংলাদেশী সহ ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির ক্ষতিগ্রস্ত ও বানের পানিতে তলিয়ে মারা যাওয়া পরিবার পরিজনকে তিনি দেখতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। গত বুধবার ঘূর্ণিঝড় আইডার প্রভাবে নিউ ইয়র্ক, নিউজার্সী ও পেন্সিলভেনিয়াতে ৪৫ মৃত্যু, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আইডার প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে মারা গেছেন কমপক্ষে ৪৫ জন। আগে থেকেই নিউ ইয়র্ক সিটি এবং নিউ জার্সিতে ঘোষণা করা হয়েছিল জরুরি অবস্থা। তা সত্ত্বেও যে (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

তালেবানের সরকার নিয়ে যা বললেন মোল্লা গনি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : তালেবানের সহপ্রতিষ্ঠাতা মোল্লা আবদুল গনি বারাদারের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন হতে যাচ্ছে আফগানিস্তানে। (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

শনিবার ৯/১১ঃ ঘটনার গোপন তথ্য প্রকাশের নির্দেশ বাইডেনের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আগামী শনিবার ৯/১১। এই দিনে নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার খ্যাত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও ভার্জিনিয়ায় প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দফতর (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

সিলেট-৩ আসনে নৌকার প্রার্থী বেসরকারিভাবে বিজয়ী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সিলেট অফিস ও দক্ষিণসুরমা প্রতিনিধি২০:৩৮, ০৪ সেপ্টেম্বর, (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

ফাঁস হলো রানি এলিজাবেথের শেষকৃত্যের পরিকল্পনা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বয়স হয়েছে ব্রিটেনের দ্বিতীয় এলিজাবেথের রানি এলিজাবেথের। ৯৫ বছর বয়সী রানির মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ব্রিটিশ সরকার। এমনকি তার (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

স্ত্রীদের সম্পর্কে মুখ খুললেন অপূর্ব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সম্প্রতি বিয়ে করছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল হক অপূর্ব। কনে বাংলাদেশ বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক শাম্মা (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

৪০ বছর ঘুমান না এই নারী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বর্তমানে ইনসোমনিয়া বা অনিদ্রা একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন কর্মব্যস্ততার পরও রাতে (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. 803152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email: apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

ইলেকট্রিক এয়ার ট্যাক্সি আনছে নাসা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যানজটে থেমে থাকার দিন শেষ। ধরুন যে ট্যাক্সিতে চাপলেন, সেটাই উড়ে চলে গেল গন্তব্যে। ভাবলেই বেশ অ্যাডভেঞ্চারের মতো মনে হয়। না, কোনো (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

আফগানিস্তানে নতুন সরকার আগামী সপ্তাহে

♦ পানশির দখলের দাবি তালেবানের ♦ 'উল্লাসের গুলিতে' নিহত ১৭

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আফগানিস্তানে নতুন সরকারের নাম ঘোষণা এক সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে তালেবান। গতকাল সংগঠনটির মুখপাত্র জাবিহউল্লাহ মুজাহিদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো নতুন সরকার ঘোষণার দিনক্ষণ (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

QA TEK SOLUTIONS
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York & Virginia
OUR MOST POPULAR COURSES:
Basic Computing for IT Help Desk Support
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
We provide guaranteed job assistance
No IT experience required
Interactive courses
Weekend classes
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930 NY (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
167-11 Hillside Avenue # 2a, Jamaica, NY 11434
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

বিসির রিপোর্টে কেমন আছেন ভারতের মুসলিমরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কোনো প্ররোচনা ছাড়াই ভারতে মুসলিমদের ওপর হামলা চালায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। এ বিষয়টি এখন নিয়মিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সরকারের তরফ থেকে কোনো নিন্দা জানানো হয় না বললেই চলে। অনলাইন (বাকি অংশ ২৮ পাতায়)

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $৬৪৯+
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets
Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276,
347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



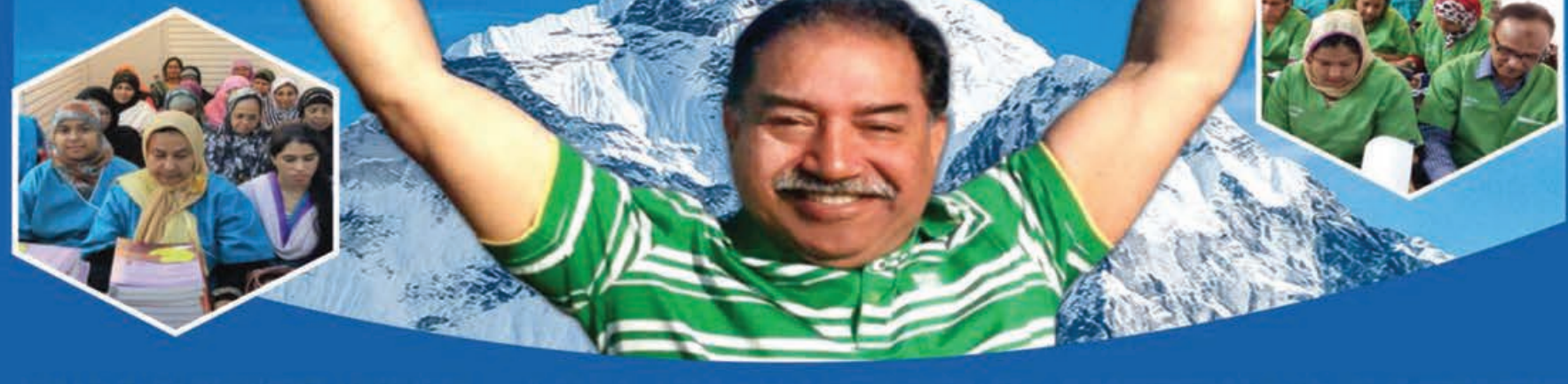
Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // September 6 // 2021

সোনার পায়েল উপহার দিলেন পরী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : চিত্রনায়িকা রাজ রিপা অভিনয় করেছেন 'মুক্তি' নামের একটি সিনেমায়। এছাড়াও তাকে দেখা গেছে 'পোড়ামন ২'-এ। তরুণ এই নায়িকা সম্প্রতি পরীমনির জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে শাহবাগে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে পরীমনিকে 'বড় বোন' বলে সম্বোধন করেন এই অভিনেত্রী। এদিকে, অবশেষে ২৭ দিনের কারাবন্দীর পর বনানীর বাসায় ফিরেছেন বাংলা সিনেমার আলোচিত নায়িকা পরী। আর পরীর সঙ্গে দেখা করতে তার বাসায় যাচ্ছেন অনেকেই। অভিনেত্রী রাজ রিপাও গেছেন গত বৃহস্পতিবার। সেখানে পরীর ভালোবাসা ও আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়েছেন এই অভিনেত্রী। তিনি বলেন, 'পরীমনি আপুকে আমি আগে শুধু নামে চিনতাম। তার সঙ্গে আমার কখনও সামনাসামনি দেখা হয়নি। আমার খুব ইচ্ছা ছিল, তাকে আমি সামনাসামনি অভিনন্দন জানাব বা শুভেচ্ছা জানাব।'

নিউইয়র্কে বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেঃ জয়নাল আবেদীন ফারুক

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঘানির মত শেখ হাসিনাকেও পালাতে হবে





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): লাল-সবুজের বেলুন উড়িয়ে, কেক কেটে আর পথসভার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করলো যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যানারে মঙ্গলবার বিকেলে নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারপার্সনের অন্যতম উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় সাবেক চীফ হুইপ জয়নাল আবেদীন ফারুক ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে 'ভোট বিহীন নির্বাচনের অবৈধ ও স্বৈরাচারী সরকার' আখ্যায়িত করে বলেন, অতীত ইতিহাস বলে স্বৈরাচার কোনদিন চিরদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। হাসিনা সরকারও পারবে না। সময় বেশীদিন নয়, আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির মতো শেখ হাসিনাকেও পালাতে হবে। তিনি বলেন, সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন দিন দেখি কার জনপ্রিয়তা বেশী, আওওয়ামী লীগের নাকি বিএনপি'র।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের লাশ নিয়ে দেয়া বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, শেখ হাসিনা জিয়ার লাশ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। অথচ সেদিন লক্ষ লক্ষ জনতা জিয়ার জানায় শরিক হয়েছিলেন তারাই স্বাক্ষী। জিয়াউর রহমানের লাশ ছিল কিনা সে বিষয়ে 'মিড নাইট সরকারের প্রধানমন্ত্রী' কি বললো তা বাংলাদেশের জনগণ পাত্তা দেয় না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে জিয়াউর রহমানের লাশ কেউ সরাতে পারবে না ইনশা আল্লাহ।

আওয়ামী লীগ সরকারের সকল বাঁধা পেরিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে অচিরেই বিএনপি বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, হতাশ হবেন না, ঐক্যবদ্ধ থেকে এগিয়ে যান। আমি ৬বার এমপি হওয়ার পরও নিজেকে দলের কনিষ্ঠ কর্মী মনে করি। তাই পদ-পদবীর জন্য দূরে থাকবেন না, দলের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবেন না। জিয়া-খালেদা বা বিএনপি'র নামে যখন যে কর্মসূচী আসবে তখন সেখানেই যোগ দিয়ে কর্মসূচী সফল করুন।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদযাপন কমিটি, যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুগ্ম আহ্বায়ক সচিব জসিম ভূইয়া। সভা পরিচালনা করেন সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন। পরে বেলুন উড়িয়ে কেক কাটেন জয়নাল আবেদীন ফারুক। এসময় দলীয় নেতা-কর্মীরাও এক একটি করে বেলুন উড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। তারা দল এবং জিয়া-খালেদা ও তারেকের নামে নানা শ্লোগান দেন। বিশেষ দোয়া মুনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সভায় স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরোত্তমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং বিএনপি চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সুস্বাস্থ ও দীর্ঘায়ু করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ শাহবাজ আহমেদ।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সর্বস্থরের নেতা-কর্মী ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র যুবদল, শ্রমিকদল, মহিলাদল, ছাত্রদল, আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি সংসদ প্রভৃতি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী সংগঠনের ব্যানার নিয়ে এতে অংশ নেন।

সমাবেশে দলের উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীর মধ্যে বীর মুক্তিযাদ্ধা যথাক্রমে মীর মশিউর রহমান, আবুল কালাম আজাদ (মেয়র) ও সুরুজ্জামান এবং যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ সহ বিএনপি নেতা হেলাল উদ্দিন, আবদুস সবুর, বাসেত রহমান, মোশারফ হোসেন সবুজ, এবাদ চৌধুরী, মাকসুদুল হক চৌধুরী, জাফর তালুকদার, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, আহবাব চৌধুরী, ফারুক হোসেন মজুমদার, নিরা রব্বানী, বদিউল আলম, বেলাল চৌধুরী, মনজুর মোর্শেদ, ভিপি জসিম, আতিকুল হক আহাদ, এলমাক হোসেন ফয়সাল, নাসিম আহমেদ, মোতাহার হোসেন, শেখ হায়দার আলী, জামালুর রহমান চৌধুরী, মাহবুবুর রহমান মুকুল, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, রেজাউল আজাদ ভুঁইয়া, এজিএম জাহাঙ্গীর হাসাইন, সাইফুর খান হারুন, জীবন শফিক, ওয়াদুদ বিন ইসলাম, আব্দুর রহিম, শরীফুল খালিশদার, ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, ফরিদ খন্দকার, জাবেদ উদ্দীন, আহসান উল্লাহ মামুন, এমদাদ তরফদার, মহসিন মিয়া লাল, শাহাদত হোসেন রাজু, মনিরুল ইসলাম মনির, বাদল মির্জা, মোহাম্মদ আলী রাজা, মোহাম্মদ লতিফ, শেখ ফরিদ, মিরাজ হোসাইন, মোহাম্মদ হারুন, আল মামুন সবুজ, জিয়াউল হক মিশন, হাসান আলী, মোহাম্মদ তওফিক, চৌধুরী তানিম আহমেদ, তোফায়েল আহমেদ, আল মাহমুদ সবুজ, মজিবুর রহমান লাভলু, শাহীন আহমেদ রাফী, মুজীবুর রহমান, জুবেল আহমেদ, মো: লতিফ, শেখ ফরিদ, মিরাজ হোসাইন, মির্জা আজম, মো: অভিক, প্রিন্স, রুবেল খলিল জাহাঙ্গীর, মাইনুল করিম টিপু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

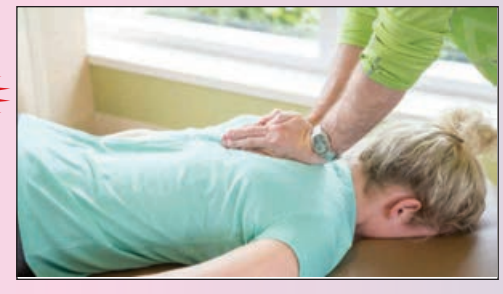
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



الحرمين
AL HARAMAIN
50 Years
SINCE 1970 منذ ١٩٧٠

AL HARAMAIN PLATINUM OUD
AL HARAMAIN GOLDEN OUD
AL HARAMAIN ROSE OUD

الحرمين
بلاتينيوم عود
AL HARAMAIN
PLATINUM OUD

الحرمين
روز عود
AL HARAMAIN
ROSE OUD

AL HARAMAIN
GOLDEN OUD
الحرمين
جولدن عود

OFFICE: P.O.Box: 13754, Dubai - UAE CORPORATE OFFICE & INDUSTRY: New Industrial Area 1, Munah Street, P.O.Box: 1885, Ajman - UAE
Tel: 800-42 72 62 46 / +971 6 74 80 555 +971 52 102 6080 shop.alharamainperfumes.com
SAUDI ARABIA • U.A.E. • KUWAIT • OMAN • QATAR • BAHRAIN • MOROCCO • SINGAPORE • MALAYSIA • BANGLADESH • U.K. • U.S.A.

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রিমান্ড প্রসঙ্গে হাইকোর্ট নির্দেশনা মেনে চলতে হবে

চিত্রনায়িকা পরীমনিকে রিমান্ডে নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে হাইকোর্টের মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হাইকোর্ট বলেছেন, তদন্ত কর্মকর্তা কী তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে রিমান্ডের আবেদন করল, আর বিচারিক আদালত তা মঞ্জুর করলেন-এগুলো পরীক্ষা করা দরকার।

চিত্রনায়িকা পরীমনিকে রিমান্ডে নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে হাইকোর্টের মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হাইকোর্ট বলেছেন, তদন্ত কর্মকর্তা কী তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে রিমান্ডের আবেদন করল, আর বিচারিক আদালত তা মঞ্জুর করলেন-এগুলো পরীক্ষা করা দরকার।

হাইকোর্ট আরও বলেছেন, 'এগুলো তো কোনো সভ্য সমাজে হতে পারে না, ঘটতে পারে না।' উল্লেখ্য, পরীমনিকে তিন দফায় সাত দিন রিমান্ডে নেওয়া হয়।

রিমান্ডের এ আদেশ অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা চেয়ে গত ২৯ আগস্ট হাইকোর্টে আবেদন করে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র। এ আবেদনের ওপর শুনানিকালে উপরোক্ত মন্তব্য করেন হাইকোর্ট।

'রিমান্ড' শব্দটির অর্থ আসামিকে পুলিশি হেফাজতে পুনঃপ্রেরণ, যা আইনি ভাষায় 'পুলিশ হেফাজতে আটক' রাখা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বস্তুত এটি ফৌজদারি মামলার আসামির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর দুটি ধারায় 'রিমান্ড' শব্দের কথা উল্লেখ থাকলেও কার্যবিধির কোথাও রিমান্ড শব্দটির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে রিমান্ডের ব্যাপারে হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

এসব নির্দেশনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-কারও রিমান্ডের প্রয়োজন হলে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশক্রমে কারাগারের কাচনির্মিত বিশেষ কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। কক্ষের বাইরে তার আইনজীবী ও নিকটাত্মীয় থাকতে পারবেন।

কারাগারে জিজ্ঞাসাবাদে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া না গেলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশক্রমে সর্বোচ্চ তিন দিন পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ থাকতে হবে। জিজ্ঞাসাবাদের আগে ও পরে ওই ব্যক্তির ডাক্তারি পরীক্ষা করতে হবে।

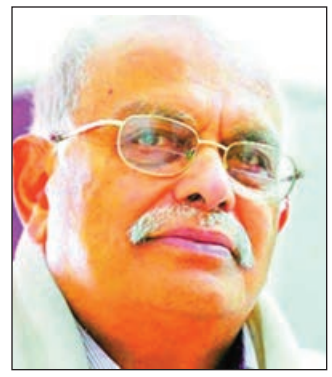
পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ উঠলে ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল বোর্ড গঠন করবেন। বোর্ড যদি বলে, ওই ব্যক্তির ওপর নির্যাতন করা হয়েছে, তাহলে পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তাকে দন্ডবিধির ৩৩০ ধারায় অভিযুক্ত করা হবে।

পুলিশ হেফাজতে বা কারাগারে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে। পুলিশ বা কারা হেফাজতে কেউ মারা গেলে ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে সঙ্গে তা তদন্তের ব্যবস্থা করবেন। মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্ত করা হবে।

ময়নাতদন্তে বা তদন্তে যদি মনে হয়, ওই ব্যক্তি কারা বা পুলিশ হেফাজতে মারা গেছে, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট মৃত ব্যক্তির স্বজনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তা তদন্তের নির্দেশ দেবেন।

অভিযোগ আছে, রিমান্ডে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে এসব নির্দেশনা খুব একটা মেনে চলা হয় না। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সবচেয়ে উদ্বেগজনক অভিযোগ হলো-বিচারিক আদালত কর্তৃক অপ্রয়োজনে রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করা। হাইকোর্টের মন্তব্যে এ বিষয়টির ওপরই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান।

আমরা মনে করি, রিমান্ডের যেন কোনো ধরনের অপব্যবহার না হয়, সে ব্যাপারে প্রতিটি বিচারিক আদালত এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যের সজাগ থাকা উচিত। এ ব্যাপারে হাইকোর্টের নির্দেশনা মেনে চলা বাঞ্ছনীয়।



আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

দুই নেতার শিশু সুলভ বিতর্ক

বাংলাদেশে কোভিড-১৯-এর প্রকোপ এখনো কমেনি। শুরু হয়েছে মহামারি আকারে ডেঙ্গু জ্বর। বন্যায় দেশ প্লাবিত। টেলিভিশনে বন্যার্ত মানুষের দুর্দশার ছবি, শিশুসন্তান কোলে নিয়ে গলা অব্দি পানির মধ্যে মায়ের বহু কষ্টে হাঁটাচলা দেখে দূর প্রবাসে বসেও মনের উদ্বেগ চেপে রাখতে পারি না। আর এই সময়ে দেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল বিএনপি এক অহেতুক বিতর্কে নেমেছে। প্রায় ৫০ বছর পর বিতর্ক তোলা হয়েছে–ঢাকার চন্দ্রিমার কবরে কার মৃতদেহ? জেনারেল জিয়াউর রহমানের না আর কারো? পাশাপাশি আরেকটি বিতর্ক শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগের শেখ সেলিম ও জাসদ (ইনু) নেতা ইনুর মধ্যে। শেখ সেলিম বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে ইনুর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলেছেন। অন্যদিকে ইনু প্রশ্ন তুলেছেন, শেখ সেলিম ১৫ আগস্ট তার ভাই শেখ মনির এবং স্ত্রীর মৃতদেহ ফেলে রেখে আমেরিকান দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কেন?

প্রশ্ন হলো, এগুলো কোনো অভিযোগ? এ ধরনের ছেলেমানুষি অভিযোগ নিয়ে দেশের দুজন দায়িত্বশীল নেতা জনগণের এই দুঃসময়ে বিতর্কে নামতে পারেন? সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী তার এক উক্তিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর খালেদ মোশাররফ আহত হলে কে সেক্টর কম্যান্ডার হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, সে সম্পর্কেও অসাবধানতাবশত একটি ভুল তথ্য দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিবের উচিত এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে সংশোধন করে দেওয়া। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিবের দায়িত্বই এটা। ৫০ বছর আগরে ঘটনা সম্পর্কে একটু জেনেশুনেই কথা বলা ভালো।

গত শতকের গোড়ায় যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন সন্নিহিত সীমান্তে কিছু এলাকা তাদের বলে দাবি করেছিল। এই সীমান্ত এলাকা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছিল–এই এলাকা কার? সোভিয়েত ইউনিয়নের দাবি, এলাকাটি তাদের। জার্মানির দাবি, তাদের। লেনিন এই বিতর্ককে আখ্যা দিয়েছিলেন ঁহভবহঃরষব ঋড়ড়ষরংযহবংং বা শিশুসুলভ বোকামি। বাংলাদেশে এখন যে বিতর্ক চলছে, তাকে শিশুসুলভ হিংসুটেপনা আখ্যা দিলে কম বলা হয়।

প্রথমেই জিয়ার মৃতদেহের কথায় আসি। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে জিয়ার দেহ গুলিতে ঝাঁজরা করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর তার দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল অথবা অজ্ঞাত স্থানে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল। তিন দিন পর তার যে মৃতদেহ ঢাকায় এনে চন্দ্রিমায় দাফন করা হয়, সেটি জিয়ার মৃতদেহ নয় বলে তখনই খবর রটেছিল। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি। জিয়ার পরিবার-পরিজন ও তাদের সরকার এটিকে জিয়ার লাশ বলে মেনে নিয়েছে। এখানেই কিসসা খতম।

এখন যে প্রশ্ন উঠেছে তা হলো, জাতীয় সংসদ এলাকায় যেসব বিধিবহির্ভূত কবর দেওয়া হয়েছে, সরকার সেগুলো অপসারণ করতে চায়। সরকারের এটা নিজস্ব এক্তিয়ারের ব্যাপার। স্পেনের জাঁদরেল ডিকটেটর জেনারেল ফ্রাংকোর মৃতদেহ মাদ্রিদের সিটি সেন্টার থেকে তুলে অন্যত্র দাফন করা হয়েছিল। এরকম কবর স্থানান্তরের বহু দৃষ্টান্ত আছে। জাতীয় সংসদ এলাকা চন্দ্রিমা থেকে জিয়াউর রহমানের লাশও অন্যত্র সরানো যেতে পারে। এ ব্যাপারে বিএনপির আপত্তিতে সরকারের কর্ণপাত করার দরকার নেই।

কবর সরানো এক কথা আর কবরের ভেতরে কার লাশ আছে, তা নিয়ে বিতর্কে জড়ানো আরেক কথা। সরকার বিএনপির ট্র্যাপে পড়েছে। বিএনপির কাছে সরকারবিরোধী প্রচারণার কোনো ইস্যু ছিল না। জিয়ার মৃতদেহ নিয়ে অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে সরকার বিএনপিকে একটা ইস্যু সৃষ্টির সুযোগ করে দিল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই বিতর্কে জড়িয়েছেন। ঢাকার টকশোগুলোতে এখন এই বিতর্ক ছাড়া কোনো কথা নেই। প্রথমে পরীমনি ইস্যু নিয়ে মহাবিতর্ক। তারপর জিয়াউর রহমানের লাশ নিয়ে এই কুতর্ক। আর এই বিতর্কের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে মহামারি ও মহাপ্লাবনে মানুষের অসীম দুর্দশার কথা। সরকার যদি মনে করে থাকে তাতে তাদের সুবিধা হবে, তাহলে তারা ভুল করছে। এই শিশুসুলভ বিতর্কে লাভবান হবে বিএনপি।

সেলিম ও ইনু দুজনেই দেশের প্রবীণ রাজনীতিক এবং সাবেক মন্ত্রী। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন, দুটিই হাস্যকর অভিযোগ। ইনু বঙ্গবন্ধুর হত্যা ষড়যন্ত্রে কোনোভাবে জড়িত ছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ থাকলে শেখ হাসিনা কিছুতেই তাকে মন্ত্রিসভায় নিতেন না। তার দলকেও মহাজোটে গ্রহণ করতেন না। ইনুর বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনি আনন্দ প্রকাশ করার জন্য ঘাতকদের ব্যবহৃত ট্যাংকের ওপর দাঁড়িয়ে নাচানাচি করেছিলেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত নয়। ট্যাংকে দাঁড়িয়ে নাচানাচি করার যে ছবি ইতিপূর্বে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, তা খুবই অস্পষ্ট। ছবিটি ইনুর কি না, তা বোঝা যায় না। ইনু এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। হাসিনা সরকারে যোগ দেওয়ার পর ইনু বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছেন প্রধানমন্ত্রীকে তুষ্ট করার জন্য। খালেদা জিয়া ও বিএনপির তিনি যতটা সমালোচনা করেছেন, ততটা সমালোচনা আওয়ামী লীগের কোনো মন্ত্রীও করেননি। আ



স ম আব্দুর রবের মতো তিনি তিন তিনবার ভোল পাল্টাননি। তার দল এখনো মহাজোটে রয়েছে। তাকে অকারণে শত্রুশিবিরে ঠেলে দেওয়া শেখ সেলিমের মতো একজন ঝানু নেতার উচিত নয়।

অন্যদিকে শেখ সেলিমের বিরুদ্ধে হাসানুল হক ইনুর অভিযোগ একেবারেই ছেলেমি অভিযোগ। সেলিম সেই ভয়ংকর রাতে ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছিলেন কি না, জানি না। যদি নিয়ে থাকেন, তাহলে আপত্তিটা কীসের? আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বোস্টার যে বঙ্গবন্ধু হত্যায় জড়িত, এটা তখন পর্যন্ত জানা যায়নি। জানা গেছে অনেক পরে। সেলিম নিরস্ত্রভাবে একা তার বড় ভাই মনি ও তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারতেন না। নিজের প্রাণটা দিতেন। এই অবস্থায় পড়লে ইনুও তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ভুলে গিয়ে মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় নিতেন। মার্কিন দূতাবাসই তখন ছিল সবচাইতে নিরাপদ স্থান। সেলিম যদি সেই দূতাবাসে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তাতে দোষের কী আছে? বরং সেলিম সংগত কাজই করেছিলেন। জাসদ তখনো ভাগ হয়নি। প্রশ্ন তোলা যায়, সেই রাতে আ স ম আব্দুর রব, সিরাজুল আলম খান–এসব বড় বড় বিপ্লবী নেতা কোথায় ছিলেন? একটি প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত ঠেকানোর পরিবর্তে তারা কি তাতে সাহায্য দেননি?

ইনুকে আমি ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করি না। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে তার কোনো ভূমিকা ছিল, তা-ও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তার দল জাসদের আজ ত্রিভঙ্গ অবস্থা কেন? বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে যদি জাসদের বিশ্বাস থাকত, তাহলে দলটি নেতৃত্বের কাড়াকাড়িতে এমন করে ভাঙত না। আমার ধারণা, বঙ্গবন্ধু হত্যার রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করেছিল জাসদ। তার সুযোগ নিয়েছে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি। জিয়ার মতো এক খলনায়ককে বিশ্বাস করে কর্নেল তাহের গিয়েছিলেন পিপলস আর্মি বা গণ সেনাবাহিনী গঠন করতে। জিয়াকে বন্দিদশা থেকে তিনিই মুক্ত



করে এনেছিলেন। বিশ্বাসঘাতক জিয়া তার প্রতিদান দিয়েছেন কর্নেল তাহেরকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে। জিয়া যে খোন্দকার মোশতাককে সামনে শিখণ্ডি খাড়া করে ১৫ আগস্টের ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, সেই মোশতাককেও তিনি দুর্নীতির মামলা করে জেলে পাঠিয়েছিলেন। সিরাজুল আলম খান এত বড় তাত্ত্বিক, তিনি বুঝতে পারেননি, প্রতিবিপ্লবী শক্তি কীভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস মুছে ফেলার কাজে তাকে এবং তার দলকে ব্যবহার করেছে।

ইত্তেফাকে ৫০ বছরেরও আগে মোসাফির তার 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে লিখেছিলেন, 'অতিবিপ্লবীরা সব দেশেই বিপ্লবের ক্ষতি করা ছাড়া তাকে সাহায্য জোগায়নি।' বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তির একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সদ্যমুক্ত দেশটিতে তখন গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামোই তৈরি হয়নি। সামন্তবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা তখনো সমাজদেহে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি সিভিল ব্যুরোক্রেসি ও মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি দেশে ছিল না। বঙ্গবন্ধু তার ব্যক্তিত্ব ও ক্যারিশমার প্রভাব খাটিয়ে দেশটিতে প্রথমে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ, সেই লক্ষ্যেই তিনি বাকশাল গঠন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু 'শ্রেণি সংগ্রাম' এড়াতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তিনি বিশাল জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের জোরে বাংলাদেশের জন্য নতুন সমাজ ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। এ ব্যাপারে আলজিয়াস সম্মেলনে ফিদেল কাস্ত্রো তাকে সাবধান করেছিলেন। বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে একটি বিপ্লবী সেনাবাহিনী না থাকলে আপনি পাকিস্তানি মনা কলোনিয়াল চরিত্রের সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের পথে এগোতে পারবেন না। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, দেশের জনগণ তাকে ভালোবাসে। এই জনগণের ভালোবাসা আর সমর্থন নিয়ে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে তার দ্বিতীয় বিপ্লব সমাপ্ত করতে পারবেন।

বঙ্গবন্ধু তা পারতেন, কিন্তু তার পরিকল্পনায় সবচাইতে বড় সাবোট্যাজ করেছে জাসদ (অবিভক্ত)। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে তারা দেশের যুবসমাজকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করেছে। ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীরা ভোল পালটে আশ্রয় নিয়েছে জাসদে। দুর্নীতির দায়ে আওয়ামী শ্রমিক লীগ থেকে বহিষ্কৃত নেতারা জাসদে যোগ দিয়ে রাতারাতি 'সংগ্রামী নেতা' হয়েছে। দেশে সন্ত্রাসের রাজনীতিও প্রথম শুরু করে জাসদ–দিনে-দুপুরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়িতে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে। দেশের রাজনীতি প্রথম অস্থিতিশীল করে তোলে জাসদ। পরে দেশি ও বিদেশি প্রতিবিপ্লবী শক্তি এসে তার সুযোগ নিয়েছে।

দীর্ঘকাল পর অবিভক্ত জাসদের ভূমিকা নিয়ে কিছু আলোচনা করলাম। হাসানুল হক ইনু আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার কথা, যে ইস্যু নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা সেলিম ও জাসদ (বিভক্ত) নেতা ইনুর মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে, তা অত্যন্ত শিশুসুলভ বিতর্ক। এই বিতর্ক পরিহার করে দুই নেতারই উচিত আফগানিস্তানে তালেবান-শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের তালেবানপন্থিরা যাতে আবার মাথা তোলার উৎসাহ না পায় সেদিকে লক্ষ রাখা এবং সমাজদেহ থেকে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসা। নইলে দেশে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা দূরের কথা, গণতন্ত্রই রক্ষা করা যাবে না।

নামাজের সময়-সূচী

সেপ্টম্বর	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ফজর	৫.০৯	৫.১০	৫.১১	৫.১২	৫.১৩	৫.১৫	৫.১৬
সূর্যোদয়	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩২
জোহর	১২.৫৪	১২.৫৩	১২.৫৪	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫৩	১২.৫২
আসর	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৩	৫.২১	৫.২০
মাগরিব	৭.২২	৭.২০	৭.১৯	৭.১৭	৭.১৫	৭.১৪	৭.১২
এশা	৮.৩৯	৮.৩৭	৮.৩৫	৮.৩৩	৮.৩১	৮.২৯	৮.২৮

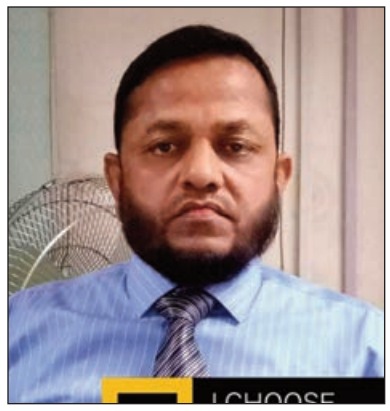
বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

ফিরে আসুনঃ আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করুন



জাফর আহমাদ

পাপাচারে পৃথিবী ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। যে দিকেই তাকাই পাপ আর পাপ। মানুষের ব্যক্তি চরিত্র থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক চরিত্র শয়তানের বিস্তৃত জালে আটকা পড়েছে। বেহায়াপনা, যিনা-ব্যাভিচার ও ভোগের সাম্রাজ্যে চলছে অত্যধিক মাতলামি। শয়তান তার চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের নিমিত্তে মানুষের সামনে, পিছনে ডানে ও বাঁয়ে ওঁত পেতে ছিল। তাতে সে অনেকটা সফল হয়েছে। যার ফলে আল্লাহর গযব একটার পর একটা নেমে আসছে ধরিত্রীর সর্বত্র। আল্লাহর এই গযব থেকে বাঁচতে হলে খুব দ্রুতই শয়তানের বেড়াজাল ছিড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে ফিরে আসতে হবে। এই ফিরে আসার নামই তাওবা। হতাশার কিছু নেই। অবশ্যই আল্লাহ আমাকে আপনাকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে স্থান দিবেন। তিনি বিশাল দয়ার মালিক। বৈধতার মোড়কে শয়তান অসংখ্য মায়াবী জাল পেঁতে রেখেছে। যে কোন মু'মিন পুরুষ অথবা নারী সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও যে কোন সময় শয়তানের পেঁতে রাখা জালে পা রাখা অসম্ভব বা বৈচিত্র কিছু নয়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য সৃষ্টির মত যেহেতু মানুষকে তাঁর কঠিণ বন্ধনে আবদ্ধ না করে তাকে দান করেছেন স্বাধীন বিবেক। তাই ভাল-মন্দ উভয় করার প্রবণতা তাদের রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:"মানব আত্মার শফথ, আর সেই সত্তার শফথ, যিনি তাকে সুগঠিত করেছেন। অতপর তার মধ্যে অন্তর্গত করে দিয়েছেন সীমা লংঘনের (ফুজুরের) প্রবণতা আর সীমার অবস্থানের (তাকওয়ার) প্রবণতা। সফল হলো সে ব্যক্তি, যে তার তাকওয়ার প্রবণতাকে বিকশিত ও উন্নত করেছে। আর ধ্বংস হলো সে, যে তার তাকওয়ার প্রবণতাকে দাবিয়ে দিয়েছে।'(সুরা শামস্ ঃ ৭-১০) ভাল ও মন্দ উভয় প্রবণতাই মানুষের ভেতর অবস্থান করছে। একজন মুমিন-মুসলমান আমৃত্যু অবিরত তাক্ওয়াকেই বিকশিত করতে থাকবে। এর পরও যে মাঝে মধ্যে পা পিছলে যাবে না এর কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ শয়তান তখন আরো ভালো করে তার পিছু নেয়, পদস্খলনও ঘটিয়ে দিতে পারে।

তাই বলে করুণার আধার মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যক্তির ফিরে আসার সদর দরজা কি বন্ধ করে দিয়েছেন? কখনো নয়। বরং তিনি তাঁর করুণার সদর দরজা বান্দার জন্য সর্বদা খুঁলে রেখেছেন। ব্যর্থ মনোরথ বান্দা সারা পৃথিবীর কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আবার যাতে তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টির সীমানায় চলে আসে, সে জন্য তিনি তাঁর দরবারের করুণার দরজাটি দিনে-রাতে খুলে রেখেছেন। ফিরে আসার এ যে কসরত, এর নাম তওবা।

তাওবা শব্দের অর্থ অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। পারিভাষিক অর্থে তাওবা মানে- ভুল পথে ধাবিত ব্যক্তির হঠাৎ সচকিত হয়ে সম্বিত ফিরে পাওয়া। অনুতপ্ত, অনুশোচনা ও নিজের কৃতকর্মে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে ভুলের পূনরাবৃত্তি হবে না এ নিশ্চয়তা প্রদান করে অত্যন্ত খালেছ বা খাঁটি দিলে আল্লাহর দিকে ফিরে আসাকে তাওবা বলা হয়। গোনাহ করার পর তাওবার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে দাসটি তার প্রভুর নাফরমান ও অবাধ্য হয়ে প্রভুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে এখন নিজের কার্যকলাপে অনুতপ্ত। সে প্রভুর আনুগত্য করার ও তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য ফিরে এসেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার দিকে তাওবা করার মানে হচ্ছে এই যে, দাসের ওপর থেকে প্রভুর যে অনুগ্রহ দৃষ্টি সরে গিয়েছিল তা আবার নতুন করে তার প্রতি নিবদ্ধ হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তবে এ কথা জেনে রাখো, আল্লাহর কাছে তাওবা কবুল হবার অধিকার একমাত্র তারাই লাভ করে যারা অজ্ঞতার কারনে কোন খারাপ কাজ করে বসে এবং তারপর অতিদ্রুত তাওবা করে। এ ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ আবার তাঁর অনুগ্রহের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের খবর রাখেন, তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ। (সুরা নিসা ঃ ১৭) মহান আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বলেন: আমার এখানে ক্ষমার দরজা একমাত্র সেই সব বান্দার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, যারা ইচ্ছা করে নয় বরং অজ্ঞতার কারণে ভুল করে বসে এবং চোখের ওপর থেকে অজ্ঞতার পর্দা সরে গেলে লজ্জিত হয়ে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এহেন বান্দা তার ভুল বুঝতে পেরে যখনই প্রভু মহান রাব্বুল আলামীনের দিকে ফিরে আসবে তখনই নিজের জন্য তাঁর দরজা উন্মুক্ত দেখতে পাবে, " আমার এ দরবারে আশাভংগ হয় না কারো, শতবার ভেঙেছো তাওবা, তবু তুমি ফিরে এসো।"

তাওবা শব্দের অর্থ অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। পারিভাষিক অর্থে তাওবা মানে- ভুল পথে ধাবিত ব্যক্তির হঠাৎ সচকিত হয়ে সম্বিত ফিরে পাওয়া। অনুতপ্ত, অনুশোচনা ও নিজের কৃতকর্মে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে ভুলের পূনরাবৃত্তি হবে না এ নিশ্চয়তা প্রদান করে অত্যন্ত খালেছ বা খাঁটি দিলে আল্লাহর দিকে ফিরে আসাকে তাওবা বলা হয়।

আলাহর এক নাম **আত তাওয়্যাব অর্থাৎ** তওবা কবুলকারী। এটি আল্লাহ তা'আলার আশা ও উৎসাহ দানকারী গুণ। আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ গুণটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা এখনো পর্যন্ত বিদ্রোহ করে চলেছে অথবা যারা বার বার বিপদগামী হয়ে যায় তারা যেন নিরাশ না হয় বরং এ কথা ভেবে নিজেদের আচরণ পুনর্বিবেচনা করে যে, এখনো যদি তারা এ আচরণ থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। গোনাহ করার পর তাওবার অর্থ হচ্ছে এই যে, যে দাসটি তার প্রভুর নাফরমান ও অবাধ্য হয়ে প্রভুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে এখন নিজের কার্যকলাপে অনুতপ্ত। সে প্রভুর আনুগত্য করার ও তাঁর হুকুম মেনে চলার জন্য ফিরে এসেছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার দিকে তাওবা করার মানে হচ্ছে এই যে, দাসের ওপর থেকে প্রভুর যে অনুগ্রহ দৃষ্টি সরে গিয়েছিল তা আবার নতুন করে তার প্রতি নিবদ্ধ হওয়া।

কিন্তু আমাদের দেশে তাওবার ব্যাপারে একটি ভুল ধারনা প্রচলিত আছে। তা হলো: পাপ কাজ হচ্ছে, একটু বয়স হলে বা হজ্জ থেকে এসে তাওবা করে এ কাজ ছেড়ে দিব অথবা একটু বয়স হলে কর্তব্যের কাজটি শুরু করবো। জীবনের এ গ্যারান্টি কোথা থেকে যে তারা পায়, তা আমার বুঝে আসে না। অনেক সময় দেখা গেছে প্রকৃতপক্ষে বয়স হলেও ভাল কাজ করার সুযোগ আর এদের ভাগ্যে জোটে না। মুলতঃ অপরাধ জানার সাথে সাথে তাওবা করতে হবে। বয়স হলে তাওবা করে খারাপ কাজ ছেড়ে দিবেন বা ভাল কাজ শুরু করবেন এ ধরনের প্রভিশন ইসলামে নেই। তাছাড়া ইতিমধ্যে যদি পরকালে চলে যাওয়ার সুযোগ হয়, তবে তো নিজের পায়ে কুড়াল মারলেন। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আরো পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হয়ত ঘনিয়ে এসেছে আর তখন তাকে ওজু-গোসল দিয়ে একজন হুজুর ডেকে এনে তাওবার ব্যবস্থা করা হয়। এই মহড়া আল্লাহ দেখেন। এই তওবার মহড়া কি আল্লাহ কবুল করবনে? কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতেও এটি ঠিক নয়। যারা আল্লাহকে ভয় না করে সারা জীবন বেপরোয়াভাবে গোনাহ করতে থাকে তারপর ঠিক যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে, তাদের জন্য তাওবা নেই, তাদের গোনাহের কোন ক্ষমা নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ " আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ মৃত্যুর আলামত দেখা না দেয়।" কারণ যৌবন ও কৈশোরের মুল্যবান সময় বেহুদা সব কাজে ব্যয় করে এখন এ অসার ও মূল্যহীন জীবনটা আল্লাহর কি প্রয়োজনে আসবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ মানুষটার জীবন-যৌবন ও ধন-দৌলত দান করেছিলেন তাঁর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য। কিন্তু সারা জীবন তার এ মূল্যবান জীবন ও ধন-সম্পদ খরচ করে এসেছে আল্লাহর বিরুদ্ধ সব পথে। এখন সে এমন এক স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায় না। এখন আর তার প্রভাব প্রতিপত্তি, জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি তাকে আর বাহাদুরীর শক্তি যোগায় না। রঙিন দুনিয়ার শেষ প্রান্তে এসে যখন পরবর্তী জীবনের হাতছানি দেখছে, এখন তার সম্বিত ফিরে এসেছে আর তাই তাওবার হাত আল্লাহর দিকে প্রসারিত করেছে। এ অকর্মণ্য হাত আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ এ হাত কবুল করবেন না। তাওবা সময় থাকতে করতে হবে। কাজটি খারাপ হচ্ছে, এ কথা জানার সাথে সাথে তাওবা করে তা থেকে সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসতে হবে।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার আত্মীয়-স্বজনেরা কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে থাকে। লাশ কবরে রাখার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ে থাকে। "বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতে রাসুলিল্লাহ।" অর্থাৎ আল্লাহর নামে রাসুল সাঃ এর দলে রেখে গেলাম। প্রশ্ন জাগে ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দলভুক্ত না হন, তাহলে মুল্যহীন গলিত পচা লাশটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দলে নিয়ে কি করবেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো তাঁর দায়িত্বের বোঝা জীবিত লোকের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। এ দায়িত্ব আমাদের জীবিতরাই পালন করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্তমাখা ইসলামকে বাদ দিয়ে যারা নিজেদের শ্রম, মেধা ও অর্থ অন্য কোথাও খরচ করে, তারা মুলতঃ ভুল পথে আছে। জেনে বুঝে এ পথে যারা চলতে থাকবে, আল্লাহ তাকে আমৃত্যু এ পথে চলার সুযোগ করে দিবেন। আবার মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মরা লাশ গ্রহণ করবেন বলে ধারণা করা একান্তই বোকামী। আত্মীয়-স্বজন যারা কবরে লাশ রাখবেন, তাদেরকে এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের একটি মিথ্যা মিথ্যে কথা এ ভাবে বলবেন না। এটি এক ধরনের প্রতারণার শামিল। সারা জীবন লোকটি রাসুলের দল করে নাই, অথচ মৃত্যুর পর রাসুলের দলে রেখে আসবেন, আপনাদের এ কর্মটিও রাসুল পছন্দ করবেন না অবশ্যই। তাই সময় থাকতে সকলেই সঠিক পথে ফিরে আসুন। তাওবা করুন। যে কয়টি বর্ষ জীবন থেকে ঝরে গেছে, তার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হোন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে জীবনের সঠিক লক্ষ্য ঠিক করে, তাতে চলার চেষ্টা করুন। আল্লাহ মাফ করে দিবেন ইনশা'আল্লাহ।

জাফর আহমাদ, ম্যানেজার, আইবিবিএল, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।

ইসলাম ও সমাজ

সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী (সা.)

ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন ঃলাকস্ফাদ কানা লাকুম ফি রাসুলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ্। অর্থাৎ তোমাদের জন্য রাসুলের (সা.) জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। (সুরা আহ-যাব, আয়াত-২১) মানবতার মুক্তিদূত হজরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন বিশ্বনবী। জাতি-ধর্ম, বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায়, দেশ-কাল নির্বিশেষে তিনি হলেন সব মানুষের জন্য মহান আল্লাহ প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, যিনি বিশ্বমানবতার জন্য সর্বোত্তম আদর্শের প্রতীকও বটে। মানবজীবনের সব দিক ও বিভাগে যাকে অনুসরণ করলে মহান আল্লাহতায়ালার নৈকট্য ও ভালোবাসা অর্জিত হবে, তিনি হলেন সেই সর্বোত্তম আদর্শের নমুনা বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)। ইরশাদ হচ্ছে ঃকুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি য়ুহবিব কুমুল্লাহ্। অর্থাৎ হে রাসুল, আপনি বলে দিন- তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা চাও তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। (আল ইমরান, আয়াত-৩১)

সৃষ্টিজগতের সবার জন্য অনুসরণীয় এই মহামানবের সব আদেশ-নিষেধ মহাসত্যে বিশ্বাসীদের অবশ্যপালনীয় বিষয় হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন ঃমা আতাকুমুর রাসুলু ফাখুযুহু ওয়া নাহাকুম আনহু ফানতাহু। অর্থাৎ তোমাদের রাসুল যা নিয়ে এসেছেন তা আঁকড়ে ধরো, আর যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থেকো। (সুরা হাশর, আয়াত-৭)

মহান আল্লাহর কাছে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলেন রহমতের প্রতীক, করুণার আধার বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)। আর তাই জগদ্বাসীকে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবিবের সর্বোন্নত গুণের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন ঃওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামিন্। অর্থাৎ হে নবী, আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য করুণার প্রতীক হিসেবে প্রেরণ করেছি।

বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে প্রেরিত এই মহামানবের অপর গুণটি হলো তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে মহান স্রষ্টার ঘোষণা নিম্নরূপ ঃওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকুল আযিম্। অর্থাৎ হে রাসুল, আপনি সর্বোন্নত চারিত্রিক মাধুর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। (সুরা কস্ফালাম, আয়াত-৪)

মানবজীবনে আগত সমস্যাদি নিরসনে যে নমুনা আমরা অনুসরণ করব, যাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণের মাধ্যমে ইহকালীন কার্যাবলি সম্পন্ন করে পারলৌকিক মুক্তি ও সাফল্যের পথকে প্রশস্ত করব, তিনি হলেন মহান আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত ও মনোনীত সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)।

মহানবী (সা.) কৈশোর ও যুবক বয়সে সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে যে উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, তা হলোওআলামিন্। সবাই তাঁকে আলামিন বলেই ডাকত। অন্ধকার যুগে একজন কিশোর ও যুবক কতখানি বিশ্বস্ত হলে অসভ্য ও বর্বর জাতির লোকজনও তাঁকে সম্মানের সঙ্গে স্বতন্ত্র এক অভিধায় ভূষিত করতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। যৌবনে পদার্পণকারী নবী আরবের গোত্রীয় কোন্দল আর বিবাদ-বিসম্বাদের ভয়াবহতায় মর্মাহত ও বেদনাক্লিষ্ট হয়েছিলেন। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে যুবক নবী স্বীয় মেধা ও সাংগঠনিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে গঠন করেছিলেন এক শান্তিসংঘ, যা ইতিহাসেওহিলফুল ফুযুল্ নামে অভিহিত। এক ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে অনিবার্য বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণের এক সফল প্রচেষ্টার নাম ছিল হিলফুল ফুযুল। সুতরাং মহানবী (সা.) ছিলেন একজন আদর্শ যুবক তথা পৃথিবীর সব যুবকের জন্য তিনি আদর্শ।

মহানবী (সা.) বলেছেন ঃফাতেমা আমার কলিজার টুকরা, নয়নের মণি। যে ব্যক্তি ফাতেমাকে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে ফাতেমাকে সন্তুষ্ট করল, সে যেন আমাকেই সন্তুষ্ট করলঃ

স্বীয় সন্তান সম্পর্কে রাসুল (সা.)-এর উল্লিখিত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই তার পিতৃত্বের মমতা উপলব্ধি করা যায়। আমাদের সমাজে অনেকেই আছেন যারা মেয়ের বাবাকে বিভিন্ন নেতিবাচক শব্দ প্রয়োগে গালি দিয়ে থাকে। মহানবী (সা.) তাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃতোমরা মেয়ে সন্তানের বাবাকে বকা দিও না। কেননা, আমি নিজেই মেয়েদের পিতা।

উল্লেখ্য, রাসুল (সা.) চারজন মেয়ের পিতা। অন্ধকার যুগের আরবে যখন কন্যাসন্তান হলেই তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, সেই যুগে জেহালতের ভিত্তিমূলে স্থাপিত সমাজে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঃযার প্রথম সন্তান মেয়ে, সে জান্নাতি। যার পরপর দুটি সন্তান মেয়ে, সেও জান্নাতিঃ

চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

আশা জাগাচ্ছে ডোপ টেস্টের সিদ্ধান্ত

ড. নিয়াজ আহম্মেদ

মাদকের ভয়াবহ থাবা আমাদের সমাজকে যে পুরোপুরি গ্রাস করতে চলছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কয়েক মাস আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র যখন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মাদকের প্রতিক্রিয়ায় নিজের জীবন দেয়, তখন আমরা নড়েচড়ে বসি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তদন্তে নতুন নতুন মাদকের নাম এবং এর উৎস ও বহনপ্রক্রিয়া আমাদের নজরে আসে। অভিভাবক ও সচেতন নাগরিকদের ভাবিয়ে তোলে। সরকারের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়ায় কিভাবে মাদকের প্রবেশ বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কেননা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় মাদক সমস্যা আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্বের যেখানেই কোনো নতুন মাদকের উদ্ভব হয় সঙ্গে সঙ্গে তা আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। বিদেশ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দেশে এবং দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে মাদক নামের ভয়াবহ বিষ। আর মাদক যখন সহজলভ্য হাতের নাগালে পাওয়া যায়, তখন শখের বশেই হোক আর হতাশার কারণেই হোক একবার মাদক গ্রহণ করে আসক্ত হচ্ছে অনেকে। একটি মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন আসক্তি সৃষ্টিকারী ড্রাগ ও রসায়ন নিজ, পরিবার ও সর্বোপরি বৃহৎ সমাজের বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। এর আর্থিক ক্ষতি এতটাই বেশি, যা বলার মতো নয়। কেননা যিনি মাদক গ্রহণ করেন তিনি যে অর্থ ব্যয় করেন এবং এ কারণে যদি তাঁর মৃত্যু হয় তা আরো বড় আর্থিক ক্ষতির কারণ। বেঁচে থাকলে তিনি সমাজে অনেক অবদান রাখতে পারতেন। মাদক আজ সমাজকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করছে। আমাদের উন্নয়নের গতির ক্ষেত্রেও মাদক আজ এক বড় বাধা।

মাদক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে আইন ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হওয়ার অন্যতম কারণ গণহারে সরকারিভাবে মাদকাসক্তদের শনাক্তের বাইরে রাখা। বিষয়টি এ কারণে বলছি অনেকেই মাদক নিচ্ছে; কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে শনাক্ত না হওয়ায় আসক্তদের কোনো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। সম্ভবত বিদেশে শ্রমিক হিসেবে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে অনেকে মাদক নেয়; এর মধ্যে কেউ কেউ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় কিন্তু বড় অংশই শনাক্ত ও চিকিৎসার বাইরে থাকছে। একান্ত কাছের মানুষ জানতে পারছে মাদকাসক্তির কথা। অন্যরা জানলেও একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে নিজের কোনো ক্ষতির কারণ না হলে বিষয়টি অধরাই রয়ে যায়। মাদক সমস্যার ভয়াবহতার অন্যতম কারণ এর সহজলভ্য এবং আসক্তরা শাস্তির আওতায় না আসা; সবশেষে কঠোর শাস্তির বিধান না থাকা। মাদক অন্যের ক্ষতির কারণ হলেও এখনো অনেকে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখছে। মাদকাসক্ত সন্তানকে প্রকাশ না করার মানসিকতা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার আওতায় আনতে না পারা আসক্তি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। হতাশাগ্রস্ততা পরিবার থেকে দূর করতে পারা মাদকে আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। শখের বশে মাদক গ্রহণ প্রাথমিক অবস্থায় জানা গেলে মাদক থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। পারস্পরিক মেলামেশার জন্য মাদকাসক্ত হলে তা দূর করার জন্য সমাজের প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঠিক ভূমিকা পালনের ওপর জোর দিতে হয়। একটি সুন্দর সৌহার্দপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ ও অনুকূল সামাজিক প্রতিবেশ পারে আমাদের মাদক থেকে দূরে রাখতে।

এমন প্রেক্ষপটে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বছরে একবার ডোপ টেস্ট চালু করা আমাদের মাদক থেকে দূরে রাখতে আশা জাগায়। সরকারের এমন সিদ্ধান্ত শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, প্রয়োজনীয় এবং একটি সাহসী পদক্ষেপ। সরকার অনেক আগে থেকেই এমনটি ভাবছিল, যার প্রকাশ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। শুধু সরকারি কর্মচারীরাই নয়, একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় সব বেসরকারি কর্মচারীকেও ডোপ টেস্টের আওতায় আনা উচিত। তবে চাকরি পাওয়ার পর কেউ মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে তাকে কিছুটা ছাড় দেওয়া যেতে পারে। নিজেকে শুধরানোর জন্য অন্তত একটি সুযোগ যেন কর্মচারীরা পায় তার ব্যবস্থা রাখা যায়। এতে চাকরিপ্রত্যাশীরা ভয়ের কারণে হলেও মাদক থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। পর্যায়ক্রমে সরকার থেকে প্রাপ্য সব সেবাগ্রহীতাকে ডোপ টেস্টের আওতায় আনতে হবে। (বাকি অংশ ০৯ পাতায়)

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ব ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

আশা জাগাচ্ছে ডোপ টেস্টের সিদ্ধান্ত

(৮ পাতার পর)

এভাবে ধাপে ধাপে আগালে দেখা যাবে একসময় মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এর আওতায় এসে যাচ্ছে। আমাদের আর মানুষকে সচেতন করার প্রয়োজন পড়বে না। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই সচেতন হবে, মাদক থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। যদি আমরা পর্যায়ক্রমে সবাইকে এর আওতায় আনতে পারি, তাহলে মাদক আমাদের আর সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হবে না। তবে মাদকের শাস্তির বিধান কোনোভাবেই রহিত করা যাবে না; বরং আরো বাড়াতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদকের এক বড় আখড়া। উন্মুক্ত পরিবেশে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছেলে-মেয়েরা সহজেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। অনেক শিক্ষার্থী আবার মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ব্যবসায় জড়িত হয়ে মাদক গ্রহণ কিংবা মাদকাসক্ত হয়ে ব্যবসায় জড়িত হতে দেখা যায়। শিক্ষার্থী ভর্তির শুরুতে ডোপ টেস্ট একটি কার্যকর পদক্ষেপ। যত ভালো ছাত্রই হোক না কেন, মাদকাসক্তির জন্য কেউ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারে, তাহলে তার জন্য আর কি কষ্ট হতে পারে। এ রকম শর্ত শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই সচেতন হতে বাধ্য করবে। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রাথমিক স্তরে বড় ধাক্কা লাগবে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধে এর চেয়ে বড় নিয়ামক আর হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত ডোপ টেস্টের প্রবর্তন একটি সাহসী পদক্ষেপ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। ডোপ টেস্টের বেলায়ও তাই। আমরা গত শিক্ষাবর্ষ থেকে ডোপ টেস্ট চালু করেছি। আশা করি সরকারের সাধারণ নির্দেশনা না এলেও আমাদের ডোপ টেস্ট অব্যাহত থাকবে। সমাজের সব মানুষের ওপর আজ মাদকের কমবেশি প্রভাব রয়েছে। নতুন নতুন মাদক আমাদের শরীর ও মনে অবর্ণনীয় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। মাদক থেকে আমাদের যেভাবেই হোক বেরিয়ে আসতে হবে। সরকারের সাহসী পদক্ষেপ আমাদের মাদক থেকে দূরে রাখতে যেমন বাধ্য করবে, তেমনি পরিবার ও সমাজের কঠোর নজরদারি এবং সচেতনতা মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে সহায়ক হবে–এমন আশা আমরা করতে পারি।

লেখক : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং





আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

গ্রিনকার্ডের জন্য ভ্যাকসিন নেয়া জরুরী ইম্যুনাইজেশনের জরুরী তালিকায় সিডিসি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন যুক্ত করেছে।

সেন্ট্রালস অব ডিজিজ কন্ট্রোল এ্যান্ড প্রিভেন্সন (সিডিসি) গত ২৪ আগস্ট, ২০২১ থেকে গ্রিনকার্ডের আবেদনকারীদের কোভিড -১৯ এর বিরুদ্ধে পূর্ন ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে হবে। সম্পূর্ণ ভ্যাকসিন গ্রহণের প্রমাণপত্র নির্ধারিত সিভিল সার্জন কর্তৃক ফরম আই-৬৯৩ এতে সত্যায়িত করে নিতে হবে। এডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস (ফরম আই-৪৮৫) এর অনুমোদন লাভ গ্রিনকার্ড আবেদনের শর্ত হিসেবে গণ্য হবে। নতুন ভ্যাকসিন গ্রহণের শর্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়েছে। যেমন যাদের যথার্থ বয়স হয় নাই কিংবা যদি ভ্যাকসিন পাওয়া না যায় এবং আবেদনকারীর ধর্ম বা নৈতিক বিশ্বাস। মেডিক্যালী উপযুক্ত হয়েও কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন নিতে অস্বীকার করলে গ্রিনকার্ড প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারীকে নির্ধারিত পরামর্শমত ভ্যাকসিন নিতে হবে। শিশুদের এবং অন্য যে কোন পূর্ভ সতর্কতা ও পরিবর্তন সম্পর্কে সিভিল সার্জনকে অবহিত থাকতে হবে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন না নিলেও চলবে। যেমন-

যথার্থ বয়স না হওয়াঃ

কোভিড -১৯ ভ্যাকসিন সব বয়সের জন্য এক রকম ফর্মূলা তৈরি হয় না। যথার্থ ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে হবে। আবেদনকারী যদি সর্বনিম্ন বয়সের হয় (ভ্যাকসিন গ্রহণের সময় নির্ধারিত ১২ বছরের নিচে হলে)- তাহলে ভ্যাকসিন নেয়া তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াঃ

আবেদনকারীর যদি কোভিড-১৯ এ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার আশংকা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিন গ্রহণের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

নিয়মিত সহজলভ্য নয়ঃ

যদি কোন স্টেটে ভ্যাকসিন নিয়মিতভাবে পাওয়া না যায় এবং সিভিল সার্জন যদি সত্যায়ন করেন। সীমিত সরবরাহের কারণে যথেষ্ট বিলম্বের আশংকা থাকলে সেটা নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে না বলে বিবেচিত হবে।

কোভোডি-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণ না করার অন্যান্য কারণঃ

ধর্মীয় এবং নৈতিক বিশ্বাসের কারণে আবেদনকারী ভ্যাকসিন গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ জানাতে পারে। ধর্মীয় ও নৈতিক বিশ্বাসের কারণে কেউ ভ্যাকসিন গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ জানালে তা বিবেচনায় নেয়ার সুযোগ।

আবেদনকারী আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে ভ্যাকসিন নিতে অস্বীকার করলে সেক্ষেত্রে আবেদনকারী ক্লাস-এ পর্যায়ভুক্ত এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

ভ্যাকসন গ্রহণের বেকর্ডের প্রমাণঃ

ভ্যাকসিন নেয়ার গ্রহনযোগ্য প্রমাণ থাকতে হবে। সে জন্য অফিসিয়াল রেকর্ড প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। ভ্যাকসন নেয়ার রেকর্ড ও তারিখ রিবর্তন গ্রহণযোগ্য হবে না। লিখিত প্রমাণ ব্যক্তিত কেউ নিজে ভ্যাকসিন গ্রহণের রিপোর্ট করলে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সিভিল সার্জন ফরম আই -৬৯৩ তে সকল গ্রহণযোগ্য ভ্যাকসিনের ইতিহাস সত্যায়ন করবেন। যা আবেদনকারীর স্থায়ী ভ্যাকসিনের রেকর্ড হিসেবে থেকে যাবে। যদি দুই ডোজের ভ্যাকসিন হয় তবে উভয় ডোজের প্রমাণ থাকতে হবে।



আরও বিশদ জানার জন্য ইমিগ্রেশন অনুমোদিত ফিজিসিয়ানকে কল করতে হবে অথবা নিচের লিংকে চেক করতে হবে।

www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/ civil-usrgeons/ covid-19 technical- instructions. Html?fbclid= 1war3yrfx-idydkcn was moveic sqiir ry536x-5dinwxc5dedv-bv-clazp3tw

আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের কর দায় (ট্যাক্স লায়াবিলিটি)ঃ

যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করে এমন আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের কর দায় সম্পর্কে অনেকেই আমাদের কাছে জানতে চান। অনেকেরই ভুল ধারণা রয়েছে কাগজবিহীন ইমিগ্র্যান্টদের কর দিতে হবে কিনা। কারণ তাদের সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর নেই। তাই তাদেও আইআ-রএসকে ট্যাক্স দিতে হবে না তাদের আয়ের উপর আনডকুমেন্টেডদেরকেও মার্কিন নাগরিক বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের মত ট্যাক্স দিতে হবে -কোন মওকুফ হবে না। ফেডারেল ট্যাক্স প্রক্রিয়ার জন্য আইআরএস ইনডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন নম্বার অথবা আইটিআইএস- এর জন্য ৯ ডিজিট এর একটি নম্বর ব্যবহার করে। এটা আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের জন্য প্রযোজ্য। যাদের সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর নেই, আইআরএস অনেকক্ষেত্রে তাদেরকেও এই নম্বর দিয়ে থাকে।

কীভাবে আইটিআইএন পাওয়া যাবেঃ

যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করলে আইটি আইএন নম্বর সংগ্রহ করা আপনার কেবল আর্থিক দায় নায় সৎ চরিত্রের প্রমাণও বটে। যা আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট বা ডিপোর্টেশন ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রমাণ হিসেবেও কাজে লাগে।

আইটিআইএন পাওয়ার জন্য ডব্লিউ -৭, আইএরএস এপ্লিকেশন ফর ইনডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ার আইডেন্টিফিকেশন ফরম পূরণ করে পাঠাতে হবে।

কারা আইটিআইএন পেতে পারেন?

যুক্তরাষ্ট্রে লিগ্যাল স্ট্যাটাস চাড়া যারা বসবাস করছে। অনাবাসী মার্কিন রেসিডেন্ট যাদের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উপার্জন, বিনিয়োগ অথবা ব্যবসা রয়েছে।

বিদেশী ছাত্র যারা রেসিডেন্ট হিসেনে যোগ্য বলে বিবেচিত।

টেম্পারারি ভিসায় যুক্তরাস্ট্রে এলপি আর-এর স্বামী/স্ত্রী, নির্ভরশীল, মার্কিন নাগরিক বা বিদেশী নাগরিক বাস করছে।

সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর (এসএ-সএন) এবং আইটি আইএন এর মধ্যে পার্থক্যঃ

এসএসএন এবং আইটিআইএন এর মধ্যে অন্যতম প্রধান পার্থক্য হচ্ছেঃ এসএসএন মার্কিন নাগরিক এবং অনুমোদিত অনাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট। অন্যদিকে আইটিআইএন পেতে পারে আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্ট এবং নন রেসিডেন্ট ইমিগ্রেন্ট পেতে পাওে যারা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে কাজ করে। কোন কোন স্টেটে আইটি আইএন ব্যবহার করে ড্রাইভিং লাইসেন্সরও আবেদন করা যায়। সুদসহ ব্যাংক একাউন্ট খোলা যায়। ক্রেডিট কার্ডের জন্যও আবেদন করা যায়।

আগামী সপ্তাহে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবেঃ

আইটিআইএন দিয়ে কি ওয়ার্ক অথরাইজেশন বা বৈধ স্ট্যাটাস লাভ করা যাবে?

আইটিআইএন কী কারণে ব্যবহার করা যায়?

আইটিআইএন-এর মূল্য কত?

আইটিআইএন প্রসেস হতে কত দিন লাগে?

আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের খোঁজ পেতে কি আইটিআইএন কাজে লাগে?

আজকের এই বিষয়ে আমরা এর আগেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অবার অনেক পাঠকের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে আজ আবার আমরা আলোচনা করলাম।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

জিন্দা লাশ



মিজানুর রহমান খান আপেল



"লাশ" কথাটা শুনলেই যেন গা শিউরে উঠে অথচ একই মানুষ শুধু ব্যবধান দেহে আত্না থাকা ও না থাকা। মানব দেহে আত্না উপস্থিতি থাকার কারণে তাকে বহু উপাধিতে ভূষিত করতে পারলেও আত্নাহীন মরদেহের উপাধি একটাই যার নাম "লাশ"। লাশ ও জিন্দা লাশের মধ্যে পার্থক্য হলো, লাশের সবকিছু অকেজো হয়ে স্পন্দনহীন নিথর দেহ পরে রয় শারীরিক, মানসিক ও কোন ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা তার থাকে না। কিন্ত "জিন্দা লাশ" তার থেকে কিছু ব্যতিক্রম। জিন্দা লাশের শারীরিক অনুভূতি সক্রিয় থাকলেও তার বিবেক মারা যায়। তাই, জিন্দা লাশের দ্বারা দুনিয়ায় যা কিছু সংঘটিত হয় সবই অবৈধ অনৈতিক, তা শুধুই দুনিয়ার মোহে ব্যক্তি স্বার্থের প্রয়োজনে। মৃত বিবেকের কারণে জিন্দা লাশ ন্যায়-অন্যায়ের কোন পার্থক্য করতে পারে না। আবার শারীরিক অনুভূতি সচল থাকায় তাদেরকে দাফন (কবর) করাও যায় না। সুতরাং এই সুন্দর পৃথিবীর সব অশান্তির মূলে "জিন্দা লাশ"। এই জিন্দা লাশ আবার দুই প্রকার (১) তাদের অন্যায় অবিচার জনসম্মুখেই, তারা বাহ্যিকভাবে মান-সম্মানের কোন পরোয়া করে না তাদের মৃত বিবেকের কারণে। রাস্তা-ঘাটে, পথ-পান্থরে অযথা ঝামেলা করতে তাদের বিবেক সারা দেয় না। (২) কিছু লোকের আত্নসম্মানের ভয় শুধু লোকালয়ে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ভয়ে তারা ভীত নয়। তাদের ঈমান না থাকলেও পাকাপোক্ত আমল ও বাহ্যিক কর্ম প্রদর্শনে মনে হয় আসমান থেকে পাঠানো আল্লাহ তায়ালার কোন ফেরেশতা অথবা কোন ওলী-আউলিয়া, অথচ এরা ইসলামী শরিয়া মতে পাক্কা "মোনাফিক"। সুতরাং মোনাফিকদের মাধ্যমে মানুষ এই স্বার্থের দুনিয়ায় সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখেছেন পবিত্র কোরআনের ৬৩ নং সূরা মোনাফিকুনের প্রথম আয়াতে। তাই, সাধারণ মানুষ নিজেদের আত্নবিশ্বাস এবং সরলতায় মোনাফিকদের মাধ্যমে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হন।

আবার মানুষ ও পশু-পাখীর মৃত দেহের মধ্যে পার্থক্য হলো মৃত দেহের কাছে যেতে মানুষের ভয় কাজ করে অথচ আত্নাহীন দেহের কোনই ক্ষমতা নেই। এ ভয়টা শুধুই পরকালীন, যাকে ইসলামী ভাষায় বলা হয় "তাকওয়া" কারণ সে ইহজগত থেকে চির বিদায় নিয়ে পরজগতে চীরস্থায়ী বসবাসের বাসিন্দা। আখেরাতের ভাবনা মানুষের জীবনকে আমুল পরিবর্তন করে এর মাধ্যমে পার্থিব ক্ষনস্থায়ী জীবনের অসারতা অনুধাবন হয় এবং পরকালীন জীবন শান্তিময় করার প্রতি আগ্রহ তৈরী করে। কল্যাণকর কাজ ও নেক আমলে জীবন সাজাতে হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়। পার্থিব জীবনের চাওয়া-পাওয়ার আসক্তি কমে অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। তাই মানুষের মৃত দেহ লোকের মাঝে পরকালীন ভাবনা সৃষ্টি করে। যাদের মধ্যে এ ভাবনা স্থায়ীভাবে কাজ করে তারা মৃত্যুর আগ মূহুর্ত পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তার ভয়ে অন্যায় অবিচার থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন। আবার কিছু লোক ঈমানের দুর্বলতার কারণে ভুলে যান অতি সহজে। তাই, কিছু মানুষ মৃত ব্যক্তির জানাজা এবং কবর জিয়ারত করে দ্বীনদার হয়ে যান। ইসলামের শুরুতে কবর জিয়ারত নিষেধ ছিল, পরে অনুমতি দেওয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর জিয়ারত করতে পার। কেননা কবর জিয়ারত দুনিয়া বিমুখতা সৃষ্টি করে এবং আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস ১৫৭১)। সুতরাং আখেরাত স্মরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো মৃত ব্যক্তির জানাজায় অংশগ্রহণ ও কবর জিয়ারত। নবী করিম (সা.) নিজে শহীদদের কবর জিয়ারত করতেন। সাহাবাগণও এ আমলে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই কবর জিয়ারত ও মৃতদের জন্য দোয়া করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। এই সিদ্ধান্তের উপর মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মানুষ জীবিত অবস্থায় হিংস্র পশুর কাছে যেতে ভয় পেলেও তার মৃত দেহের কাছে যেতে কেউ ভয় পায় না। কারণ পশু হলেও সে মৃত তাই তার পশুত্বভাব বা হিংস্রতা দেখানোর ক্ষমতা নেই। সুতরাং মানুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত দুনিয়ায় অর্থ-বিত্তের অহংকার ও শারীরিক অথবা মেধা শক্তির বিভিন্ন প্রকার উপাধির বিশেষণ ব্যবহার করে নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং নিরীহ মানুষের উপর তার অনৈতিক প্রভাব খাটান। কিন্তু ইন্তেকালের পর মূহুর্তেই নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে হয়ে যায় একটি মাত্র উপাধি যার নাম "লাশ" মানে পরপাড়ের যাত্রি। পৃথিবীর অঢেল ধন-সম্পদ এবং রংবেরংগের পোষাকের সমাহার থাকলেও শেষ যাত্রায় পোষাকের কোন রং থাকে না একটি মাত্র রংগে সাদা কাপড়ে মোড়ানো তাড়াতাড়ি দাফন করার ব্যবস্থায় সবাই ব্যস্থ, এই সময় কেউ তার থেকে দুনিয়ার ভয়ে ভীত নয়, নিমিষেই দুনিয়ার বাহাদুরী শেষ। সবাই ব্যস্থ যত দ্রুত তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করা যায়। দরজা-জানালাহীন অন্ধকার সাড়ে তিন হাত ঘরই তার জন্য বরাদ্দ। তাই, বাদশা সেকান্দর নছিহত করে গিয়েছিলেন তার লোকদের, মৃত্যুর পর যেন তাকে কাফন পরিয়ে সারা শহরে ঘুরানো হয়, যেন মানুষ ভাবে এত বড় বাদশা হয়েও সে নিজের জন্য কোন অর্থকড়ি সাথে নিয়ে যেতে পারেনি। মৃত্যু পূর্ব সময় এতো বিত্তশালী আত্নীয়-স্বজন শুভাকাংখীর আপসোস মায়া কান্না তারপরও কেউ সাড়ে তিন হাত জায়গার বেশী ধার্য করেন না কারণ, এই লাশ কারো উপকার করতে পারবে না বরং পচে-গলে মানুষের পরিবেশ দুষিত করবে, তখন আপনজনও তাকে সহ্য করবে না শুধু ব্যক্তি স্বার্থের বিবেচনায়। অথচ তার অর্জিত ধন-সম্পদ নিয়ে কারাকারী মারামারী এই হলো রংগ-রসের স্বার্থের দুনিয়া। মৃত্যুর স্বাদ প্রতিটি প্রাণীর নিতে হবে যে কোন মূহুর্তে এ কথা সবারই জানা এবং যা পবিত্র কোরআন মাজিদের ২১ নং সূরার ৩৫ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। আমরা পৃথিবীর মায়াজালে আটকা পরে আছি সাময়িক সময়ের জন্য, একদিন সব মায়া ত্যাগ করে পরপাড়ের যাত্রি হতেই হবে যার কোন বিকল্প নেই। পৃথিবীর সর্ব যুগের সর্ব শ্রেষ্ঠ মহামানবসহ সব যুগের মনিষীরাও পরপাড়ে চলে গেছেন। তাই, কোন প্রাণীর অনন্তকাল ইহজগতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার বা বিকল্প পথ নেই। অথচ কোন ডাক্তার যদি সময় নির্ধারণ করে দেন সে আগামী দশ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবেন তাহলে তার সময় চলে যাবে খুব দ্রুত প্রতিটা মূহুর্ত তার মাথায় হিসাবের তালিকায় থাকবে মনে হবে দশ বছর চলে গেল দশ মাসে। এই ইহজগতের ধোকা ও মায়াজাল কাউকে আটকাতে পারেনি এক শয়তান ব্যতিত তারপরও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার মৃত্যু ঘটাবেন। সুতরাং প্রত্যেকটি প্রাণীর মৃত্যু হবে এবং এটাই হয়ে থাকবে নির্ভুল ইতিহাস পৃথিবীর শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত।

লেখক: কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট
কুইন্স ভিলেজ, নিউইয়র্ক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জনগণের অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

করোনা অতিমারির দুঃসহ বিস্তার ও প্রাণসংহারে ক্ষত-বিক্ষত পুরো বিশ্বে জনজীবন, আর্থসামাজিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রায় বিপর্যস্ত। তুলনামূলক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপ-আমেরিকাসহ উন্নত দেশগুলোতে সংক্রমণ ও মৃত্যুর আধিক্যের পাশাপাশি অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ডব্লিউএফপিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল।

মহান স্রষ্টার অপার কৃপা, সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ, সম্মুখ যোদ্ধাদের অবিরাম প্রচেষ্টা এবং বহুলাংশে জনগণের সচেতন উপলব্ধির কারণে দেশে করোনার সার্বিক পরিস্থিতি কম সংকটাপন্ন বলে অনুমেয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক ও স্ব-উদ্যোগী ব্যবসা, হোটেল-রেস্তোরাঁ, গণপরিবহণ, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত খাত দুর্দশামুক্তির চেষ্টা করছে। জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ কর্মসংস্থান হারিয়ে স্থানচ্যুত হয়েছে।

করোনা-পূর্ববর্তী বিগত এক দশকে গড়ে প্রায় ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও গতিশীল শিল্পায়ন এবং সর্বোপরি সামাজিক সুরক্ষা খাতে পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়ায় চরম দারিদ্র্যের হার ১২ শতাংশের নিচে নেমে এসেছিল।

কিন্তু করোনার প্রভাবে নিম্ন আয়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মহীনতায় এ হার ২২ শতাংশে নেমে আসে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) জরিপ অনুযায়ী, করোনার সময় দেশে প্রায় ১ কোটি ৬৪ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে।

১ জুন ২০২০ প্রকাশিত ব্র্যাক, ডেটা সেন্স ও উন্নয়ন সমন্বয়ের যৌথ সমীক্ষা-জরিপে জানা যায়, চলমান মহামারিতে বাংলাদেশের ৭৪ শতাংশ পরিবারের উপার্জন কমে গেছে এবং ১০ কোটি ২২ লাখ মানুষ অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে পড়েছেন।

এ ছাড়াও ১৪ লাখেরও বেশি বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক চাকরি হারিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন বা আসছেন। সমীক্ষায় আরও জানা যায়, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে থাকাসহ নতুন করে চরম দরিদ্র হয়ে পড়া পরিবারগুলোর ৫ কোটি ৩৬ লাখ মানুষ চরম দরিদ্র (যাদের দৈনিক আয় ১.৯ ডলার), উচ্চ অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে রয়েছে এমন চরম দরিদ্রের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৩ লাখ এবং উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংখ্যা ৩ কোটি ৬৩ লাখ।

তাদের মধ্যে ৩৪.৮ শতাংশ পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্য চাকরি হারিয়েছেন এবং মার্চ-মে মাসের মধ্যে গড় পারিবারিক উপার্জন প্রায় ৭৪ শতাংশ কমে গেছে। তৈরি পোশাক খাতে (গার্মেন্টস) রপ্তানি এপ্রিল ২০১৯-এর তুলনায় ২০২০ সালের এপ্রিলে ৮৪ শতাংশ কমে গেছে। ২০২০ সালের মার্চের মাঝামাঝি থেকে ৭ এপ্রিলের মধ্যে ১ হাজার ১১৬টি কারখানা বন্ধ রয়েছে এবং চাকরি হারিয়েছে প্রায় ২২ লাখ পোশাক শ্রমিক।

২ আগস্ট ২০২১ গণমাধ্যম সূত্রমতে, তৈরি পোশাক রফতানিতে বিগত এক দশকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশকে পেছনে ফেলে ভিয়েতনাম এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের এ অবস্থানের এক ধাপ নিুমুখী হওয়ার কারণগুলো সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোক্তারা চিহ্নিত করেছেন। কারণগুলো হচ্ছে-ভিয়েতনামে মহামারির ধাক্কার কারণে উৎপাদন ও রফতানি খুব বেশি বাধাগ্রস্ত না হওয়া, নন কটন (ম্যানমেইড ফাইবার) আইটেমের পণ্য তৈরি করে আগে থেকেই শক্ত অবস্থানে থাকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কারণে ওই বাজারে সব সময় অগ্রাধিকার পাওয়া।

বর্ণিত সূত্রমতে, ৩০ জুলাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিসটিকস রিভিউ ২০২১ প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০২০ সালে ভিয়েতনামের ২ হাজার ৯০০ কোটি ডলারের পোশাক রফতানির বিপরীতে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ২ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের পোশাক। কিন্তু ২০১৯ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ৩ হাজার ৪০০ কোটি ডলার এবং ভিয়েতনামের ছিল ৩ হাজার ১০০ কোটি ডলার। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অর্থবছরের হিসাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণ বেশি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুসারে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৩১ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে।

বিজিএমইএ সভাপতির ভাষ্যমতে, 'দেশে করোনার কারণে গত বছর প্রায় এক মাস পোশাক কারখানা বন্ধ ছিল। সে সময় পণ্য রপ্তানি হয়নি। অনেক ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে। বন্ধের পর কারখানা খুললেও ক্রয়াদেশ কম ছিল। সে কারণে ভিয়েতনাম বাংলাদেশকে পেছনে ফেলেছে।'

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ-প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী করোনা মহামারিতে বিশ্বজুড়ে গত কয়েক শতকের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সুদূরপ্রসারী মন্দার প্রভাবে বাংলাদেশও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকা, মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), শিল্পোৎপাদন, পণ্য বিক্রি ও জনগণের আয় উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে এবং কর্মী ছাঁটাই, বেকারত্ব-দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে।

বৈশ্বিক অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক এক পূর্বাভাসে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (আইএমএফ) বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। ২০২১ সাল নাগাদ রাষ্ট্রগুলোর জিডিপি বৃদ্ধির হারের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ভালো দেখানো হয়েছে। ২৮ আগস্ট ২০২১ গণমাধ্যম তথ্যমতে, আন্তর্জাতিক ঋণমান সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর'স (এসঅ্যান্ডপি)-এর প্রতিবেদনে করোনা মহামারিতে আর্থিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও জোরালো প্রবৃদ্ধি ও বিপুল উন্নয়ন চাহিদার কল্যাণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের মতোই 'স্থিতিশীল' থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জোরালো প্রবৃদ্ধির ধারা গড় আয় বাড়াতে থাকবে। বছরজুড়ে বাহ্যিক ঝুঁকি মোকাবিলা করে টিকে থাকার যে প্রত্যাশা ছিল, রেটিংয়ে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে ৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক আগামী এক বছরের জন্য বেসরকারি খাতের ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে, তা দিয়ে চলতি অর্থবছরে মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন কঠিন বলে মন্তব্য করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গত ৩ আগস্ট ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সিপিডির প্রধান নির্বাহী এমন মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, 'ছয় বছর ধরে মুদ্রানীতিতে প্রবৃদ্ধির যে লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছিল, শুধু একবার সেই প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বাকি পাঁচবার এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে গত আট বছরের মধ্যে মাত্র দুবার ঋণ-প্রবাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়েছে।' প্রণোদনার অর্থসহ বর্তমানে বাজারের অধিক তারল্য উৎপাদনশীল খাতে না গিয়ে শেয়ারবাজারে যাচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখার তাগিদ দিয়েছে সিপিডি।

তাদের মতে, করোনার কারণে বর্তমানে অর্থনীতির যে অবস্থা, তাতে শেয়ারবাজার চাঙ্গা হওয়ার কোনো কারণ নেই। সিপিডির গবেষণা পরিচালক এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ইদানীং সন্দেহজনক স্টকে বিনিয়োগ বাড়ছে। এ বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে নজরদারির প্রয়োজন আছে। কোথাও 'ফাউল প্লে' হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা দরকার। পুঁজিবাজার বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, নাকি শেয়ারের দাম বাড়িয়ে টাকা বানানোর জন্য ব্যবহার হচ্ছে, তা বাংলাদেশ ব্যাংক ও পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি খুঁজে বের করতে পারে।'

করোনার কারণে বর্তমানে অর্থনীতির যে অবস্থা, তাতে শেয়ারবাজার চাঙ্গা হওয়ার কোনো কারণ নেই। সিপিডির গবেষণা পরিচালক এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ইদানীং সন্দেহজনক স্টকে বিনিয়োগ বাড়ছে। এ বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে নজরদারির প্রয়োজন আছে। কোথাও 'ফাউল প্লে' হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা দরকার।

৬ আগস্ট ২০২১ গণমাধ্যমের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, মহামারির সময়েও গত বছর প্রবাসী আয়ের নজিরবিহীন প্রবাহ লক্ষ করা গেছে। জুলাই ২০২০ সালে এক মাসে সর্বোচ্চ ২৬০ কোটি ডলারের বিপরীতে চলতি বছরের জুলাই মাসে রেমিট্যান্স ২৮ শতাংশ কমে ১৮৭ কোটি ডলার হয়েছে। নিকট ভবিষ্যতে দেশের এ খাতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হওয়ার ব্যাখ্যায় সিপিডির পক্ষ থেকে বলা হয়, 'গত অর্থবছরে অনেক প্রবাসী তাদের শেষ সঞ্চয়টুকু দেশে পাঠান, তাই চলতি অর্থবছরে (২০২১-২২) ২৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স অর্জন করা বেশ কঠিন হবে।

মহামারির মধ্যে অর্জিত রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি আরও বাড়বে এমন আশা করা উচিত হবে না। প্রবৃদ্ধির পেছনে তখন যে অনুঘটকগুলো কাজ করছিল, এখন সেগুলোর কোনো প্রভাব নেই।' এদিকে রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চের (রামারু) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বলেছেন, 'বাংলাদেশ যখন প্রবাসী আয়ে হঠাৎ চাঙ্গাভাব লক্ষ করছিল, আমরা তখনই বলেছিলাম, এটা স্বাভাবিক প্রবণতা নয় এবং ধীরে ধীরে আয় প্রবাহ মহামারি পূর্ব সময়ের অবস্থায় ফিরবে।'

তিনি আরও বলেছেন, 'মহামারির মধ্যে প্রায় ৫ লাখ প্রবাসী কর্মী দেশে ফিরে এসেছেন। গত বছর বিদেশে চাকরির বাজারও উল্লেখযোগ্য হারে সংকুচিত হয়। আমরা হয়তো এসব ইস্যুর মিলিত প্রভাবই দেখতে পাচ্ছি। তবে আগামী দিনে রেমিট্যান্স অর্জনের হালচিত্র বুঝে উঠতে হলে আরও কয়েক মাসের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে হবে।' প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমটি) তথ্যসূত্রে প্রকাশ, ২০১৯ সালে নতুন নিয়োগ পাওয়া ৭ লাখ বাংলাদেশি বিদেশে যান। সে তুলনায় গত বছর গিয়েছেন মাত্র ২.১৭ লাখ কর্মী। আর এ বছরের মে পর্যন্ত, ১.৯৫ লাখ বাংলাদেশি বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য দেশ ত্যাগ করেছেন।

৮ আগস্ট ২০২১ নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক 'অর্থনৈতিক উচ্ছ্বাসের নিচে কালো ছায়া আছে' বলে মন্তব্য করেন। বিদায়ি অর্থবছরের তথ্য-উপাত্ত এবং বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, 'ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। মোট জিডিপি অনুপাতে মাত্র ২১ দশমিক ২৫ শতাংশ বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ, যা গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিু। ছোট ও মাঝারি শিল্প খাত ভালো নেই। আয় ও মজুরি কমায় মানুষের ভোগ কমেছে। এর ফলে পিছিয়ে পড়া মানুষের সঙ্গে আরও মানুষ যুক্ত হওয়ার চাপ বাড়ছে।' এ মুহূর্তে গণটিকা কর্মসূচি, প্রণোদনা প্যাকেজ ও মূল্যস্ফীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'রেমিট্যান্সের জাদু শেষ হতে চলেছে। বিদেশে মানুষ কম গেছে, রেমিট্যান্স কমেছে।

এটা কি একটি পূর্বাভাস? কারণ, কর্মসংস্থান ও ভোগের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বাজেটে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য আর্থিক ও খাদ্য সহায়তায় বরাদ্দ কম। এ বরাদ্দ বাড়াতে হবে।' এ ছাড়া তাদের গণটিকা কর্মসূচির আওতায় আনতে বেসরকারি সংস্থাকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দেন তিনি।

বর্তমানে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে দেশবাসী নাকাল হয়ে পড়েছে। বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিলেও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য অতিষ্ঠ ভোগ্যপণ্যের বাজার। গত ২৫ আগস্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে তারা আপাতত চাল, চিনি ও ভোজ্যতেলের দাম না বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

ব্যবসায়ীদের দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্যতেল ও চিনির দাম বৃদ্ধির কারণে দেশের বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে। দেশে বোরো মৌসুমে চালের উৎপাদন, সরকারি গুদামে মজুত বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক বাজারে চালের দাম কমলেও চালের বাজারে বিপরীত দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। গত বছরের এ সময়ের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে চাল। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের মধ্যে বাংলাদেশেই এখন চালের দাম সর্বোচ্চ। দেশে বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে বছরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টন চাল উৎপাদিত হয়।

গত বছর বোরোর ১ কোটি ৯৬ লাখ টনের বিপরীতে এ বছর উৎপাদন হয়েছে ২ কোটি টনের বেশি। বর্তমানে খাদ্য অধিদপ্তরের গুদামে মজুত দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ ৬৬ হাজার টন, যা দেড় বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। সরকার চালের বাজারে স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে চাল আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে।

১৩ জুলাই প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিষয়ক সংস্থা ইউএসডিএ'র বিশ্বের কৃষিপণ্যের উৎপাদন পরিস্থিতি প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে চলতি বছর ৩ কোটি ৫৩ লাখ টন চাল উৎপাদিত হবে। তবে দেশের চাহিদা দাঁড়াবে ৩ কোটি ৬১ লাখ টন। বাকি চাল আমদানি করতে হবে বিধায় সরকার ইতোমধ্যে চালের আমদানি শুল্ক ৬২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করেছে এবং ৭ লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি দিয়েছে।

দেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থায় অপচয়-দুর্নীতি এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে না পারার বিষয়গুলো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। প্রকল্প সম্পন্নে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্টদের অনাগ্রহ, অসংলগ্ন মনোযোগ, তদারকির অভাব ইত্যাদি শুধু সময়ক্ষেপণ করছে না; প্রকল্প ব্যয়ও বাড়িয়ে দিচ্ছে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থসম্পদের ওপর আরোপিত ভ্যাট-কর ইত্যাদির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা না গেলে কর্মকৌশল বাস্তবায়ন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে।

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী : শিক্ষাবিদ, সাবেক উপাচার্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভালো থাকার আট সূত্র

আজাহার ইসলাম

জীবনের রয়েছে অনেক উত্থান-পতন-আনন্দ-বেদনা, আশা-হতাশা যার নিত্যসঙ্গী। তবু জীবন নৌকায় বসে বৈঠা হাতে পাড়ি দিতে হয় অকূল দরিয়া। যে কোনো সময় আছড়ে পড়তে পারে বড় বড় ঢেউ। আঘাত হানতে পারে ঝড়। ঝড়-ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে এ নৌকায় টিকে থাকতে হয়। সঙ্গে বৈঠা হিসাবে থাকে কিছু সূত্র, কিছু সমীকরণ।

জীবনের অর্থ ও ব্যাপ্তি অনেক। জীবনের সমীকরণ সহজ, আবার জটিলও। সবাইকে কষ্ট দেওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সবাইকে খুশি রাখাও কষ্টসাধ্য। এই দেনা-পাওনার হিসাব চুকিয়ে চলার নামই জীবন। পাশাপাশি নিজের জীবনকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব নিজেরই। সঠিক সূত্রে অঙ্ক কষলেই জীবন হবে আরও রঙিন। জীবনকে উপভোগ্য ও সুন্দর করতে জেনে নিন আটটি সূত্র।

১. উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমান : যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। যা নেই তা নিয়ে আফসোস করবেন না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমালেই জীবনের ৭০ ভাগ কষ্ট লাঘব হবে। জীবনের সমীকরণ সরল হয়ে উঠবে। এছাড়া কারও থেকে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও একরকম যন্ত্রণা। আকাঙ্ক্ষা যত কমাতে পারবেন, যন্ত্রণা থেকে তত মুক্তি পাবেন।

২. নিজেকে ভালোবাসুন : আত্মপ্রশান্তিই বড় সফলতা। যে নিজেকে ভালোবাসতে জানে না, তার দ্বারা জীবনে সফলতা অর্জন করা দুঃসাধ্য। নিজেকে ভালো রাখতে না পারলে অন্যদের ভালো রাখার প্রশ্নই আসে না। তাই বিশ্বকে অন্বেষণ করার আগে নিজেকে অনুসন্ধান করুন। নিজেকে জানুন। তবেই বিশ্ব আপনার মুঠোয় চলে আসবে।

৩. ব্যস্ত থাকুন : অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। ব্যস্ত থাকলে হতাশাও আঁকড়ে ধরতে ভয় পায়। কাজ না থাকলে সারাক্ষণ আজেবাজে চিন্তা গ্রাস করে। ব্যস্ত থাকা ভালো থাকার আরেকটি অন্যতম সূত্র।

৪. অবসর সময়ে পছন্দের কাজ করুন : কেউ ঘুরতে ভালোবাসে। কেউ ঘরে শুয়ে কিংবা বসে কাটাতে পছন্দ করে। কেউ গাছ লাগাতে ভালোবাসে। কারও পছন্দ বই পড়া। কেউ আবার হেডফোনে নির্জনে গান শুনতে ভালোবাসে। প্রত্যেকের ভালো লাগার কাজ ভিন্ন। অবসরে পছন্দের কাজ করলে মন খারাপের কোনো সুযোগ আসবে না।

৫. স্বপ্ন পানে এগিয়ে চলুন : প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা খুবই জরুরি। সময় নিয়ে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করে ফেলুন। প্রয়োজনে এক সপ্তাহ, এক মাস বা আরও বেশি সময় নিতে পারেন। তবুও লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। একইসঙ্গে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে চলুন সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে।

৬. সহযোগিতা করুন : সাধ্যের মধ্যে কাউকে সহযোগিতা করতে পারলে নিজের মধ্যে একটা ভালো লাগা কাজ করে। যতটুকু সম্ভব অপরকে সহায়তা করুন। তবে নিজের কাজ রেখে নয়। সামর্থ্য থাকলে অসহায় মানুষকে সহায়তার মাধ্যমে বেশি আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়।

৭. ক্ষমা করতে শিখুন : ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। জীবনে চলার পথে অনেকে অনেক ভুল করে। তাই অপরের দোষ ক্ষমা করুন। এর মাধ্যমেও আত্মতৃপ্তি আসবে। আর আগেও বলেছি, আত্মতৃপ্তিই সফলতা।

৮. না বলতে শিখুন : জীবনকে সহজ সমীকরণে পরিচালিত ও উপভোগ্য করতে প্রয়োজনীয় আরেকটি সূত্র হলো 'না' বলতে শিখা। 'না' বলা মানে খারাপ আচরণ করা বা সবাইকে 'না' বলা নয়। যারা আপনার কাছ থেকে শুধু সুবিধা খোঁজে, তাদের ক্ষেত্রে সহজলভ্যতা কমিয়ে দিন। সম্ভব হলে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করুন। সাধ্যের মধ্যে নিজের জন্য সময় রেখে বাকি সময়ে কারও কাজ করতে পারলে করুন, নতুবা সরাসরি 'না' বলে দিন। এটি যদিও কঠিন কাজ, তবুও আস্তে আস্তে চর্চা করুন। জীবন হয়ে উঠবে আরও সহজ।

আজাহার ইসলাম : শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

সরকারের চেইন অব কমান্ডের সেই সময়-এই সময়



গোলাম মাওলা রনি

সেবার কী যে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলাম তা আপনাদেরকে বোঝাতে পারব না। বাংলাদেশের একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিক তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যানার হেডলাইনে একটি খবর প্রকাশ করল। সেখানে বলা হলো- 'এমপি রনির অভিযোগ-প্রধানমন্ত্রীর কোনো চেইন অব কমান্ড নেই।' খবরটি যেদিন প্রকাশ পেলো সেদিন সংসদ অধিবেশন চলছিল এবং সেই সময়ে সংসদে ও বাইরে বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল খুবই সক্রিয় ও সরব ছিল। সরকার জনমতের তোয়াক্কা করত এবং পত্রপত্রিকায় কী সব খবর বেরুল তা নিয়ে বেশ চিন্তিত থাকত। সরকারবিরোধী পত্রিকাগুলোর খবর যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হতো এবং টেলিভিশনের টকশো, সভা-সমিতি-সেমিনারের বক্তব্য এবং রাজপথের খুঁটিনাটি বিক্ষোভগুলো সামনে নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার জন্য সরকার-প্রশাসন এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে তটস্থ থাকত।

যে সময়ের কথা বলছি সেটি সম্ভবত ২০১০ কিংবা ২০১১ সাল। যখন সৈয়দ আবুল হোসেন যোগাযোগমন্ত্রী ছিলেন এবং সংস্থাপন সচিব হিসেবে ইকবাল মাহমুদ কর্মরত ছিলেন। আমার এলাকায় কর্মরত একজন ইউএনওর দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগ জানাতে আমি সচিব ইকবাল মাহমুদের রুমে ঢুকলাম। ভদ্রলোকের সাথে আমার পূর্বপরিচয় ছিল না। কিন্তু আমার মুখে বিস্তারিত শুনে তিনি অধীনস্থ ও অধস্তন কর্মকর্তার কুকর্মে যারপরনাই লজ্জিত ও ব্যথিত হলেন এবং সাথে সাথে তাকে দূরতম দুর্গম এলাকাতে বদলি করে দিলেন। একজন জনপ্রতিনিধি হাজারো তদবির করে শত শত টন সার ও বিভিন্ন ফসলের বীজ তার নির্বাচনী এলাকায় বিনামূল্যে বিতরণের জন্য নিয়েছেন এবং সেসব সামগ্রী সরকারি কর্মকর্তারা দুর্নীতি করে গোপনে বিক্রি করতে গিয়ে দরিদ্র কৃষকদের হাতে ধরা খেয়ে যখন গণপিটুনি খাবেন সেই সময় জনপ্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে সরকারি কর্তাকে রক্ষা করেছেন। এটা শুনে সংস্থাপন সচিব আমার প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন।

তিনি উল্লিখিত কর্মকর্তার বদলির আদেশ আমাকে বসিয়ে চা-নাশতায় আপ্যায়িত করার ফাঁকে সেরে ফেললেন এবং কথা প্রসঙ্গে তার দফতরের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলতে থাকলেন। এমন সময় প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে তার টেবিলে জরুরি একটি ফাইল এলো যা কিনা বিধিমোতাবেক এক কর্মদিবসের মধ্যে আসার নিয়ম। অথচ ফাইলটি এসেছে প্রায় ৬০ কর্মদিবস পর। এই ঘটনায় হতাশা প্রকাশ করে তিনি যখন আফসোস করছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তৎকালীন এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কর্মকা" সম্পর্কে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা তাকে বললাম। তিনি আমার কথা শুনে রীতিমতো আকাশ থেকে পড়লেন এবং তার বিশ্বস্ত অধস্তন একজন যুগ্ম সচিবকে ডেকে আনলেন আমার কথা শোনার জন্য, যিনি পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর সচিব পদে নিযুক্তি পেয়েছিলেন।

সচিব ইকবাল মাহমুদের কামরা থেকে বের হওয়ার পর আমার মধ্যে একধরনের মনোবেদনার সৃষ্টি হলো। আমার মন-মস্তিষ্কে যেটি ঘুরপাক খাচ্ছিল সেটি হলো- জনপ্রতিনিধি ও আমলাদের একাংশ যেমন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতা নিয়ে অবিরত পরিশ্রম করেন তেমনি দুর্নীতিবাজরা সেই শ্রমকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্য অবিরত অপকর্ম চালিয়ে যায়। আমার এই চিন্তা সেই রাতে বিস্ফোরিত হলো চ্যানেল আই 'তৃতীয় মাত্রা'র টকশোতে এবং টকশোর বক্তব্যের সাথে টক-ঝাল-মিষ্টি এবং সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে একটি জাতীয় দৈনিক এমনভাবে খবর প্রকাশ করল, যার কারণে সরকারি মহলে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হলো।

ঘটনার দিন সকালে আমি যখন পত্রিকার শিরোনাম দেখলাম তখন রীতিমতো প্রমাদ গুনলাম। পত্রিকায় যেভাবে লিখা হয়েছে তাতে এ কথা স্পষ্ট যে, আমাকে 'বলির পাঁঠা' বানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে হেয় করার বিশাল কর্মযজ্ঞ চালানো হয়েছে। তখনকার ঘটনায় যেহেতু পত্রপত্রিকার যেকোনো রিপোর্টকে আমলে নেয়া হতো তাই বিষয়টি নিয়ে যে, আমাকে জবাবদিহি করতে হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। অধিকন্তু রিপোর্টে যেহেতু সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করে আমার বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সেহেতু অনেক অতি উৎসাহী লোক ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে এমন সম্ভাবনা মাথায় রেখে সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে বাসা থেকে বের হলাম। সংসদে আমি হাজির হওয়া মাত্র টের পেলাম, যেমনটি আশঙ্কা করেছিলাম সার্বিক পরিস্থিতি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

আমি অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ দৌড়ে এলেন। আমার আসনের সামনে এসে ভয়ার্ত গলায় বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী সালাম দিয়েছেন। অধিবেশনের পর তার সাথে দেখা করে যাবেন।' সালাম শব্দের অর্থ- 'শান্তি' হলেও সেদিন মনটা কেমন অশান্ত হয়ে পড়েছিল এবং কি পরিমাণ অশান্তির বোঝা যে আমার দেহ-মন-মস্তিষ্কে চেপে বসেছিল তা বর্ণনা করার মতো ভাষাজ্ঞান আমার নেই। ফলে অধিবেশন শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে আমার শরীর মনে এমন সব রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটছিল যা স্মরণ করলে আজো শিহরিত হই। এই সময়ে কী চিন্তা করেছিলাম অথবা কী কী করেছিলাম তা আজ মনে করতে না পারলেও একটি অদ্ভূত বিষয় ভুলতে পারিনি। আমি লক্ষ করলাম, বারবার আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঘন ঘন পানি পান করছিলাম কিন্তু মনে হচ্ছিল- পানি পাকস্থলীতে না ঢুকে সরাসরি মূত্রথলিতে ঢুকে যাচ্ছিল এবং আমাকে জল বিয়োগের জন্য সাথে সাথে বাথরুমে যেতে হচ্ছিল।

সেদিন অধিবেশনের পর প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাৎ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি বিস্তারিত বলতে গেলে বিরাট এক উপাখ্যান হয়ে যাবে। সুতরাং সে ব্যাপারে বিস্তারিত না বলে সংক্ষেপে ঘটনার সারাংশ বর্ণনা করছি। প্রধানমন্ত্রী আমাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন ডযধঃ ফড় ুড়ঁ সবধহ নু চৎরসব গরহরংঃবঞ্চং পযধরহ ড়ভ পড়স-সধহফ? আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিস্তারিত বললাম এবং তিনি যা বুঝে নেয়ার তা বুঝে নিলেন। তারপর আমাকে কিছু পরামর্শ দিয়ে সেদিনের ঘটনাটির ইতিবাচক নিষ্পত্তি ঘটালেন এবং তিনি এসব করেন তার লবিতে এসে অন্তত শ'দুয়েক মন্ত্রী-এমপির উপস্থিতিতে! সে দিনের ঘটনার পর আমি যথেষ্ট সতর্কতার সাথে টকশোতে কথা বলতাম এবং পত্র-পত্রিকাতে লিখতাম।

যে কথা বলার জন্য এত বড় ভূমিকা টানলাম সেটি হলো- ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল অবধি বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো, জনপ্রতিনিধি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যে রসায়ন ছিল তা নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশি ছিলাম না।

ফলে পরবর্তীতে, আমার জন্য উল্লিখিত অস্বস্তিকর ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটেনি।

যে কথা বলার জন্য এত বড় ভূমিকা টানলাম সেটি হলো- ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল অবধি বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো, জনপ্রতিনিধি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যে রসায়ন ছিল তা নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশি ছিলাম না। কিন্তু যদি ওই সময়ের সার্বিক অবস্থার সাথে বর্তমানের অবস্থা তুলনা করি তবে মনে হয় সেই দিনগুলো বর্তমানের তুলনায় হাজারগুণ নয়- লক্ষগুণ ভালো ছিল। তখনকার ওসি-ইউএনওরা স্থানীয় সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে গিয়ে ঔদ্ধত্য দেখাবেন, এটা কল্পনাও করা যেত না। এসপি-ডিসিরা অত্যন্ত সংযত আচরণ করতেন। সংসদ সদস্যদের মধ্যে যদি অর্ন্তদ্বন্দ্ব থাকত অথবা কোনো সংসদ সদস্য যদি লেখা-পড়ায় একটু পেছানো থাকতেন অথবা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থানে থাকতেন তাহলে এসপি-ডিসিরা তাদেরকে 'স্যার' না বলে 'এমপি সাহেব' বলতেন। কিন্তু ভুলেও অপমানজনক কোনো আচরণ করতেন না।

অন্য দিকে যে সব সংসদ সদস্য যোগ্যতাসম্পন্ন, সাহসী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন তাদের সাথে ডিসি-এসপি তো দূরের কথা- সচিবরা পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। এমপিদের মধ্যে যাদের উপর মহলের যোগাযোগ ছিল তাদের বাসা-অফিসে বড় বড় আমলা এসে ধরনা দিতেন বিভিন্ন তদবিরের জন্য। এর বাইরে মন্ত্রী-এমপিদের সম্পর্কও ছিল উল্লেখ করার মতো। সংসদীয় কমিটিগুলো খুবই সক্রিয় ছিল এবং সেখানে মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হতো। বেশির ভাগ কমিটি মিটিংয়ে মন্ত্রী-সচিবরা বেশ তুলোধোনা হতেন। মিটিংয়ে যেসব সচিব কিংবা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকতেন তারা এমপিদেরকে 'স্যার স্যার' বলতে গলদঘর্ম হতেন। কোনো কোনো এমপি এতটাই ক্ষমতাবান ছিলেন যে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য স্বয়ং মন্ত্রীরা চেষ্টা-তদবির করতেন।

সংসদীয় কমিটির বাইরে জাতীয় সংসদও ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত। বিশেষত, জনাব আবদুল হামিদ যতদিন স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ততদিন সংসদের কার্যক্রম ছিল উল্লেখ করার মতো এবং স্পিকার হিসেবে তার কার্যকাল এই দেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে বিরাট এক মাইলফলক হয়ে থাকবে। অন্য দিকে সরকারের 'হৃৎপি"' বলে পরিচিত সচিবালয়ও ছিল কর্মমুখর, নিয়মতান্ত্রিক এবং প্রাণবন্ত। মন্ত্রীদের মধ্যে মহিউদ্দীন খান আলমগীর, মতিয়া চৌধুরী এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলাম যেভাবে মন্ত্রণালয় চালাতেন তা এ যুগে কল্পনাও করা যায় না। তাদের অধীনস্থ সব অফিসে তাদের কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ছিল শতভাগ। সচিব বা দলবাজ আমলা এই তিন মন্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে টুঁ শব্দ উচ্চারণ করবে এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। অন্য দিকে সৈয়দ আবুল হোসেন, ড. আবদুর রাজ্জাক, ডা: রুহুল হক, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ মন্ত্রীরা অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে নমনীয়ভাবে মন্ত্রণালয় চালাতেন এবং কোনো আমলা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে এমনটিও কল্পনা করা যেত না। মন্ত্রীদের নিয়মিত অফিসে আগমন এবং কর্মকর্তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও মন্ত্রণালয়ের সফলতা নিয়ে অনাগত দিনে যদি নবম সংসদকেন্দ্রিক কোনো ইতিহাস রচিত হয়, সেখানে সবচেয়ে সফল মানুষটি হবেন বহুল আলোচিত ও বহুল সমালোচিত সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন।

আজ এত বছর পর আওয়ামী লীগ সরকারের সেই সময়ের চেইন অব কমান্ডের কথা মনে পড়ল হাল আমলের আমলাতন্ত্রের বাড়াবাড়ি, পুলিশ রাজের দাপট, স্পর্শকাতর রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর দৃষ্টিকটু অনৈতিক ও অকল্পনীয় দুর্নীতি-অনাচার-অবিচারের জাঁতাকলে পিষ্ট মজলুমের আর্তচিৎকারের গগনবিদারী আহাজারির কারণে। ইউএনওর মতো সিভিল সার্ভিসের একজন অধস্তন কর্মকর্তার সাথে মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন জনপ্রতিনিধির বিরোধ, ডিসির পদমর্যাদাসম্পন্ন মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের দাম্ভিকতা এবং আঙুল উঁচিয়ে নিজেদেরকে 'প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি' হিসেবে পরিচয় দিয়ে পুরো রাজনৈতিক সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ জানানোর দৃশ্য যখন বিভিন্ন মাধ্যমে দেখি তখন বুঝতে পারি, হাল আমলে আওয়ামী সরকারের 'চেইন অব কমান্ড' কোন পর্যায়ে রয়েছে। এই কমান্ড কি আকাশ-বাতাস-ফুঁড়ে মঙ্গল গ্রহের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে নাকি শনিগ্রহের ভেতরে ঢুকে পড়েছে তা নিয়ে যেমন গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি এটাও গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত যে, উপরের দিকে অর্থাৎ উর্ধ্বসীমায় বিস্তৃতির পাশাপাশি নিম্নস্তরের কোন পর্যায়ে চেইন ও কমান্ড শিকড় গেড়েছে। কমান্ড কি প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা অলিম্পাসের জ্বালামুখ ভেদ করে একেবারে ভেতরে গিয়ে জ্বলন্ত ম্যাগমার স্তরে নাড়াচাড়া দিচ্ছে নাকি সেখানেও কোনো অস্থিরতা পয়দা করছে, তা সরেজমিন তদন্ত ও গবেষণা করে দেখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

লেখক : সাবেক সংসদ সদস্য

আফগানিস্তানে নতুন সরকার আগামী সপ্তাহে

(প্রথম পাতার পর)

পিছিয়ে দিল তারা।

এদিকে পানশির উপত্যকায় 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (এনআরএফ) ও তালেবানের মধ্যকার লড়াই নিয়ে দুই ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে। তালেবান দাবি করেছে যে পানশির তাদের দখলে চলে এসেছে। অন্যদিকে এনআরএফ বলছে, পানশির উপত্যকা এখনো পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণেই আছে।

গত ১৫ আগস্ট রাজধানী কাবুল দখল করে নেয় তালেবান যোদ্ধারা। এর মধ্যে গত ৩১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে আফগানিস্তান ছাড়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী। মূলত এর পর থেকেই আফগানিস্তানের সম্ভাব্য নতুন সরকার নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। গত বৃহস্পতিবার একাধিক তালেবান নেতা জানিয়েছিলেন, শুক্রবার আসর নামাজের পরেই নতুন সরকার ঘোষণা করা হবে। কিন্তু শুক্রবার দুপুরে তালেবানের এক মুখপাত্র জানান, শনিবার (গতকাল) সকালের আগে নতুন সরকার ঘোষণা করা সম্ভব নয়। এরপর গতকাল বিকেলে জাবিহউল্লাহ মুজাহিদ বলেন, 'নতুন সরকার ও মন্ত্রিসভার নাম আগামী সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে।' তবে দিনক্ষণ



পেছানোর কোনো কারণ তিনি উল্লেখ করেননি।

নতুন সরকার গঠন নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করতে তালেবান যে কমিটি করেছে, খলিল হাক্কানি সেই কমিটির সদস্য। সরকার গঠনের দিনক্ষণ পেছানোর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'তালেবান এমন একটি সরকার গঠন করতে চায়, যাতে করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি মেলে। তালেবান চাইলে একাই সরকার গঠন করতে পারে। কিন্তু সেই সরকার বিশ্বের স্বীকৃতি পাবে না। এ জন্য তালেবান চায় নতুন সরকারে সব গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকুক। মূলত এ কারণেই সরকারের নাম ঘোষণা পেছানো হয়েছে।'

পানশির উপত্যকার পরিস্থিতি নিয়ে পরিষ্কার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তালেবান দাবি করেছে যে আফগানিস্তানের সবচেয়ে ছোট ওই প্রদেশটি তাদের দখলে চলে এসেছে। কিন্তু এনআরএফ যোদ্ধারা তালেবানের হাতে পানশির পতনের খবর উড়িয়ে দিয়েছে।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, সেখানে কয়েক শ মানুষ নিহত হয়েছে। এনআরএফকে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম দেশটির সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আমরুল্লাহ সালেহ। তালেবান দাবি করেছে যে সালেহ এরই মধ্যে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু বিবিসিকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় সালেহ দাবি করেছেন, 'এটা সত্যি যে আমরা কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়েছি। আমরা তালেবানের হামলার মধ্যে আছি। কিন্তু আমরা আত্মসমর্পণ করব না।'

পানশির উপত্যকা নিজেদের দখলে এসেছে–এমন খবর শোনার পর কাবুলে ফাঁকা গুলি ছুড়ে বিজয় উদযাপন করে তালেবান যোদ্ধারা। কিন্তু এই 'উল্লাসের গুলিতে' ১৭ জন নিহত হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে।

পানশির অবস্থান কাবুল থেকে ৮০ কিলোমিটার উত্তরে। এই উপত্যকাটি এখনো তালেবান নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। মূলত তালেবানবিরোধী যোদ্ধা ও সাবেক সেনা সদস্যরা মিলে গঠিত হয়েছে এনআরএফ। তালেবানের প্রথম শাসনামলও (১৯৯৬-২০০১) মেনে নেয়নি এনআরএফ।

'উল্লাসে গুলি ছোড়ার' ঘটনায় জড়িতদের তিরস্কার করেছেন তালেবান মুখপাত্র জাবিহউল্লাহ মুজাহিদ। তিনি বলেন, 'আকাশে গুলি ছোড়া বাদ দিয়ে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিন। গুলিতে বেসামরিক লোকজনের ক্ষতি হতে পারে।'

এদিকে আফগানিস্তানে অবস্থিত কাতার দূতাবাস জানিয়েছে, কাবুল বিমানবন্দরের আংশিক কার্যক্রম ফের চালু হয়েছে। আপাতত বিদেশ থেকে বিভিন্ন সহায়তা নিয়ে আসা ফ্লাইটগুলো চলাচল করছে। শিগগিরই বেসামরিক ফ্লাইটও চালু হবে।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁময জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎনু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

কানেকটিকাটে চাঁটগাইয়া মেজ্জানে প্রবাসীদের ঢল



নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যে বসবাসকারী চট্টগ্রামবাসীসহ প্রবাসীদের ঢল নেমেছিল এবারের চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজ্জান-এ। শনিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ব্রিজপোর্টের সীসাইড পার্কে অনুষ্ঠিত জমজমাট মেজ্জান চলে সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পযন্ত। চট্টগ্রামবাসী ছাড়াও কানেকটিকাটের শতশত প্রবাসী অন্যান্য জেলার অতিথিদেরও সমাগম ঘটে এবারের মেজ্জান-এ। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম বাংলা প্রেস এ খবর জানিয়েছে।

প্রথম বছরের মতো এবারো 'চলন যাই মেজ্জান খাই' শ্লোগানে অনুষ্ঠিত উক্ত মেজ্জান সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে সফল হয়েছে বলে জানান আহবায়ক নাজিম উদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ হাশেম ও প্রধান উপদেষ্টা শফিউল আলম। তাদের দাবি প্রায় দেড় হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল এবারের। মহামারি করোনার কারনে গত দুবছরের তুলানায় এবারে লোক সমাগম কিছুটা কমেছে বলে ধারনা করা হচ্ছে। তবুও মেজ্জান সফল ও সার্থক হয়েছে বলে উল্লেখ করেন আয়োজকবৃন্দ।

অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় কানেকটিকাটের আমাদের চট্টগ্রাম ব্যতিক্রম বনভোজন (মেজ্জান) করেছে তা নির্দিধায় বলেছেন আগত অতিথিরা। কারন এবারের মেজ্জানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বদলে দেশ ও প্রবাসে মহামারিতে নিহত সকল মানুষের জন্য মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের ব্যবস্থা করেছিল আয়োজকবৃন্দ, যা যুক্তরাষ্ট্রে আদৌ কোন বনভোনের মাঠে দেখা যায়নি। বনভোজনে অতিথিদের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি কোন চাঁদা। তাছাড়া প্রায় সকল বনভোজনে র‍্যাফেল ড্রর ব্যবস্থা থাকলেও এখানে তা ছিলো না। শুধু তাই নয় এবারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বাতিল করা হয়।

কানেকটিকাটসহ যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী মহামারি করোনার ভয়াবহ প্রকোপের ফলে গত বছর (২০২০) মেজ্জান অনুষ্ঠিত হয়নি। এ কারনে এবারে চট্টগ্রামবাসীসহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচুর প্রবাসী বাংলাদেশিদের সমাগম আশা করছেন সংশি-ষ্টরা। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয়বারের তুলনায় এবারে লোক সমাগম কিছুটা কমেছে বলে আগত অতিথিরা মত প্রকাশ করেছেন। গত ২০১৮ সালের ২৩ জুন ব্রিজপোর্টের সীসাইড পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম এ আয়োজনে প্রচুর সংখ্যক প্রবাসীদের সমাগম ঘটে।

তবে মেজ্জান যাই হোক না কেন বাংলাদেশি আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক)-এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচনী প্রচারণা চলেছে পুরোদমে। বনভোজনের মাঠে প্রথমেই ব্যানার টাঙিয়ে দেন নুরু-হুমায়ুন পরিষদ। এরপর তারা অতিথিদের মাঝে লিফলেট বিতরণ শুরু করেন। তা দেখে তামিম-মামুন পরিষদও লিফলেট বিতরণ শুরু করেন। বনভোজনের মাঠে নুরু-হুমায়ুন পরিষদের নির্বাচনী ব্যানার টাঙানোর বিষয়টি আহবায়ক নাজিম উদ্দিন, যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ হাশেম ও প্রধান উপদেষ্টা শফিউল আলমের দৃষ্টি আকর্ষন করলে তারা অপর প্যানেল তামিম-মামুন পরিষদের প্রার্থীদেরকেও তাদের প্যানেলের ব্যানার লাগানো অনুমতি দেন।

যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মেজ্জান সফল ও সার্থক হয়েছে তারা হলেন-আহবায়ক নাজিম উদ্দিন, সদস্য সচিব ফরিদ চৌধুরী তারেক, প্রধান উপদেষ্টা শফিউল আলম, প্রধান সমন্বয়কারী নুরুল আলম, যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ হাশেম, নুরুল আবছার, মোস্ড়ক আহমেদ, মোস্ড়ক নবী, আব্দুল কাদের, মোঃ সালাম, একেএম মেজবাহ উদ্দিন, যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ উলাহ, আসিফ ইকবাল, মোহাম্মদ আকবর, জাবের শফি, আবছার রহিম, ইমরান রুমি, আইয়ুব চৌধুরী, উপদেষ্টা আলী আকবর বাপ্পী, আহমেদ হোসাইন মুন্না, আবুলা কালাম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী,চৌধুরী হোসেইন, সাইফুল চৌধুরী, মোহাম্মদ জব্বার, সৈয়দ মিজানুল হক,এস জামান,কামাল উদ্দিন,সেলিম জামাল, আলম রন্টু, সেলিম সুলতান,এম এ আজিজ, আলম দিপু, আব্দুল হালিম, শহীদ চৌধুরী, জাসেদুল আলম জাসেদ, আরিফ জোবইন, জজির উদ্দিন, নওশাদ, মোহাম্মদ হক, আলী আরমান, মোহাম্মদ ফারুক, ফরিদুল আলম, মোহাম্মদ মঞ্জুর, সাইদুল হক (সাইদ), মোহাম্মদ আরজু , মোহাম্মদ চৌধুরী শহীদ, নুরুল হক, জাফর সালেহ, বাচন আলী, আব্দুল সাত্তার, রফিকুল আনোয়ার, মোহাম্মদ আলী, ফোরকান, জসিম, মহিউদ্দিন আহমেদ ও ইহসান সবুর। প্রেসি বিজ্ঞপ্তি।

ফাঁস হলো রানি এলিজাবেথের শেষকৃত্যের পরিকল্পনা

(প্রথম পাতার পর)

মৃত্যুর পর শেষকৃত্যের সব পরিকল্পনাও নিয়ে রেখেছে দেশটি।

ব্রিটেনের রানির মৃত্যুর পরে তার শেষকৃত্য সংক্রান্ত সম্পূর্ণ গোপন পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে অপারেশন লন্ডন ব্রিজ। সেই গোপন পরিকল্পনাই ফাঁস হয়েছে বলে দাবি করছে মার্কিন সংবাদ সংস্থা পলিটিকো। যদিও বাকিংহাম প্যালেস এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি। মুখ খোলেনি ব্রিটিশ সরকারেরও।

পলিটিকো জানিয়েছে, অপারেশন লন্ডন ব্রিজ অনুযায়ী রানির মৃত্যুর ১০ দিন পর তাকে সমাহিত করা হবে। রানিকে সমাহিত করার আগেই তার ছেলে প্রিন্স চার্লস ব্রিটেনের চারটি দেশে সফর করবেন। রানির মরদেহ ব্রিটেনের সংসদে তিন দিন রাখা হবে । সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে আয়োজন করা হবে রানির জন্য শোকসভার। এছাড়া রানির মৃত্যুর দিন 'জাতীয় শোক' ঘোষণা করা হবে।

রানির মৃত্যুর পরে তার মরদেহ দেখতে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হতে পারে ধারণা করে পুলিশ মোতায়েনের বিষয়টি ভাবা হয়েছে পরিকল্পনায়। এছাড়া খাদ্য সংকট ও যানজট তীব্র আকার ধারণ করতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হয়েছে। মূলত রানির মৃত্যুর পরের পরিস্থিতি সামাল দিতেই করা হয়েছে ওই পরিকল্পনা।

অবশ্য এর আগেও অপারেশন লন্ডন ব্রিজ আলোচলায় এসেছিল। ২০১৭ সালে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে চার্লসকে অভিষিক্ত করার কথা কীভাবে ঘোষণা করা হবে তা আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। তবে সে সময়ও ব্রিটিশ রাজপরিবার এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি।

তালেবানের সরকার নিয়ে যা বললেন মোল্লা গনি

(প্রথম পাতার পর)

আজ শনিবার দুপুরের পর নতুন সরকারের ঘোষণা আসার কথা ছিল। কিন্তু এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এখনো সরকার গঠনের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যমে।

এদিকে, সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আলজাজিরার সঙ্গে কথা বলেছেন মোল্লা আবদুল গনি বারাদার। তিনি বলেন, আফ-গানিস্তানে অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠন প্রক্রিয়াধীন। আমি জনগণকে আশ্বস্ত করছি যে, আমরা তাদের জীবনযাত্রা অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করবো। সরকার প্রত্যেক নাগরিকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। নিরাপত্তা প্রদান করবে কারণ এটি শুধু আফগানিস্তানে নয়, সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়।

তিনি আরো বলেন, দেশে বড় অর্থনৈতিক প্রকল্প শুরু করতে গেলে নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন। যদি আমরা নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা অন্যান্য সমস্যা কাটিয়ে ওঠব এবং এখান থেকে অগ্রগতি শুরু হবে।

গত ১৫ আগস্ট রাজধানী কাবুল দখল করে নেয় তালেবান যোদ্ধারা। এর মধ্যে গত ৩১ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে আফ-গানিস্তান ছাড়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী। মূলত এর পর থেকেই আফগানিস্তানের সম্ভাব্য নতুন সরকার নিয়ে নানা আলোচনা চলছে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন কুইন্সে আসছেন মঙ্গলবার

(প্রথম পাতার পর)

পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার প্রেক্ষিতে 'ঐতিহাসিক বিনিয়োগ' প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, দেশজুড়ে জলবায়ু সম্পর্কিত ধ্বংসযজ্ঞ মোকাবিলা করছে যুক্তরাষ্ট্র। এটা মোকাবিলা হলো জীবন ও মৃত্যুর বিষয়। নিউ ইয়র্ক সিটি এবং নিউ জার্সিতে অপ্রত্যাশিত মাত্রায় ভারি বর্ষণ হয়েছে। বহু অধিবাসী বন্যায় প্লাবিত বাড়ির বেজমেন্ট এবং গাড়িতে আটকা পড়েন।

নিউ জার্সির গভর্নর ফিল মারফি বলেছেন, তার রাজ্যে কমপক্ষে ২৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে বেশির ভাগই নিজেদের গাড়িতে আটকা পড়েছিলেন। অন্যদিকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে কমপক্ষে ১৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে আছে মাত্র ২ বছর বয়সী একটি বালকও। মৃতদের মধ্যে ১১ জন তাদের প্লাবিত বেজমেন্টে আটকরা পড়েছিলেন। পেনসিলভ্যানিয়াতে মারা গেছেন ৫ জন। একটি জরুরি কলে সাড়া দিতে গেলে কানেক্টিকাটে একজন ট্রুপারকে পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মেরিল্যান্ড এবং ভার্জিনিয়াতেও মৃতের খবর পাওয়া গেছে। আগেই জানানো হয়েছে নিউ জার্সি এবং নিউ ইয়র্কে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এর অর্থ হলো উভয় রাজ্যই ফেডারেল সহায়তা পাবে। এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা এই মুহূর্তে পরিষ্কার বলা যাচ্ছে না। বলা হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাতাস উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এর পলে আরো বড় ঘূর্ণিঝড় টাইফুন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে চরম মাত্রায় বৃষ্টিপাত হতে পারে।

শিল্পায়ন যুগের সূচনা থেকে বিশ্বের তাপমাত্রা প্রায় ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি বিশ্বজুড়ে সরকারগুলো কার্বন নির্গমন কমানোর উদ্যোগ না নেয়, তাহলে তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে।

নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে মাত্র এক ঘন্টায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ৩.১৫ ইঞ্চি। মেয়র বিল ডি ব্লাসিও বলেছেন, লোকজনকে আমাদের জানানো উচিত যে, পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে। নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোচুল বলেছেন, বুধবার রাত ৮.৫০ থেকে ৯টা ৫০ পর্যন্ত আমরা জানতে পারি নি যে, নায়াগ্রা জলপ্রপাতের পানি নিউ ইয়র্কের রাস্তার লেবেলে চলে আসবে। এ সময় রেকর্ড বৃষ্টির কারণে আকস্মিক বন্যায় সড়কগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। বন্ধ করে দেওয়া হয় সাবওয়ে সার্ভিস। জ্যামাইকায় বাংলাদেশী এছনী বলেন, আমি কখনও এমন বৃষ্টি দেখিনি। এ বছর সব কিছুই কেমন জানি অদ্ভুত।

এদিকে ওয়াশিংটন পোস্টের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত তিন মাসে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আর এসবের শিকার হয়েছে প্রতি তিনজন আমেরিকানের একজন। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, গত জুন থেকে এখন পর্যন্ত চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার কবলে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রে মারা গেছে অন্তত ৩৮৮ জন।

ক্যাল ফায়ারের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর এখন পর্যন্ত শুধু ক্যালিফোর্নিয়াতেই ৭ হাজারের বেশি দাবানলে পুড়েছে প্রায় ২০ লাখ একরের বেশি বনভূমি। এ বছর অঙ্গরাজ্যটিতে সৃষ্ট দাবানলের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ে দেখা দেওয়া দাবানলের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। রাজ্যে নতুন করে শুরু হয়েছে আরেকটি দাবানল। এখন এটি নিয়ন্ত্রণে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন অগ্নিনির্বাপণকর্মীরা। দাবানল থেকে বাঁচতে ইতিমধ্যে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে লাখো মানুষ। এ রাজ্যের দাবানলের ওপর নজর রাখা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দাবানল নিয়ন্ত্রণে বছরের বাকি সময়টুকু লেগে যেতে পারে।

এই দাবদাহের উল্টো দিকে, গত সপ্তাহে আঘাত হেনেছে হারিকেন আইডা। এর প্রভাবে নিউ অরলিন্সের কাছে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। লুইজিয়ানায় বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয় অন্তত ১০ লাখ মানুষ। ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে মারা গেছে কমপক্ষে ৫১ জন। বিধ্বস্ত হয়েছে বা ভেসে গেছে অনেক স্থাপনা।

গত মাসের এ বন্যায় টেনেসিতেই মারা গেছে অন্তত ২২ জন। একই সময়ে হেনরির আঘাতে উত্তরপূর্ব উপকূলজুড়ে ভারী বৃষ্টি, বন্যা ও নানা ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর আগের মাসে আঘাত হানে আরেক ঘূর্ণিঝড় এলসা। কর্মীরা দক্ষিণ ফ্লোরিডার একটি আংশিক বিধ্বস্ত ভবনে অনুসন্ধান পরিচালনা ও সেখান থেকে লোকজনকে উদ্ধারের অভিযান এই ঝড়ের কারণে বন্ধ করতে বাধ্য হন।

যুক্তরাষ্ট্রে গত জুন থেকে এখন পর্যন্ত চরমভাবাপন্ন আবহ-াওয়ার কবলে পড়ে মারা গেছে অন্তত ৩৮৮ জন। দেশটির এক প্রান্তে চলছে দাবদাহ। অন্য প্রান্তে বৃষ্টিবন্যা।

ওয়াশিংটন পোস্টের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৬৪ শতাংশ আমেরিকান এমন এলাকাগুলোতে বসবাস করে, যেখানে চলতি বছর কয়েক দফা দাবদাহ বয়ে গেছে। দাবদাহকে আবহাওয়ার বিপর্যয় হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা না হলেও একে খুব বিপজ্জনক আবহাওয়ার একটি ধরন হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

গত জুনে প্রচন্ড গরমে অসুস্থ হয়ে শত শত মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরগুলোজুড়ে ওই সময় তাপমাত্রা রেকর্ড ১১৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়। গত সপ্তাহে আঘাত হানা হারিকেন আইডার প্রভাবে লুই-জিয়ানায় বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয় অন্তত ১০ লাখ মানুষ। ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে মারা গেছে কমপক্ষে ৫১ জন। বিধ্বস্ত হয়েছে বা ভেসে গেছে অনেক স্থাপনা।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি ও ফ্লোরিডার ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের সাবেক প্রধান ক্রেইগ ফিউগেট ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেন, একই গ্রীষ্মে আবহাওয়ার এত বিপর্যয়কর ঘটনা তিনি এর আগে আর দেখেননি।

চলতি গ্রীষ্মে একের পর এক এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়া প্রসঙ্গে জলবায়ু ও নীতিবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা দ্য নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেন, এসব ঘটনা মোকাবিলার প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের জলবায়ুঝুঁকি মোকাবিলায় পরিকল্পনা তদারকির দায়িত্বে থাকা অ্যালিস হিল টাইমসকে বলেন, 'এসব ঘটনা আমাদের এটিই বলছে, আমরা প্রস্তুত নই।'

ফিউগেট বলেন, 'আমাদের নজিরবিহীন ঘটনা মোকাবিলার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যথাযথ প্রস্তুতি। এসবের মধ্যে থাকতে হবে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা, ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট বন্যার পানি ব্যবস্থাপনা ও আবহ-াওয়াজনিত সংকটকালে আশ্রয়ের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।'

১ জন নিহত

(প্রথম পাতার পর)

এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। হঠাৎ গোলাগুলির ঘটনায় এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, ইউনিয়নপোর্ট রোর্ড এবং বেনেডিক্ট এভিনিউর পার্কচেস্টার ফিউনারাল হোমসের সামনে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারী একটি চেভি ইকুইনক্স থেকে গুলি ছোড়লে দুজন গুলিবিদ্ধ হন। একজন বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। আরেকজনকে পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাস-পাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনার পরপরই পুলিশ গোলাগুলি সংঘটিত এলাকাটি বন্ধ করে দেয়। ইউনিয়নপোর্ট রোডের পার্কচেস্টার ফিউনারাল হোমস এবং অর্টিজ ফিউনারাল হোমসের মাঝখানের রাস্তাটি পুলিশ ঘিরে রাখে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তারা গুলির শব্দ শুনেছেন এবং মানুষ দৌড়ে যেতে দেখেছেন। ওই সময় অর্টিজ ফিউনারেল হোমে একটি শেষকৃতানুষ্ঠান চলছিলো। হঠাৎ গোলাগুলগুলির ঘটনায় সবার মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তারা দিকবিদিক ছুটাছোটি শুরু করে দেয়। কেউ কেউ আতংকে চীৎকার করতে থাকেন।

শনিবার ৯/১১ঃ ঘটনার গোপন

(প্রথম পাতার পর)

পেন্টাগনে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়। ২০ বছর আগে ১১ সেপ্টেম্বর সংগঠিত ভয়াবহতম এই হামলা সমকালীন ইতিহাসে '৯/১১ সন্ত্রাসী হামলা' হিসেবে পরিচিত।

এই দিনকে সামনে রেখে এই ঘঠনার সংশ্লিষ্ট গোপন নথি প্রকাশ করার জন্য বিচার বিভাগের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

গত শুক্রবার অ্যাটর্নি জেনারেল ম্যারিক গারল্যান্ডের প্রতি এক নির্বাহী আদেশে এই নির্দেশ দেন তিনি।

নির্বাহী আদেশে আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই সকল নথি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দেন বাইডেন।

গত বছর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণাকালে বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নির্বাচিত হলে তিনি এই নথি উন্মুক্ত করবেন। 'সেই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখতেই' নির্বাহী এই আদেশ জারি করছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

জো বাইডেন বলেন, 'আমরা কখনোই ভুলবো না সেই ২,৯৭৭ নিরপরাধ লোকের পরিবার ও স্বজনের বয়ে বেড়ানো কষ্ট. যারা আমাদের ইতিহাসে যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহতম সন্ত্রাসী হামলায় যারা নিহত হয়েছেন।'

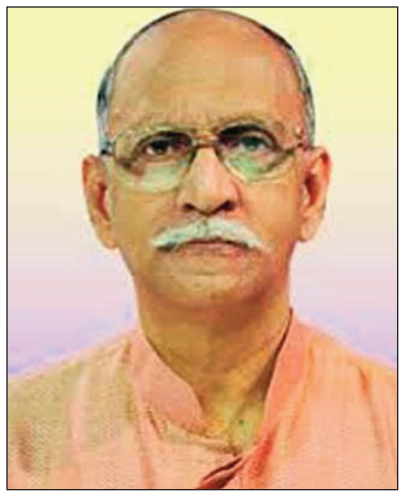
এর আগে এই বছর ৯/১১ হামলার ২০ বছর বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রায় ১৮০০ নিহতের পরিবার 'হামলার সংশ্লিষ্ট গোপন নথি প্রকাশ না হলে' উপস্থিত না থাকার হুমকির পর প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছ থেকে এই আদেশ এলো।

গত মাসে ওই পরিবারগুলো এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলো, দুই দশক তারা রাজনৈতিক দর কষাকষির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছেন।

তারা জানান, 'বিশ বছর পরে- জাতীয় নিরাপত্তার অযৌক্তিক দাবি বা অন্য কারণে এই তথ্য গোপন রাখার কোনো কারণ নেই।'

চারটি ভাইরাসের গল্প

সংবিধান ও রাজনীতি



সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক

আমার মূল্যায়নে, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উপর মারাত্মক আঘাত হয়েছে অনেকবার এবং প্রত্যেকবারই কোনো না কোনো নিয়মে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কিন্তু ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮ দিবাগত রাতে, যে সর্বশেষ আঘাত গণতন্ত্রের উপর এসেছে, সেটি থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় এখনো চোখে পরিষ্কার ধরা দিচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটেই সংক্ষিপ্তভাবে রাজনৈতিক আলোচনা উপস্থাপন করব; প্রথমে বর্তমানকে নিয়ে আলোচনা করব, আজকের কলাম দিয়ে শুরু এবং আরো একাধিক কলাম ধারাবাহিকভাবে লিখব, আশা করি।

কেউ কেউ বলতে পারেন, দেশের মানুষ যেখানে করোনাভাইরাসের আক্রমণে বিপর্যস্ত, এই বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য হন্যে হয়ে রাস্তা সন্ধান করছেন, সেখানে রাজনৈতিক আলোচনা করে লাভ কী? সাধারণ মানুষ, খেটেখাওয়া মানুষ, রাজনীতিতে আগ্রহী নয়; পুরো দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশটাই বিরাজনীতিকরণ করা হয়ে গেছে। আমার মতে, খুবই যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মত স্বীকৃতি। এর উত্তরে আমার নিবেদন হলো, বর্তমান রাজনৈতিক সরকার কর্তৃক করোনাভাইরাসের আক্রমণ মোকাবেলায় চেষ্টা করে যাচ্ছে সত্য, কিন্তু সে চেষ্টা মার খাচ্ছে সরকারেরই অদূরদর্শিতা ও সমন্বয়হীনতার কারণে। এর জন্য আমাদের দেশের রাজনীতিই দায়ী। চলমান সময়ে আমরা চারটি ভাইরাসে আক্রান্ত। একটির নাম নির্বাচন লুণ্ঠনের ভাইরাস, একটির নাম নারী-পুরুষের কলঙ্কের ভাইরাস, একটির নাম দুর্নীতির ভাইরাস এবং শেষটির নাম করোনাভাইরাস। করোনাভাইরাসের আমলে জনগণের কষ্ট, মানুষের হয়রানি এত বেশি হয়েছে যে, পুরোপুরি বর্ণনা করাও কঠিন। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক সরকারের মেধা, মনমানসিকতা এর বেশি ভালো কিছু দিতে পারবেন কি না, সেটা নিয়ে নানা জনের নানা মত আছে। করোনাভাইরাসের রেশ এবং এর নেতিবাচক প্রভাবগুলো রাজনৈতিক সরকারকে রাজনৈতিক সুবিধা দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়া আগামী দুই-তিন বছর চলবে। তাই আমাদেরকে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে হবেই।

গণতন্ত্রের ওপর বিবিধ আঘাত

এই অনুচ্ছেদটি ও পরের অনুচ্ছেদগুলো লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য, একান্তই ১৫ বছরের উর্ধ্বে ও ৩০ বছরের নিচে বয়সী রাজনৈতিক কর্মী ভাইবোনদের কাছে একটি ধারণা উপস্থাপন করা। আমরা সবাই জানি, সব রাজনৈতিক দলেরই শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ কর্মী তরুণ। অতএব, তরুণগণ অতীত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা না রাখলে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপরেখা বের করা কঠিন। গণতন্ত্রের ওপর আঘাতের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ। প্রথমবার : ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে বাকশাল সৃষ্টির মাধ্যমে। দ্বিতীয়বার : ১৯৭৫ এর আগস্ট-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে। তৃতীয়বার : ১৯৮১ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যার মাধ্যমে। চতুর্থবার : ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে। পঞ্চমবার : ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে ওয়ান-ইলেভেন সরকারের আগমনে। ষষ্ঠবার : ২০১৪ সালের জানুয়ারীতে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ ইন্টারভেনশন-এর মাধ্যমে এরশাদের সহযোগিতায় নির্বাচন। সপ্তমবার : ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ৩০ তারিখে ভোটের আগের রাতে ভোট লুণ্ঠনের মাধ্যমে।

সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট : বিএনপি-আওয়ামী লীগ

১৯৭৮ সালে বিএনপি জন্মলাভ করে, নতুন নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতাসীন হয়ে বহুদলীয় পার্লামেন্টের সাথে যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সে যাত্রা স্থগিত হয় কারণ, তৎকালীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে, সংবিধান ও সাংবিধানিক রাজনীতি স্থগিত করে, সামরিক আইন জারি করেছিলেন। সামরিক আইন জারির ৪ বছরের মাথায়, জেনারেল এরশাদ বহুদলীয় নির্বাচনের আয়োজন করেছিলেন ১৯৮৬ সালে। জেনারেল এরশাদ নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন যার নাম ছিল 'জাতীয় পার্টি'। ১৯৭৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে যেমন নবগঠিত বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়ে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিল, তেমনই ১৯৮৬ সালে নবগঠিত জাতীয় পার্টি ক্ষমতাসীন হয়ে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৮৬ সালের নির্বাচনটি অবশ্যই বহুদলীয় ছিল। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রধান তিনটি উল্লেখযোগ্য দল ছিল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন নবগঠিত জাতীয় পার্টি, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন পুনর্গঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং পুনর্গঠিত জামায়াতে ইসলামী। বিএনপি ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। কারণ, বিএনপি এরশাদ সরকারকে পার্লামেন্টারি বৈধতা দিতে আগ্রহী ছিল না। ১৯৮৬ সালে গঠিত পার্লামেন্টটি, বিবিধ আন্দোলনের মুখে ১৯৮৮ সালে ভেঙে দেয়া হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের নতুন নির্বাচনে, আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াত অংশগ্রহণ করেনি; বীর মুক্তিযোদ্ধা আ.স.ম. আব্দুর রব-এর নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জেএসডি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল, সরকারি সৌজন্যে জেএসডি সম্মানজনক সংখ্যক আসন পেয়ে পরবর্তী দুই বছরের কিঞ্চিৎ বেশি সময় পার্লামেন্টের ভেতরে বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করে। ওই সময় থেকে একটি শব্দ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সুপরিচিত: 'গৃহপালিত বিরোধী দল'। বিএনপির নেতৃত্বাধীন একটি রাজনৈতিক জোট, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন একটি রাজনৈতিক জোট, বামধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক জোট এবং জোটগুলোর বাইরে জামায়াতে ইসলামী-এই চারটি রাজনৈতিক শক্তির যুগপৎ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সরকারের পতন ঘটেছিল। অবশ্যই উল্লেখ রাখতে হবে যে, এরশাদ সরকার টিকে থাকার জন্য যে অপরিহার্য সেনা-সমর্থন প্রয়োজন ছিল, সে সমর্থনটি ৯০-এর ডিসেম্বরের সেনানেতৃত্ব প্রত্যাহার করে নিয়েছিল এবং ওই প্রত্যাহারের বেনিফিট আন্দোলনকারীগণ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সেনা-সমর্থন গত পঞ্চাশ বছর যাবৎই দৃশ্যমান। সেই আমল থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে চারটি বড় খেলোয়াড় চিহ্নিত হয় যথা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় পার্টি। বাম দলগুলো অবশ্যই রাজনৈতিক অঙ্গনের 'গুরুত্বপূর্ণ' খেলোয়াড় কিন্তু 'বড়' খেলোয়াড় হতে পারেনি।



আন্দোলনের স্মৃতিচারণ

১৯৯৪ সাল থেকে নিয়ে, সংবিধানে কেয়ারটেকার পদ্ধতির সরকার বহালের দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জামায়াত ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চ থেকে ঘোরতর আন্দোলন করেছিল। ১৯৯৬ সালে গঠিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপি সক্রিয় রাজনীতি করে। আওয়ামী লীগের এই আমলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি' স্বাক্ষর এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার প্রক্রিয়া। ২০০১ সালে গঠিত বিএনপি সরকারের আমলে, আওয়ামী লীগ সক্রিয় রাজনীতি করেছে। বিএনপির এই আমলে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ২১ আগস্ট ২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের সভায় গ্রেনেড আক্রমণ এবং চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর মোহনার অদূরে দশ ট্রাক অস্ত্র জব্দ করা। সেনাবাহিনীর তৎকালীন প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মইন ইউ আহমেদের নেতৃত্বে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখ দীর্ঘমেয়াদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জেনারেল মইন কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যবস্থাকে আওয়ামী লীগ পরোক্ষ ভাষায় স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করা হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমেদকে; তাই ইতিহাসে ২০০৭-০৮ সালের সরকারটিকে 'মইন-উদ্দিন- ফখরুদ্দীনের সরকার'ও বলা হয়। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেন দ্রুত চলে যায়, সে দাবি নিয়ে কোনো প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ বা ঘোরতর রাজনৈতিক আন্দোলন করার প্রয়োজন হয়নি বা আন্দোলন গড়েও তোলা সম্ভব হয়নি, বিবিধ কারণে। পর্দার অন্তরালে দেশে-বিদেশে, ২০০৮ সালের প্রথম সাত-আট মাসব্যাপী সময়ে, যৎকিঞ্চিৎ সমঝোতার পর, একটি পার্লামেন্টারি নির্বাচনের আয়োজন করা হয়েছিল। সে নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন আছে বিগত ১২ বছর ৭ মাস ধরে। এই ১২ বছর ৭ মাসে আওয়ামী লীগ ভালো কাজ করেছে, মন্দ কাজও করেছে। বর্তমান আওয়ামী শাসনের একেবারে শুরুর দিকে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল ঢাকা মহানগরের পিলখানায় অবস্থিত তৎকালীন বিডিআর-এর সদর দফতরে। তখন মেজর জেনারেল থেকে নিচের দিকে ক্যাপ্টেন-এর র‍্যাংক পর্যন্ত ৫৭ জন চৌকস পেশাদার সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল বিদ্রোহীগণ বা দুষ্কৃতকারীগণ। বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সুবেদার মেজর নূরুল ইসলামসহ একাধিক সৈনিক শহীদ হয়েছিলেন। কোলেটারেল ড্যামেজ বা সহযোগী ঘটনায় আরো প্রায় তেরো-চৌদ্দজন বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারী শহীদ হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় মেয়াদ

২০১১ সালে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে দেয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অধীনে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে বিএনপি নিজে ও তার সাথে জোটবদ্ধ দলগুলোকে নিয়ে পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ওই সময় (অর্থাৎ ২০১৩ সালের শেষ-অর্ধেক) আওয়ামী লীগ সরকার অস্থির ছিল; বিভিন্নভাবে কামনা করছিল যেন বিএনপি নির্বাচনে আসে। বিদেশী বা আন্তর্জাতিক আওয়ামী লীগ দলীয় সব চেষ্টা সত্ত্বেও বিএনপি নির্বাচনে আসেনি বা বিএনপিকে নির্বাচনে আনা সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু, বিএনপি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ওই নির্বাচন প্রতিহত করবে। 'প্রতিহত' শব্দটি ব্যবহার না করে যদি বলি, ভোটারগণ যেন অংশগ্রহণ না করেন, সেই আন্দোলন বিএনপি করেছিল। কারণ, ভোটারগণ অংশগ্রহণ না করলে নির্বাচনের নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি থাকে না। ভোটারগণকে নির্বাচন থেকে বিরত রাখার কাজে বিএনপি অত্যন্ত সফল হয়েছিল। ২০১৪ সালের জানুয়ারির ৫ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি ছিল একান্তই লোকদেখানো কাগজে-কলমে এবং ভোটারবিহীন নির্বাচন। ভোটকেন্দ্রে ভোটার যে যাননি, সেরূপ ছবিতে টেলিভিশনের পর্দা ও পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরে গিয়েছিল। ২০১৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে ধারাবাহিক দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু করে আওয়ামী লীগ। বিএনপির মূল্যায়নে, আওয়ামী লীগের সে সরকার অবৈধ ছিল অনেকগুলো কারণে। একটি কারণ ছিল, পার্লামেন্টের মোট ৩০০ আসনের মধ্যে, ১৫০টির বেশি আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সরকারের পতন ঘটানোর জন্য ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে বিএনপির চেয়ারপারসন, আপসহীন নেত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশব্যাপী অবরোধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব হয়নি। ওই অবরোধকালে বিএনপি ও জামায়াতের হাজার হাজার বা লাখের ওপরে নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে বিবিধ প্রকারের মামলা রুজু হয়েছিল যেগুলো এখনো চলমান এবং গত ছয় বছরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো হাজার হাজার বা লক্ষাধিক মামলা। সরকার নির্বিঘ্নে দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ করেছে।

আওয়ামী লীগের তৃতীয় মেয়াদ

দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ করার আগে, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার নিবিড়ভাবে চিন্তা করে, কী নিয়মে ২০১৮ সালের নির্বাচন নিজেদের আয়ত্তে রাখবে। আঠারো সালের নির্বাচনের আগের দুই-আড়াই বছর ধরেই, আওয়ামী লীগ বহুমুখী নীরব ও সরব এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান, কৌশলগত ও লোকদেখানো, বিভিন্ন প্রশাসনিক, আইনগত ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। এগুলো নিয়ে আলোচনা আজ করছি না, সংক্ষিপ্তভাবে আগামীতে করব। আমার আলোচনার ফোকাস হচ্ছে, ভবিষ্যৎ নির্বাচন। কিন্তু অতীত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত না থাকলে, আগামীতে আওয়ামী লীগ কী করতে পারে, সে ধারণা পাওয়া মুশকিল হবে। তাই অতীত আলোচনা করলাম। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনটিকে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার কাজে আওয়ামী লীগ দারুণভাবে সফল হয়েছিল, এটাই বাস্তবতা।

ভালো কাজের জন্য ধন্যবাদ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সুপরিচিত এবং ঘরে ঘরে ও জনে জনে উচ্চারিত নাম। এই দু'টি দল ব্যতীত বা এই দুইটির যেকোনো একটি ব্যতীতও বাংলাদেশের রাজনীতি কল্পনা করা অসম্ভব। এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই দেশের রাজনীতি অতীতে চলেছে, বর্তমানেও চলছে। উভয় দলই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে, সংস্কৃতির অঙ্গনে, অবকাঠামোগত উন্নয়নের অঙ্গনে, মুক্তিযুদ্ধকে মহিমান্বিত করার অঙ্গনে, প্রতিরক্ষাব্যবস্থা উন্নত করার অঙ্গনে তথা সার্বিকভাবে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রচুর কাজ করেছে বিধায় বাংলাদেশ আজকে এতটুকু পর্যন্ত এসেছে; তার জন্য উভয় দলকেই অভিনন্দন, ধন্যবাদ।

রাজনৈতিক দলগুলোর শাসনের মেয়াদ

১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে আজ অবধি সাড়ে পঞ্চাশ বছরের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কোন কোন রাজনৈতিক দল কতটুকু শাসন করেছে, তার একটি মোটা দাগের হিসাব উল্লেখ করছি। আওয়ামী লীগ ও বাকশাল দেশ শাসন করেছে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এর আগস্ট পর্যন্ত। পুনরায় আওয়ামী লীগ শাসন করেছে ১৯৯৬-২০০১, ২০০৯-২০২১ চলমান (মোট ২৫৫ মাস)। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পরিচয়ে ব্যক্তি জিয়াউর রহমান দেশ শাসন করেছেন কমবেশি ১৮ মাস। বিএনপি শাসন করেছে ১৯৭৮ এর শেষাংশ থেকে ১৯৮২ সালের মার্চ পর্যন্ত এবং ১৯৯১-১৯৯৬, ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত (মোট ১৬৬ মাস)। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট পরিচয়ে ব্যক্তি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ চার বছর দেশ শাসন করেছেন (১৯৮২-১৯৮৬) এবং জাতীয় পার্টি দল হিসেবে শাসন করেছে সাড়ে চার বছর (মোট ৫৪ মাস)। সাড়ে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুই কিস্তিতে সামরিক আইন শাসন বা মার্শাল 'ল ছিল ৮২ মাস। বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ শাসন করেছে ৩৩ মাস। জামায়াতে ইসলামী একা দেশ শাসন করেনি কিন্তু ২০০১-২০০৬ সালে দলটি সরকারের অংশ ছিল এবং তাদের দলীয় দুজন মন্ত্রী দক্ষতা ও সততার আঙ্গিকে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই অনুচ্ছেদের উপসংহারে মোটা দাগে এতটুকু বলা যায় যে, সাড়ে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে দল যে আনুপাতিক সময়ে শাসন করেছে, সে দল সে অনুপাতেই সকল কৃতিত্বের অংশীদার হবে এবং সকল ব্যর্থতার দায়ভার নিবে। কিন্তু এই বাক্যটি আমার পক্ষে যত সহজ হয়েছে, সাফল্য ও ব্যর্থতার বিবরণকে অনুপাতের সঙ্গে সমন্বয় করা কোনোমতেই সহজ নয়, অতএব সেদিকে আগাবই না।

আত্মপক্ষ সমর্থন ও ভবিষ্যতের প্রত্যয়

২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২১ সালের এই মুহূর্ত পর্যন্ত নয়া দিগন্ত পত্রিকায় খুবই কম কলাম লিখতে পেরেছি; অন্য কোনো পত্রিকায় তো আরো কম। ১৯৯৯ থেকে এ পর্যন্ত যত কলাম লিখেছি, সেগুলোকে বিষয়বস্তু-ভিত্তিক ভাগ করলে ৬টা ভাগে আনা যাবে (ক) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি প্রসঙ্গে বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে, (খ) বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা প্রসঙ্গে, (গ) জাতীয় নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে, (ঘ) ভারত-বাংলাদেশ, মিয়ানমার-বাংলাদেশ প্রসঙ্গে, (ঙ) জাতিগঠন বা ন্যাশন বিল্ডিংয়ের আঙ্গিকে, (চ), ধর্মীয় নীতিকথা বা ইতিহাস বা আচার-আচরণ প্রসঙ্গে। ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত যতগুলো কলাম লিখেছিলাম, তার মধ্য থেকে বেছে বেছে কলাম নিয়ে, বিভিন্ন বছরে মোট ৬টি কলাম সঙ্কলন বের হয়েছে। সর্বশেষ সঙ্কলনটি বের হয়েছে ডিসেম্বর ২০১৪ সালে। ২০১৪ সালের জুন থেকে নিয়ে ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিভিন্ন নিয়মে, দেশ-বিদেশে অবস্থিত সচেতন পাঠকসমাজ বিশেষত রাজনৈতিক পাঠকসমাজ যোগাযোগ করে, বারবার অনুরোধ করছেন যেন কলাম লেখা অব্যাহত রাখি, যেন স্থগিত বা বন্ধ না করি। পাঠক সম্প্রদায়ের যুক্তি হচ্ছে, সব লেখকের পক্ষে, সব বিষয়ে, সব সময়, সব পাঠকের বোঝার মতো করে সবকিছু লেখা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন বিষয়ে একটা পত্রিকায় লিখলেই, সেই পত্রিকার পাঠকগণ একটি ভারসাম্যমূলক বহুমুখী জ্ঞানভান্ডারের সাক্ষাৎ পান। নিজে এই যুক্তিকে অস্বীকার কোনো দিনই করিনি। নয়া দিগন্ত পত্রিকা এরূপ ভারসাম্য আনয়নে সচেতন এবং আল্লাহর রহমতে সফল। সেই প্রক্রিয়া থেকে ১৮ মাস দূরে থেকেছি বিবিধ কারণে। চেষ্টা করতে হবে সম্পৃক্ততা পুনর্বহাল করতে। পাঠকদের দোয়া কামনা করি।

লেখক: মেজর জেনারেল (অব:); চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

কোভিডের তৃতীয় ঢেউ ও আগাম সতর্কতা

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভোট ও ভোট-প্রচারের সুযোগে পশ্চিম বাংলায় বিধ্বংসী রূপ নিয়েছিল কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ। ফের একই রকম আশঙ্কা দেখা দিয়েছে শারদোৎসবকে ঘিরেও। অন্তত জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপার্ট তেমনই বলছে। রিপার্টে বলা হয়েছে, অক্টোবরে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ সবচেয়ে বিধ্বংসী আকার নেবে। প্রতিদিন প্রায় ৪-৫ লাখ মানুষ সংক্রমিত হবে। সেই তালিকায় প্রাপ্তবয়সিদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যায় শিশুও থাকবে।

এই রিপোর্টে বাংলার আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখা দিতে শুরু করেছে। পুরো শরৎকাল জুড়েই বাংলায় উৎসবের আবহ চলে। গত বছরও কোভিড-আতঙ্কে নমঃ নমঃ করে দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রীর আরাধনা হয়েছে। এবারও শরতের নীল আকাশে একই রকম কোভিডের মেঘ দেখা দিয়েছে।

এ বছরে বাড়তি আতঙ্ক শিশুদের নিয়ে। কারণ শিশুদের চিকিৎসার জন্য যত সংখ্যক চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসা-সরঞ্জাম ও পরিকাঠামো দরকার তা দেশের প্রায় কোনো রাজ্যেই নেই। এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটি।

যদিও বিশেষজ্ঞ কমিটির সতর্কবার্তা পাওয়ার আগেই এ বিষয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে এই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে এই সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতি জেলায় পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, সিক নিওন্যাটাল কেয়ার ইউনিট, পেডিয়াট্রিক এইচডিইউতে বেড বাড়ানোর পাশাপাশি পরিকাঠামো, চিকিৎসাসামগ্রী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার, নার্সের জোগান রাখার পরিকল্পনা তৈরি।

২-১১ বছর বয়সিরা কবে স্কুলে অথবা খেলার মাঠে যেতে পারবে, সে বিষয়ে এখনই কোনো আশার বাণী শোনাতে পারছেন না ভ্যাকসিন বিশেষজ্ঞরা। তবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে ১২-১৮ অনূর্ধ্বদের জন্য সুখবর আসতে চলেছে। আর জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখা নয়, বরং ভ্যাকসিনের ডোজ শেষে হইহই করে করে বেরিয়ে পড়ার সময় চলে এসেছে। কারণ এই প্রথম দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে সঙ্গে ১২ বছরের ঊর্ধ্বে কিশোর-কিশোরীরাও কোভিড ভ্যাকসিন পাবে। করানোর বিরুদ্ধে লড়াই আরো জোরালো করতে ভারত সরকার অনুমোদন দিল তিন ডোজের ভ্যাকসিনকে।

এই ভ্যাকসিন সব দিক থেকেই স্বতন্ত্র, এমনই দাবি প্রস্তুতকারী সংস্থার। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, এটি বিশ্বের প্রথম উঘঅ ভ্যাকসিন। জাইডাস ক্যাডিলার দাবি, এটি দেহে খুব তাড়াতাড়ি অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করবে। শুধু তা-ই নয়, ভ্যাকসিন নিতে কোনো সুচ ফোটানোর প্রয়োজন নেই। নিডল ফ্রি অ্যাপলিকেটরের মাধ্যমে শরীরে এই ভ্যাকসিন প্রবেশ করবে। তাই যাদের সুচে ভীতি রয়েছে তাদের কাছে এটাই হবে প্রথম চয়েজ। তবে অন্য ভ্যাকসিনের মতো দুটো ডোজে কাজ মিটবে না। ২৮ দিন অন্তর দিতে হবে মোট তিনটি ডোজ।

১২ বছরের ওপরে সব বয়সের মোট ২৮ হাজার মানুষকে নিয়ে এই ভ্যাকসিনের ট্রায়াল হয়েছে। এখনো পর্যন্ত এফিকেসি রেট মিলেছে ৬৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ। পরীক্ষায় ১২-১৮ বছর বয়সিরা অংশ নিলেও এখনো পর্যন্ত তাদের টিকা দেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি ভারত সরকার।

জোগানের অভাবে দু-তিন দিন কোভ্যাকসিনের টিকাকরণ বন্ধ থাকায় অনেকেরই কপালে ভাঁজ পড়েছিল। বিশেষ করে, যারা ইতিমধ্যেই ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন। ২৮ দিন পরে দ্বিতীয় ডোজ পাবেন কি পাবেন না, সেই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের সাম্প্রতিক নির্দেশিকায় এবার তাদের উদ্বেগ অনেকটাই কমবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বলা হয়েছে, কোভ্যাকসিনের সরবরাহ কম থাকায় আপাতত প্রথম ডোজ বন্ধ থাকবে। প্রথম ডোজ নেওয়ার পর যাদের ২৮ দিন পেরিয়ে গিয়েছে, আপাতত কোভ্যাকসিনে তাদের অগ্রাধিকার।

একে ভারত বায়োটেকের জোগানে ঘাটতি, তার ওপর দুটো ডোজের মধ্যে মাত্র ২৮ দিনের ব্যবধান। সব মিলিয়ে কোভ্যাকসিনের অভাব বেশ প্রকট চেহারা নিয়েছে। তবে যা-ই হোক, সমস্যার সমাধানে বলা হয়েছে, যত দিন না পরবর্তী নির্দশিকা জারি হচ্ছে, ততদিন কোভ্যাকসিনের স্বল্প জোগান থেকে কেবল দ্বিতীয় ডোজই দেওয়া হবে।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইমিউনোলজি আরো স্পেসিফিক হয়েছে। ইন্টারফেরনকে আলফা, বিটা, গামা খ টাইপ-১, টাইপ-২, খ একাধিক ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। একেক রকম ইন্টারফেরনের কাজও ভিন্ন। সব সময় প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্যনির্বিশেষে যে কোনো ইন্টারফেরন যে কোনো ভাইরাসের রেপ্লিকেশনে ইন্টারফেয়ার করবে, এমনটা নয়।

এক্ষেত্রে কমন ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আর করানো ভাইরাস এক গোষ্ঠীভুক্ত নয়। ফলে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসকে ঠেকাতে নির্গত ইন্টারফেরন সার্স কোভ-২ প্রতিহত করতে পারবে, এমন কোনো পরীক্ষিত তথ্য আমাদের হাতে নেই। বিজ্ঞান যেহেতু প্রামাণ্য তথ্য চায়, তাই নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর করে এখনই আশাব্যঞ্জক কোনো কথা বলা যাচ্ছে না। কমন ফ্লুর বাড়-বাড়ন্ত কোভিডের তৃতীয় ঢেউকে রুখে দেবে, তেমন ভরসাও নেই।

তবে সাধারণ করানো ভাইরাস, যা সর্দি-কাশি করায়, আগে সেই সংক্রমণ হলে পরবর্তীকালে নোভেল করোনা ভাইরাসের দাপট কিছুটা হলেও কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে শুধু ইন্টারফেরন নয়, দেহকোষ থেকে এমন কিছু নন স্পেসিফিক প্রোটিন (লাইসোজাইম, লেকটিনস, ট্রান্সফারিন, সি-রিয়্যাকটিভ প্রোটিন, ডিফেন্সিন) নির্গত হয়, যা সমগোত্রীর সার্স কোভ-২-এর রেপ্লিকেশনে নাক গলাতে পারে। তবে এর কোনোটা নিয়েই নির্দিষ্ট প্রামাণ্য তথ্য নেই। উলটোদিকে আরো একটা আশঙ্কা রয়েছে, যে কোনো (বিশেষত ভাইরাস) সংক্রমণে দেহের প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়। সেই সুযোগে সার্স কোভ-২ সংক্রমণ হলে তা দুর্বল শরীরে অনেক বেশি আগ্রাসি হতে পারে। ইমিউনোলজি বলছে, স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ প্রথম সংক্রমণে শরীর দুর্বল হলেও রোগপ্রতিরোধী ক্ষমতা সজাগ হয়ে থাকে। যা আখেরে আমাদের হয়েই কাজ করবে।

তবে কমন ফ্লু নিয়ে যে আশার আলো মানুষ দেখতে চাইছেন, সে প্রসঙ্গে বলব, প্রকৃতিতে সব সময়ই ইনফ্লুরেঞ্জা ভাইরাস রয়েছে। সিজন চেঞ্জের সময় তাদের সক্রিয়তা বাড়ে। কিন্তু আমাদের অসাবধানতার কারণে কোভিড সংক্রমণ যখন বাড়ে তখন সেই চর্চার মধ্যে কমন ফ্লু থেকে মানুষের নজরটা সরে যায়। আবার লকডাউন বা অন্য সচেতনতার কারণে কোভিড সংক্রমণ একটু নিয়ন্ত্রণে থাকলে তখন কমন ফ্লু সংক্রমণ মানুষের চোখে পড়ে। মোটের ওপর এই মুহূর্তে প্রকৃতিতে কমন ফ্লু ও সার্স কোভ-২, দু-ই আছে। কেউই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। যদিও সবশেষে আবারও বলব, এই সবই ইমিউনোলজির সাধারণ ধারণা থেকে মনে করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট এই বিষয়গুলোর ওপর এখনো কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। তাই সার্বিকভাবে একটা ধারণা করা গেলেও নিশ্চিতভাবে বলার মতো সময় এখনো আসেনি।

কোভিডের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর কিছুটা হলেও আত্মতুষ্টি দেখা দিয়েছিল দেশ এমনকি রাজ্যবাসীর মধ্যে। স্বাস্থ্যব্যবস্থাতেও ঢিলেঢালা ভাব লক্ষ করা গিয়েছিল। সেই সুযোগ নিয়েই ছদ্মবেশে আরো শক্তিশালী হামলা চালায় অদৃশ্য শত্রু করোনা ভাইরাস। স্বাভাবিকভাবে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর। এবার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিতে চলেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। দ্বিতীয় যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই তৃতীয় যুদ্ধের সম্ভাব্য যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কোভিডের তৃতীয় ঢেউ মূলত আছড়ে পড়বে শিশুদের ওপর। প্রথম ঢেউয়ের তুলনায় দ্বিতীয় ঢেউয়ে শিশুদের সংক্রমিত হওয়া এবং একই সঙ্গে গুরুতর অসুস্থতার পরিসংখ্যান অনেকটাই বেশি। তৃতীয় ঢেউয়ে ঊর্ধ্বমুখী এই গ্রাফই নাকি অব্যাহত থাকবে। তাই ইতিমধ্যে এই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে এই সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, সিক নিওন্যাটাল কেয়ার ইউনিট, পেডিয়াট্রিক এইচডিইউতে বেড বাড়ানোর পাশাপাশি পরিকাঠামো চিকিৎসাসামগ্রী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার, নার্সের জোগান রাখার পরিকল্পনা তৈরি।

লেখক :ভারতের প্রবীণ সাংবাদিক

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

কমিশন গঠন কেন অপরিহার্য

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকান্ড আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত করার নীলনকশা। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই হত্যাকান্ড নিয়ে ক্ষমতাসীন তৎকালীন সরকারগুলো যে আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছিল সেটি প্রমাণ করে যে তারা সবাই পঁচাত্তরের হত্যাকান্ডের সুবিধাভোগী, হত্যাকারীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পাকিস্তানি ভাবাদর্শে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ষড়যন্ত্রকারীরা খন্দকার মোশতাককে অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতি পদে বসায়। এটি ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের একটি সাময়িক অবস্থান। খন্দকার মোশতাককে দিয়েই নেপথ্যের শক্তি সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে প্রথম বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে খন্দকার মোশতাককে দিয়ে ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ডের মামলা ও বিচার রুদ্ধ করার জন্য দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। মোশতাক সরকারের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাওয়া শুরু হলে ক্ষমতা দখল, জেলহত্যা এবং মোশতাককে সরিয়ে দিয়ে নেপথ্যের পরিকল্পনাকারীরা ক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ করে। দেশে একের পর এক রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে বিদ্রোহ, পাল্টা অভ্যুত্থান ও প্রতিহত করার নানা ঘটনা অন্তরালে সংগঠিত হয়। ক্ষমতা রাজনৈতিকীকরণের ঢাল হিসেবে উর্দি ছেড়ে রাজনৈতিক প্রলেপ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি পদ, সংসদ নির্বাচন ছিল নেপথ্যের শক্তির একটি সাজানো রোডম্যাপ। অবশেষে গঠিত তথাকথিত সংসদে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল তারিখে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে সংযুক্ত করা হয় দায়মুক্তি অধ্যাদেশটি। ফলে ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ডের বিচারের পথ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয়ভাবে বন্ধ করে রাখা হয়।

দীর্ঘ এই সময় ১৫ই আগস্ট নিয়ে ক্ষমতাসীনদের রূঢ় অবস্থান স্পষ্ট ছিল। বঙ্গবন্ধুর নাম রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকেই শুধু মুছে ফেলার চেষ্টা করেনি, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নেতা হিসেবেও তাঁর অবস্থানকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। বিকৃত ইতিহাস ও রাজনীতি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর সংবিধান থেকে দায়মুক্তির কলঙ্কজনক অধ্যায়টি রহিত করা হয়। এর মাধ্যমে ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ডের বিচার শুরু করা সম্ভব হয়। দায়মুক্তি অধ্যাদেশ রহিতকরণ এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার শুরু করার বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াতসহ সক্রিয়ভাবে হত্যাকান্ডে অংশ নেওয়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সংসদ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে বিরোধিতা করে। সেসব মোকাবেলা করেই শেখ হাসিনা সরকার পঁচাত্তরের বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের মামলা রুজু, তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু এবং আদালতে বিচার শুরু করা হয়। নিম্ন আদালতে বিচারের রায়ে ১৮ জন আসামির মধ্যে ১৫ জন হত্যাকান্ডে অংশ নেওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়, তিনজন খালাস পায়। জোট সরকার ক্ষমতায় এসে উচ্চ আদালতে শুনানি বন্ধ রাখে। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী দন্ড শধষবৎশধহঃযড়কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়। কয়েকজন দন্ডপ্রাপ্ত আসামি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়া কয়েকজন ছাড়া বাকিদের দন্ড কার্যকর হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার মামলা বিচারিক আদালত যে রায় প্রদান করেছে তাতে এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ঘাতককে চিহ্নিত করা গেছে। চিহ্নিত করার মাধ্যমে দন্ড প্রদান করা গেছে। তবে ১৯৭৫ সালের এই হত্যাকান্ড শুধু কয়েকজন ঘাতকের সংঘটিত হত্যাকান্ড নয়। এটি ছিল একটি বড় ধরনের পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র, যা সংঘটিত করতে অনেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী নেপথ্যে বেশ আগে থেকেই যুক্ত ছিল। তা ছাড়া সামরিক বাহিনীর ট্যাংক, অস্ত্রশস্ত্র এবং লোকবল ব্যবহার করা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোষ্ঠীরও যোগাযোগ ছিল। সামগ্রিকভাবে এটি ছিল একটি বৈধ সরকারকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ ঘটিয়ে সদ্যঃস্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ ও পরিকল্পনা বাতিল করা, বিদেশি নেপথ্যের রাষ্ট্রশক্তির আদর্শে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে নেওয়া। এর জন্য বড় ধরনের রক্তপাত, হত্যাযজ্ঞ এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নির্মম হত্যাকান্ড ঘটিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের অনুগত গোষ্ঠীকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সে কারণেই '৭৫ থেকে পরবর্তী সময়টিতে ছিল বঙ্গবন্ধু এবং দেশের বৈধ সরকার, রাজনৈতিক শক্তির প্রতি চরমভাবে বৈরীভাবাপন্ন গোষ্ঠীর নির্দয়, নিষ্ঠুর আচরণ, শক্তির অপপ্রয়োগ এবং সব প্রগতিশীল শক্তির উত্থানকে সমূলে উপড়ে ফেলার এক দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করা।

সুতরাং পঁচাত্তরের হত্যাকান্ডের সমগ্রতার সামান্যই বিচার সম্পন্ন করার মধ্যে শুধু দেখা বা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটি যেহেতু ছিল একটি রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনের বড় ধরনের ষড়যন্ত্র, তাই এর পূর্বাপর অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, কর্মকান্ড, যোগাযোগ, অংশগ্রহণ, নানা গোষ্ঠীর গোপন সমর্থন ইত্যাদি সম্পর্কে জানার একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ হচ্ছে সব কিছু অনুসন্ধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র, জনগণ এবং আন্তর্জাতিক সব মহলের জন্য একটি প্রমাণ ও তথ্যভিত্তিক দলিল উপস্থাপন করা। এটিকে এককথায় রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান দলিল বলে সারা বিশ্বই জানতে পারবে। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হলো আমরা এত বছরেও এমন একটি প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্যোগ নিতে পারিনি। কয়েক বছর থেকেই এটি আমরা শুনে আসছি যে পঁচাত্তরের হত্যাকান্ডের রহস্য উন্মোচন করতে সরকার একটি উচ্চতর অনুসন্ধান কমিশন গঠন করতে যাচ্ছে। তবে সেটি গঠন করতে কেন এত বিলম্ব করছে এটি বোধগম্য নয়। তবে আমরা ভালো করেই জানি, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সরকার ছাড়া অন্য কোনো সরকার ১৯৭৫ সালের হত্যাকান্ড, রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান এবং পরবর্তী ঘটনা উন্মোচনে মোটেও আগ্রহী নয়। তাই আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিভিন্ন ছোট ছোট রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী নাগরিক সংগঠন একটি দক্ষ উপযুক্ত গ্রহণযোগ্য অনুসন্ধান কমিশন গঠন করার মাধ্যমে ইতিহাসের এই দায়বদ্ধতা সম্পন্ন করা উচিত। এটি নিতান্ত কোনো তদন্ত কমিশন হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান কমিশন তথা স্টেট ইনকোয়ারি কমিশন গঠনের মাধ্যমে গোটা ষড়যন্ত্র, হত্যাকান্ড এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে নেপথ্যে ও প্রকাশ্যে সম্পৃক্ত সব গোষ্ঠীর পরিচয়, তাদের কর্মকান্ড এবং সহযোগিতাকারীদের পরিপূর্ণ রহস্য উন্মোচনের অনুসন্ধান সম্পন্ন শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। কাজটি সম্পন্ন করতে নিষ্ঠার, সততার ও যোগ্যতার সঙ্গে সে ধরনের ব্যক্তিদেরই দায়িত্ব প্রদান করা দরকার যাঁরা অনুসন্ধানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা ও ব্যুৎপত্তিগত জ্ঞান রাখেন। কাজটি মোটেও সহজ নয়, বেশ গুরুদায়িত্ব। এটি করা সম্ভব হলে পঁচাত্তরের হত্যাকান্ডের পূর্বাপর নানা ঘটনা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা, ব্যর্থতা চিহ্নিত হবে, একই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততাও নিরূপণ করা সম্ভব হবে। এ ধরনের অনুসন্ধানী রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ পথচলাকে অনেকটাই বিতর্কমুক্ত করতে সহযোগিতা করবে। দেশের সেই সময় এবং পরবর্তী সময়ের কার কী ব্যর্থতা, ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা ছিল সেটি যখন প্রশ্নাতীতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে তখন অহেতুক বিতর্ক কমে যাবে। প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হওয়ার ফলে সে অধ্যায়ের ইতিহাস রচনা নির্ভুলভাবে করা সম্ভব হবে, রাজনৈতিক দলগুলোরও প্রকৃত ইতিবাচক ও নেতিবাচক ধারার অবস্থান স্পষ্ট হবে। বিদেশেও এমন একটি রাষ্ট্রীয় দলিল প্রকাশের ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সরকারগুলোর মধ্যে গঠিত হওয়ার সুযোগ হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে সেই সময় কোন কোন রাষ্ট্রের কোন কোন সরকার বৈরী আচরণ করেছিল, কেন করেছিল, এর ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের টানাপড়েন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কেও একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ কখন কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, আবার কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে বা পারার সক্ষমতা রাখছে সেটিও এর মাধ্যমে বোঝা সম্ভব হবে।

অভ্যন্তরীণভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিকাশের জন্য পঁচাত্তরের হত্যাকান্ডের পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধানের রাষ্ট্রীয় দলিল সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। বিশেষত দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য, বিকৃত ইতিহাস, অনির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক লেখালেখি ইত্যাদির কবল থেকে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মুক্তি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশে রাজনীতি, ইতিহাস এবং অন্যান্য গবেষণার জন্য এই দলিলটি হবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র। বিদেশেও এর চাহিদা থাকবে একাডেমিক ও রাজনৈতিক মহলে। বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী একটি অভিন্ন ধারণা গড়ে ওঠার জন্য এই দলিলটি বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারবে। সুতরাং সরকারকে এমন একটি দলিলের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে এখনই একটি উপযুক্ত অনুসন্ধান কমিশন গঠন করতে হবে। আগামী বছর আগস্টে যেন আমাদের আবার ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ড সম্পর্কে এত দিনের হতাশা, অপ্রাপ্তি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে না হয়। সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে, তত তথ্য-প্রমাণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সুতরাং আর দেরি নয়। এখনই কাজটি শুরু করতে হবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকান্ড আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত করার নীলনকশা। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই হত্যাকান্ড নিয়ে ক্ষমতাসীন তৎকালীন সরকারগুলো যে আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছিল সেটি প্রমাণ করে যে তারা সবাই পঁচাত্তরের হত্যাকান্ডের সুবিধাভোগী, হত্যাকারীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পাকিস্তানি ভাবাদর্শে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী।

লেখক : সাবেক অধ্যাপক
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

দুর্নীতিঃ প্রণোদনায়ও অনিয়মের ফাঁদ



এম হাফিজ উদ্দিন খান

করোনা-দুর্যোগে নানা খাতে অভিঘাতের ধাক্কা সামলে ওঠা কতটা কঠিন হবে, বিদ্যমান পরিস্থিতির মধ্যেই এর উত্তর নিহিত। জীবনের ক্ষয় তো এখনও চলছে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষয়ের ধারা থেকে বের হওয়া সম্ভব হয়নি। উৎপাদনশীল খাতে করোনার আঘাতে শুধু উৎপাদনেই বিঘ্ন ঘটেনি; এর প্রতিফলন হিসেবে বিপর্যস্ত হয়েছে মানুষের জীবিকা। আমাদের কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র বেসরকারি খাতে। কিন্তু বেসরকারি খাত করোনার ধাক্কা সামলে তো উঠতেই পারেনি, উপরন্তু নানামুখী প্রতিকূলতায় পড়েছে। কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্রটির বিবর্ণতা মুছতেই শুধু নয়, সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সরকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছিল। আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের নিরিখে এর পরিমাণ কম নয়। এই কলামেই লিখেছিলাম, সরকার ঘোষিত অর্থনৈতিক প্রণোদনার সুফল প্রকৃত ভুক্তভোগীরা কতটা পাবেন- এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত থাকা কঠিন। বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখা গেল ২৯ আগস্ট সমকালসহ অন্যান্য সংবাদমাধ্যমে।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) জরিপে উঠে এসেছে, দুর্নীতিবাজদের ঘুষের পাতা ফাঁদ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতার অভাব, জবাবদিহির পাট চুকে যাওয়া ও দুর্নীতিবাজদের কারণে দেশের ৭৯ শতাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই ঘোষিত এই প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ পায়নি! শুধু তা-ই নয়, বরাদ্দকৃত অর্থছাড়ের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল অনেকেরই উৎকোচ দাবির নগ্ন চিত্র উঠে এসেছে। আমরা দেখেছি, করোনা-দুর্যোগে স্বাস্থ্য খাতে কী ভয়াবহ অনিয়ম-দুর্নীতি একের পর এক ঘটেছে! দুর্যোগকে পুঁজি করে আমাদের সমাজে দুর্নীতিবাজদের উদরপূর্তি করার উন্মত্ততা নতুন কিছু নয়। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারি করোনাকালের ভয়াবহতায়ও অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে দৃশ্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় নানা রকম অসংগতি। একই সঙ্গে দেখা যায় স্বাস্থ্য খাতের প্রয়োজনীয় জরুরি উপকরণ-সামগ্রী কেনাকাটায় দুর্নীতির বিষদৃশ্য। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের শূন্য সহিষ্ণুতার অঙ্গীকার সত্ত্বেও দেশে নানা ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি যে ঘটছে, এর সর্বসাম্প্রতিক এই ঘটনা। সানেমের জরিপে দেখা গেছে, ২৯ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলরা প্রণোদনার অর্থ পেতে সরাসরি ঘুষের অভিযোগ করেছেন। কোনো কিছুই বলতে সম্মত হয়নি ৪৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলরা। তার মানে, তাদের এমনটি উচ্চারণের সাহস নানা কারণেই হয়তো নেই। ব্যবসা করতে পদে পদে হেনস্তার জন্য ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে যেমন; একই সঙ্গে নানা স্তরে সেবাগ্রহীতা অনেকেই ঘুষ-অনিয়ম-দুর্নীতির সরাসরি অভিযোগ ইতোমধ্যে কম জানাননি। হয়তো অনেকেই বিস্মৃত হননি, নিকট অতীতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ট্রেসের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঘুষের ঝুঁকি বেশি এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ব্যবসায়ী কিংবা শিল্পের কর্ণধারদের মহামারির ক্ষতি কাটিয়ে উঠতেই যেখানে শিল্প কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রণোদনা; সেখানে অর্থ ছাড়ের জন্য ঘুষ দাবির নির্লজ্জতা যারা দেখাল, তাদের চিহ্নিত করা এবং প্রতিকারে নিষ্ঠ হওয়া কি খুব দুরূহ? নেদারল্যান্ডসের একটি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন গবেষক শিক্ষক যৌথভাবে সেই দেশ ও ভিয়েতনামে এসএমই শিল্পের ওপর গবেষণা চালিয়ে জানিয়েছেন, চলমান বৈশ্বিক আর্থিক মন্দা কিংবা চরম সংকটের বিরূপ প্রভাব থেকে ভিয়েতনাম সরকার কীভাবে তাদের এসএমই শিল্পকে রক্ষা করেছে। দুর্যোগ কাটিয়ে সেখানে এই শিল্প আবার বিকশিত হওয়ার রাস্তা খুঁজে বের করেছে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের একাগ্রতা ও প্রাণবন্ত চেষ্টায়। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে। বিশ্বের দেশে দেশে করোনাউত্তর সবকিছু পুনর্জাগরণের নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বাস্তবায়নের জোরালো প্রচেষ্টা যেখানে বিদ্যমান, সেখানে আমাদের দেশের চিত্র কী? আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য দ্রুত অর্থছাড়ের পাশাপাশি ঋণের শর্ত শিথিলের বিষয়টি বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কতটা জরুরি- এ আর নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে না। বড় ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের পক্ষে বিপর্যয় মোকাবিলা করার শক্তি-সামর্থ্য কিংবা নানা রকম সুযোগের পথ অনেকটা কণ্টকমুক্ত হলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ঠিক ততটাই এর বিপরীত। আমাদের একদিকে যেমন রয়েছে বিপুল শ্রমশক্তি, অন্যদিকে বেকারত্ব। করোনা-দুর্যোগ কর্মহীনের সংখ্যাচিত্র আরও স্ফীত করেছে। আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকলেও এর প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তরের বৈষম্যমূলক দৃষ্টি। অথচ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প যদি যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেত, তাহলে অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে এর ভূমিকা হতো আরও ব্যাপক।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) জরিপে উঠে এসেছে, দুর্নীতিবাজদের ঘুষের পাতা ফাঁদ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতার অভাব, জবাবদিহির পাট চুকে যাওয়া ও দুর্নীতিবাজদের কারণে দেশের ৭৯ শতাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই ঘোষিত এই প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ পায়নি!

দেড় বছরেরও বেশি সময় আমরা করোনা-দুর্যোগে আক্রান্ত। এই দেড় বছরে দফায় দফায় লকডাউন, বিধিনিষেধসহ অন্যান্য ব্যবস্থা জনজীবন থমকে দিয়েছে। করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এর বিকল্পও ছিল না। এ কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেই চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। করোনাসৃষ্ট দুর্যোগ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে সরকারের ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ভুক্তভোগী কিংবা ক্ষতিগ্রস্তরা কতটা আসতে পেরেছেন; তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর পথই বা কতটা মসৃণ করা গেছে- সানেমের প্রতিবেদনেই এসব প্রশ্নের উত্তর নিহিত। মহামারির কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে উত্তরণের যে চেষ্টা, তাতে দুর্নীতিবাজদের হীনচেষ্টা সবকিছু ভন্ডুল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আমরা দেখেছি, যে কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাকে অসাধু-দুর্নীতিবাজরা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে কীভাবে মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, ঋণ বিতরণে যে অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে, এর দায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এড়াবে কীভাবে? কারণ এর তদারকি দায়িত্ব তাদের। তাদের নেতৃত্বেই প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনেই দেখলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এ ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে জানিয়েছেন, তাদের কাছে এ ধরনের কোনো অভিযোগ নেই। আমাদের সমাজে অভিযোগ অস্বীকার করার প্রবণতা দায়িত্বশীল অনেকেরই নতুন কিছু নয়। এর ফলে দুর্নীতিবাজরা আশকারা পায়; দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হয়। বাস্তবে হয়েছেও তাই। ঋণের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা, ঋণ বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছতার সঙ্গে চলছে কিনা এমন দেখভালের দায়দায়িত্ব যাদের, তাদের উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বালুতে মুখ গুঁজে থাকার কি কোনো অবকাশ আছে?

সানেমের গবেষণা প্রতিবেদনে আরও প্রকাশ, যারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ঘুষের দাবির পরিমাণ তাদের কাছেই বেশি। ঘুষ তো আছেই, পাশাপাশি নানামুখী জটিল প্রক্রিয়ার কারণে প্রণোদনার বাইরে রয়ে গেছে সিংহভাগ প্রতিষ্ঠান। অথচ সরকার ব্যবসায়ীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই ঘোষণা করেছিল প্রণোদনা প্যাকেজ। এখন সংগতই প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে- এই প্রণোদনা দিয়ে কী হবে? যাদের কারণে আজ এই বৈরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, তারা কি পার পেয়ে যাবে; উত্থাপিত অভিযোগ কি থেকে যাবে উপেক্ষিত- এসব প্রশ্নের উত্তরও প্রীতিকর নয়। আমরা বারবার বলছি, করোনা-দুর্যোগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সব ক্ষত সারিয়ে তুলতে গৃহীত প্রতিটি কার্যক্রম যাতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে এগোয়, তা-ই হলো গুরুত্বপূর্ণ। সর্বব্যাপ্ত করোনা দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সব খাতে গতি ফেরাতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সবার দায়বদ্ধতা-স্বচ্ছতা-জবাবদিহির বিকল্প নেই। বিশেষত প্রণোদনার অর্থ সহায়তা যাতে ভুক্তভোগীরা পান, তা নিশ্চিত করাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। সংগত কারণেই মানুষ ব্যয় সংকোচন করতে বাধ্য হয়েছে। কর্মহীনদের বিপন্নতা-বিপর্যস্ততার ছায়া প্রলম্বিত। এই দুঃসময়ে সরকার ঘোষিত প্রণোদনার অর্থ পেতে ভুক্তভোগীদের ঘুষ দিতে হয়েছে; পড়তে হয়েছে নানামুখী জটিলতায়। এর পরও যদি বিষয়টি থেকে যায় প্রতিকারহীন, তাহলে ক্ষতের ওপর ক্ষত আরও দগদগই করবে। এমনটি তো কাম্য হতে পারে না। দুর্নীতিবাজ, স্বেচ্ছাচারীদের অসাধুতা যেন কোনোভাবেই বরদাশত করা না হয়- জনপ্রত্যাশা এমনটিই।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

আমেরিকার শোচনীয় পরাজয়

মাসুম মুরাদাবাদী

২০ বছর দেশান্তরের পর আবারো তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতায় এসেছে। প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। তার তিন লক্ষাধিক সেনা ৯০ হাজার তালেবানের সামনে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আমেরিকা সরু গলির রাস্তা দিয়ে আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে গেছে। সেনা অপসারণের তারিখের দুই সপ্তাহ আগেই পুরো দৃশ্য বদলে গেছে। মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে ২০ বছর থাকল। এ সময়টা তাদের জন্য কঠিন পরীক্ষার ছিল। আমেরিকা এখানে ১৯০ লাখ কোটি টাকা (২.২৪ ট্রিলিয়ন ডলার) ব্যয় করেছে। হারিয়েছে কয়েক হাজার সেনা। কিন্তু বিশ্ব দেখল, যখন তারা এখান থেকে গেল, তাদের হাত খালি ছিল। আমেরিকা ২০০১ সালে তালেবানকে নাস্তানাবুদ করা এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক আফগানিস্তান নির্মাণের শপথ নিয়ে এখানে এসেছিল। কিন্তু এখন ২০২১ সালে তারা আফগানিস্তানকে সেই মানুষের হাতেই তুলে দিয়ে গেল, যাদের নিঃশেষ করে দিতে তারা চেষ্টার কোনো ত্র"টি করেনি। কারণটা স্পষ্ট। আমেরিকা একটি 'নিরাপদ' পথের খোঁজে ছিল। তারা এখান থেকে 'সসম্মানে প্রত্যাবর্তন'-এর অজুহাত খুঁজছিল যাতে বিশ্ব তাদের পরাজয় অনুভব করতে না পারে। কিন্তু সবাই খোলা চোখে দেখল, আমেরিকা এখানে এমন মার খেয়েছে ও পরাজয়ে চুরমার হয়েছে যেমনটা রাশিয়ার হয়েছিল। এটা আফগান জাতির ইতিহাস যে, তারা কখনো কারো দাসত্ব গ্রহণ করেনি। যে বড় শক্তি এই ভূখ"ে অসদুদ্দেশ্যে পা রেখেছে, এ এলাকা তাদের জন্য কবরস্থানই প্রমাণিত হয়েছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় মূল্য দিয়েছে সাধারণ জনগণ ও আমেরিকা ।ব্রাউন ইউনিভার্সিটির 'কস্ট অব ওয়ার' তথ্যানুযায়ী, এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত দুই লাখ ৪১ হাজার লোক মারা গেছে। তিন হাজার ৯৩৬ জন মার্কিন নাগরিক ও তিন হাজার ৫৮৬ মার্কিন বাহিনীর সেনা সদস্য মারা গেছে। এই যুদ্ধে আফগান বাহিনীর ৭১ হাজার ৩১৪ সেনা মারা গেছে। আমেরিকাকে এই লড়াইয়ের মূল্য দিতে হয়েছে ১৯০ লাখ কোটি টাকা (২.২৪ ট্রিলিয়ন ডলার)। তারা যুদ্ধের খরচের ওপর প্রায় ৪৫ লাখ কোটি টাকা সুদ দিয়েছে।

চার কোটি জনগণের আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রাদেশিক রাজধানী তালেবান দুই সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। বিশেষ কথা হচ্ছে, এবার কোনো রক্তপাত ঘটেনি। মনে হচ্ছে, সব কিছু একটি পরিকল্পনামাফিক হয়েছে। তবে তালেবানের প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই ওই সব শঙ্কা ও সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যা তালেবান শাসনের সাথে সম্পৃক্ত। অথচ তারা পেছনের ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি না করার ঘোষণা দিয়েছে। নারীদের সাথে নিয়ে কাজ করারও ঘোষণা দিয়েছে। এর পাশাপাশি সারা পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং নিজেদের ভূখন্ডকে কোনো দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে না দেয়ার কথাও তারা বলেছে। তালেবানরা আফগান প্রেসিডেন্ট ভবন (গুলিস্তান প্যালেস) দখল করার পর সাধারণ ক্ষমার ঘোষণাও দিয়েছে এবং নিজেদের সব শত্র"র দিকে বন্ধুত্বের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এবার তালেবানের প্রত্যাবর্তন ভিন্ন ধরনের। এ অঞ্চলের প্রভাবশালী শক্তিগুলো প্রথম দফাতেই তালেবানের মাথায় নিজেদের হাত রেখেছে। রাশিয়া, চীন ও পাকিস্তানের 'আশীর্বাদ ও প্রচেষ্টা' উভয়ই তাদের সাথে আছে। ভারতীয় নেতাদের জন্য আফগানিস্তানের ক্ষমতায় এই পরিবর্তন সুলক্ষণ মনে করা হচ্ছে না। এ জন্য মোদি সরকার এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি যে, তারা এ ব্যাপারে কী প্রতিক্রিয়া জানাবে। বিশ্লেষকদের ধারণা, আফগানিস্তানে তালেবানের প্রত্যাবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি ভারতেরই হবে। তারা সেখানে ১১ হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করে রেখেছেন। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার কোটি দিয়ে নির্মিত পার্লামেন্টের সেই আলিশান ভবনও রয়েছে, যেখানে তাদের গণতন্ত্রের সঙ্গীত বেজে ওঠার আশা ছিল। কিন্তু ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে সেই তালেবানের পতাকা উড়ছে, যাকে ভারত কখনোই পছন্দ করে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তালেবানই এখন আফগানিস্তানের মালিক হয়ে বসে আছে। গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, তারা এখন পর্যন্ত এমন কোনো বক্তব্য দেয়নি, যা ভারতের স্বার্থে আঘাত করে। এ জন্য এ বিষয়টি বেশ প্রয়োজন যে, ভারত যত দ্রুত সম্ভব হোক তালেবানের পক্ষ থেকে আসা বন্ধুত্বের প্রস্তাবে হ্যাঁ-বাচক জবাব দেবে। কেননা, যদি এ বিষয়ে ভারত অহেতুক দেরি করে, তাহলে তাকে এর ক্ষতি গুনতে হবে। আর ভারতের শত্র" এ পরিস্থিতির ফায়দা উঠিয়ে নিতে পারে।

এই বাস্তবতাকে কে অস্বীকার করতে পারে যে, আমেরিকাকে আফগানিস্তানে চরম নিকৃষ্ট পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ২০ বছর পর্যন্ত আফগানিস্তানের মালিক হয়ে থেকেছে তারা। আমেরিকার অসহায়ত্বের সবচেয়ে মারাত্মক দৃশ্য ছিল যখন তার দূতাবাসের কর্মকর্তাদের দূতাবাসের এরিয়াতে এক 'ল্যান্ডিং প্যাড' থেকে পালাতে হয়েছে। অথচ ৪০ দিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছিলেন, 'আফগানিস্তানে আপনারা এমনটি দেখবেন না যে, মানুষকে ছাদ থেকে এয়ার-লিফট করা হবে।' আফগান জাতি আবারো প্রমাণ করল, তারা দীর্ঘ দিন কারো দাসত্ব মেনে নিতে পারে না। আফগান জনগণ বিগত দুই শতাব্দী ধরে বিশ্বের বড় বড় শক্তিকে তাদের ক্ষমতা দেখিয়েছে। মূলত আজ থেকে দুই শ' বছর আগে যখন বড় শক্তিগুলো আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে, তখন থেকেই তারা এই দেশ ও এর জনগণের সাথে নির্মম আচরণ করে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থানকালে আফগানিস্তান এমন এক দেশ ছিল, যাকে তাদের একটি 'বাফার স্টেট' হিসেবে প্রয়োজন ছিল (Buffer State-একাধিক বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, যা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধের ঝুঁকি লাঘব করে)। ব্রিটিশরা আফগানিস্তানকে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য সেনা অভিযান চালায়। ওই অভিযানে আফগানরা মারাত্মক ধাক্কা খায়। তারপরও তারা সাহস হারায় না। আফগানিস্তানে সবচেয়ে মারাত্মক ধাক্কাটা দিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া, ১৯৭৯ সালে। রাশিয়ার লাল বাহিনী আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ করে সেখানে কমিউনিস্ট সরকার গঠন করেছিল। সাথে সাথেই আফগানিস্তান বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর রণাঙ্গনে পরিণত হয়। ১৯৮০ সালে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের সংগঠিত করে। তাদের ওপর অর্থ ও অস্ত্র 'বর্ষণ করে'। তালেবান গঠনে আমেরিকার ভূমিকা কেউ ভুলতে পারবে না। তালেবানের রক্তাক্ত আক্রমণের ফল দাঁড়াল যে, ১৯৮৯ সালে রাশিয়া আফগানিস্তান ত্যাগ করাকেই নিরাপদ মনে করল। আর এভাবে আফগানিস্তানে রাশিয়ার ১০ বছরের দখলদারিত্ব শেষ হলো। ১৯৯৬ সালে তালেবান কাবুলে তাদের পতাকা উড্ডীন করে এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহকে রাজপথে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। ২০০১ সালে আমেরিকা ও তার মিত্রজোট আফগানিস্তানে আক্রমণ শুরু করে এবং তালেবানের শাসনক্ষমতা শেষ করে দেয়। আমেরিকায় নাইন-ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলার পর আলকায়েদাকে দমন করার জন্য এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ ছিল আলকায়েদার বিরুদ্ধে যার মূলোৎপাটনের জন্য আমেরিকা আফগানিস্তানে চড়াও হয় এবং তাকে তছনছ করে দেয়। কিন্তু যে উসামা বিন লাদেনের সন্ধানে আফগানিস্তানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হলো, সে আমেরিকার হাতে ধরা পড়ল না। অনেকদিন পর এক বিমান হামলায় আমেরিকা পাকিস্তানে তাকে শেষ করতে সফলতা অর্জন করেছে।

পরিস্থিতি ওই সময় নতুন মোড় নেয়, যখন ২৯ ফেব্র"য়ারি, ২০২০ সালে আমেরিকা ও তালেবান একটি সমঝোতায় স্বাক্ষর করে। ওই সমঝোতায় আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনী পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। চলতি বছর ১৪ এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, আফগানিস্তানে বিদ্যমান সাড়ে তিন হাজার মার্কিন সেনা সেপ্টেম্বরের মধ্যে দেশে ফেরত আসবে। গত মাসে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের কর্মসূচি শুরু হয়। কয়েকটি এয়ারফিল্ড আফগান বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হলো। কিন্তু যে সময় তালেবান কাবুলে ঢুকেছে, ওই সময় ১০ সহস্রাধিক আফগান বাহিনী নিজেদের কামান ও ট্যাংক ফেলে দিয়ে আত্মগোপনে চলে যায়। এরা সেই 'বীর আফগান বাহিনী', যাদের অনেক পরিশ্রম করে আমেরিকা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। আফগানিস্তানে ক্ষমতার পালাবদলকে আমেরিকা ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো 'অবৈধ' অভিহিত করছে।

কিন্তু রাশিয়া, চীন ও পাকিস্তান 'তালেবান সরকার'কে মেনে নিয়েছে। চীনের বক্তব্য, তারা তালেবান সরকারকে সহযোগিতা করবে। রাশিয়ার বক্তব্য, 'তালেবান এখন আফগানিস্তানের বাস্তবতা। তাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক দৃঢ় করা হবে।' প্রকাশ থাকে যে, এরা সেই তালেবান, নিজেদের প্রথম যুগে কোনো বড় শক্তিই যাদের মেনে নেয়নি। শুধু কয়েকটি মুসলিম দেশই তাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু এখন যেভাবে তালেবান সমর্থন পাচ্ছে, তা এ কথার প্রমাণ দিচ্ছে যে, বিশ্বে তালেবানের আসল শক্তির অনুভব হয়ে গেছে। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ওই চার কোটি তালেবানি জনগণের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার, যাদের সবাই উপেক্ষা করেছে। তাদের এখন পর্যন্ত জাঁতাকলে পেষা হচ্ছে।

মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ ২২ আগস্ট, ২০২১ থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক : ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন





- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্ল্যাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

Khalil Biryani House

Khalil Biryani House





খলিলের খাবার দিয়ে আপনার অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক জমজমাট

HALAL

For Delivery
+1 646-763-5073

Khalil Halal Chinese
2062 McGraw Ave.
Bronx, NY 10462.
347 621 2884

Khalil Biryani House
1457 Unionpart Road
Bronx, NY 10462
718 409 6840

www.khalilsfood.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing [QA] Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
October 19, 2019	October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
November 16, 2019	November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

Injured in an Accident?

MAPQUEST US: 133-33 Brookville Blvd., Rosedale, NY 11422
PUBLIC TRANS: **E Train** to last stop in Queens, then Q5 Bus to Brookville Blvd and Merrick Blvd. Ask driver when to get off.
QUEENS: Cross Island Pkwy to Belt Pkwy to exit 24B-Merrick Blvd. turn left at light onto Merrick Blvd-Visitor Parking on RT.
BROOKLYN: Belt Pkwy East to exit 24A-130th Ave. turn LT onto Brookville Blvd, then at light trun RT onto Merrick Blvd, see above.
L.I.: Northern State West to cross Island Pkwy So. Then to Belt Pkwy to exit 24B-then follow Queens directions.
L.I.: Southern State Pkwy W to Belt Pkwy-exit 24B-follow Queens directions above.



FRANCISCO CASTILLO

Attorney at law

One Cross Island Plaza, Suite 116, Rosedale, New York-11422

Phone: 718-528-4424, Fax: 347-294-1055

E-mail: francisco@franciscocastillolaw.com







উৎসবমুখর পরিবেশে ব্রুকলীনে বাফস'র পথমেলা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশী-আমেরিকান ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি-বাফস ও ব্রুকলীনের ৬৬ প্রিসেঙ্কট কমিউনিটি কাউন্সিলের আয়োজনে পথমেলা। এটি ছিলো আয়োজকদের টানা ষষ্ঠবারের মতো আয়োজন। গত ২৯ আগষ্ট রোববার ব্রকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ এলাকায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় ছিলো সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাশেশী ছাড়াও ভিনদেশীদের ভীড়। খবর ইউএনএ'র।

স্থানীয় জনপ্রিতিনিধি, পুলিশ কর্মকর্তা ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী মেলাটি উপভোগ করেন। দুপুরে রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মেলার উদ্বোধক ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও কমিউনিটি নেতা গিয়াস আহমেদ। এসময় বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, বিশিষ্ট রাজনীতিক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, বাফস'র সভাপতি কাজী আযম, সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এস এম ফেরদৌস এবং মেলা কমিটির আহ্বায়ক শাহ নেওয়াজ ও সদস্য সচিব রফিকুল মাওলা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিস জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দিনভর আয়োজিত মেলায় ছিলো হরেক রকমের স্টল, খাবারের দোকান। ছিলো প্রবাসীদের আড্ডা, শুভেচ্ছা বক্তব্য আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুভেচ্ছা বক্তব্যে বক্তারা মেলা আয়োজনের প্রশংসা করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের অগ্রগতিতে সাফল্য কামনা করেন। বক্তারা বলেন, দিনে দিনে ব্রুকলীন তথা নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটি বড় হচ্ছে, মূলধারায় তাদের অংশগ্রহণও আশাব্যঞ্জক।

মেলায় নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বীওম্যান জেনিফার রাজকুমারী, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, এনওয়াইপিডি'র ব্রুকলীন সাউথ জোনের সাবেক প্রধান মি. স্কোল, ক্যাপ্টেন গ্রেনোওয়াটার, ক্যাপ্টেন করীম চৌধুরী, সার্জেন্ট রালফ পোষ্টটিগলিয়ন, কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্সের থমাস কোকলা, এনওয়াইপিডি'র অফিসার খন্দকার আব্দুল্লাহ ও রিও মৌ, ব্রুকলীন বরো হলের প্রতিনিধি দিলীপ চৌহান, ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নী অফিসের প্রতিনিধি রোপেজ রনজিত, এটর্নী পেরী ডি সিলভার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক লুৎফুল করীম, জসিম ভূঁইয়া, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আহসান হাবীব প্রমুখ আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন।

দিনব্যাপী আয়োজিত মেলার কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো রকমারী পণ্যের স্টল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশের কোকিল কণ্ঠী শিল্পী বেবী নাজনীন ছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে রানো নেওয়াজ, চন্দন চৌধুরী, শাহরীন সুলতানা, শাহ মাহ-বুব, কৃষ্ণ তিথি, কামরুজ্জামান বকুল, আলী মাহমুদ, শামীম সিদ্দিকী, খায়রুল বাসার, মোস্তফা অনিক রাজ, তৃনিয়া হাসান, আমান হোসেন এবং এটর্নী মঈন চৌধুরী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও ছিলো চারুকণ্ঠ শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীদের পরিবেশনা। মেলার মূল পর্ব সঞ্চালনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল।







সাহিত্য সাময়িকী

কোথাও কেউ নেই

নাসির আহমেদ

যে নদী বয়ে গেছে সুদূর নীলরেখা আকাশ ছুঁয়ে দূরে
শস্যমাঠ আর দৃষ্টিসীমা ছেড়ে নদী তো বয়ে যায় শুধুড়
তুমি সে নদীতীরে একাকী বসে বসে পথের শেষ খোঁজো!
কোথাও কেউ নেই! শুন্যে সাদাচিল, বৃত্ত আকাশের ধুধু!

কোথায় পারাপার? জলের সংসারে পারের তৃষ্ণায় একা
ভিড়ের মধ্যেও মানুষ বড় একা! খুঁজছে একজন কেউ
আসুক এই নীল নির্জনতা থেকে ওপারে নিয়ে যাক, সঙ্গী
আসে না কেউ কারো নির্ভরতা হয়ে ডাকছে শুধু ধুধু মহাঢেউ!

ভোরের সোনারোদ, আহা কী সুন্দর! মায়াবী যেন রাজকন্যা
দিয়েছে হাতছানি, তুমি তো সেই ডাকে মুগ্ধ বিহ্বল ছুটছো!
সোনালি রোদ হলো তপ্ত ধুধু দাহ,
আসছে ধীরপায়ে সন্ধ্যা
গোধূলি মায়া তার রঙের জাল ফেলে, সান্ধ্যফুল তুমি ফুটছো!

রাতের ঝিঁঝিঁডাকা স্মৃতির হাত ধরে সময় শুধু টেনে নিচ্ছে...
কোথায় পারাপার, কোথাও কেউ নেই! জ্বলবে বুকে শুধু ইচ্ছে।

পান করে মৃত্যুর আরক, চলে যাব

নূরুল হক

এখন পড়ন্ত বেলা। ফিরে দেখি পেছনের দিন
মৃত্যু মৃত্যু খেলা আঁখি পটে ভাসে স্মৃতির কঙ্কাল
যারা ছিল খুব কাছে তারা আজ অতি অর্বাচীন
ছেড়ে যাব সবকিছু পড়ে রবে সুপ্ত মহাকাল।

তোমাকে কখনো আর ডাকিব না ইশারা ইঙ্গিতে
বিজয় নিশান আর উড়াব না সমরে সম্মুখে
হিমের আগুন বুঝি বহিবেনা আসন্ন এ শীতে
যৌবনের কল্লোলিত ঢেউগুলো ভাঙ্গবে না বুকে।

আমার অর্জন বলে কিছু নেই শূন্যতায় ভরা
লেখাজোখা কল্প কথা অকর্মণ্য বাহক ধারক
ছিল না বসন্ত কভু। সারাবেলা সাহারার খরা
তবুও প্রসন্ন আছি। পান করে মৃত্যুর আরক

চলে যাব বেলা শেষে হাস্যোজ্জ্বল প্রভূর হুকুমে
প্রত্যাশা করি না কোন দিনক্ষণ যদি থাকি ঘুমে।

সর্বনাশ

জেবুন্নেছা জোৎস্না

হতে চাইলে তুমি পরিযায়ী মেঘ-
আমি সারসের চঞ্চুতে ধাবমান,
ভেসে গেছি অস্থির আবেগ।
পিপার্সাত তোমার আঁজলায় জল-
অথচ দেখলে না নয়নের সার্শীতে
আজন্ম করছি কেমন টলমল।

তুমি সূর্যদয়ের অমল- কোমল ভোর,
ঘাসের ডগায় শিশিরে জমা
আমি তার ক্ষণজন্মা নিস্পাপ আদর।
দু-হাত প্রসারিত তোমার উদার আকাশ,
শুধু দেখোনি অতি উচ্চতায়
বাজপাখির একাকী, গোপন দীর্ঘশ্বাস।

তুমি চাইলে জড়াতে নাতিশীতোষ্ণ উষ্ণতা
সূর্যের প্রোটন ধ্বসে হিমালয়ের হিমবাহে
আমি রচেছি তোমার নিভৃত মৌনতা।
তুমি চাও না অযথা- অকারণ যুদ্ধ-
নিহারীকার রুদ্র লালে নেবুলা আমি,
আজন্ম তোমাতেই কেবল থাকি মুগ্ধ!

তোমার মৌসুমে শস্য অষ্টাদশী বারোমাস
নার্সিসাস নই আমি- প্রেমিক যে,
এড্রিনালের হ-য-ব-র-লের মাসূলে,
আমি তোমার ছায়া সর্বনাশ!

বৃষ্টির শব্দে

দিলারা হাফিজ

বৃষ্টির বেহাগে যাচ্ছে হারিয়ে আকাশ,
আকাশ আমার স্নিগ্ধদীপ মা-জননী,
তবু যে হারিয়ে যাচ্ছে পুষ্পগন্ধভরা আমার বিকেলগুলো,
ঐযে ভেসে যাচ্ছে দূরে দিকচিহ্নহীন আমার মা,
এক পেছে শাড়ি পরা মেঘের মায়েরা
যেমন হারিয়ে যায় জল-বিদ্যুতের ঐ আড়ালে,
মায়ের শাড়ির আঁচলের ভাঁজ থেকে
আমি তার গন্ধ অনুসরণ করছি,
খুঁজে মরছি বিহবলতা,

ধর্মসিদ্ধির এই ভেজা বাতাসে আমি ভয় পাচ্ছি,
রিমঝিম করে কাঁপছি বাদলা দিনের মতো
মুহূর্তেই মিথ্যে এক ভয়ের ময়ানে
কাঁচের একটি ঘর বানিয়ে সেখানে
আমি ঢুকে ঠায় বসে আছি,
যেনবা শামীম শিকদারের ভাস্কর্য,
সশব্দ সলিল উচ্চারণে কিছু বলা ঠিক হবে কিনা
বুঝতে যে পারছি না আর আমি মোটে
আমাকেই চুরমার করে সো সো বাতাস
বয়ে যাচ্ছে হতভম্ভ এক কলাগাছে
একদিন মায়ের জরায়ুতে ঢুকে যেমন নিশ্চুপ শুয়ে-বসেছিলাম
আজো তাই আছি ডেটলের গন্ধ শুকে
জন্মান্ধঋণের বোঝা কাঁধেই রইলো পূর্বাপর
শোধ করা হলো না যে কিছু...

আমার এ অধরোষ্ঠ খুঁজে পাচ্ছে না তার দুগ্ধবিনীত স্তন
মা-গন্ধকাতর সেই বুকের সাহস কোথায় গো?
কোথায় বা তার ভালোবাসাময় তিথি ও অতিথি
অথচ সতৃষ্ণ দৃষ্টি তার খুঁজে ফিরছে সব সন্তানের মুখ
স্তন্যঋণে পেলেছেন যাদের পরম সযতনে
সেই মুখগুলো সব শাদা কাগজের নৌকা,
তারাও অদৃশ্যে লুপ্ত- অচেনা বাতাসে বড্ড ক্লান্ত।

এ কেমন অদ্ভুত আঁধার, খুনীর মতো রাত্রি-দিন,
দু'চোখে এমন কালো দুঃখ-পোড়া শোক,
যখন তার বিদায়ের সময় ঘন হয়ে আসে-
আলোহীন অন্ধকার সরের মতো;
আহা, মা, মাগো, মা...আমার...

সেঁজুতির জন্য মন কাঁদে না

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

আজকাল কোনোকিছুতেই আর জল পড়ে না.....
বিশ্বস্ত রাত যেদিন প্রথম আজানুলম্বিত হয়েছিলো
এমন ভাব করেছিলো যে, সে আর কোনোদিন বুঝি
শেষ হবে না; সেদিন জল একটু টলমল হয়েছিলো বটে
তবে আমার প্রিয় গড়াই নদীর মতো উতলা হয়নি!

এই স্বার্থপর শহরের কাছে আমার কোনো ঋণ নেই
আমি বরং ভুলে গেছি আমার সেঁজুতির ভালোবাসা
শিখে গেছি খাঁচার পাখির মতো ভালো থাকা.....
এখানে শিশির ভেজা রোদ আর খদ্দরে ঘষাঘষি নেই
জন্মের পূর্বে যেমন ছিলাম, এখনও আমি আছি সেই!

তবুও মুছতে চায় না করপুটে লেগে থাকে আগামি
জন্মের দাগ, সেঁজুতি এখনও বুঝতে চায় না প্রবাদ;
বুঝতে চায় না হিমশৈলের সাথে পাহাড়ের কেনো
লেগে আছে এতোদিনের বিবাদ...!!

ছায়াঘন মেঘের ছাইরঙে হিরন্ময় স্পর্শ

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

কথা ছিল এই আষাঢ়ে তুমি আসবে
অথচ শ্রাবণ চলে গিয়েছে আশ্বিনেও তুমি নেই,
কনকনে শীতল বাতাস অগ্রহায়ণের শেষে
জ্বলা খড়কুটার ধোঁয়াছড়ানো সন্ধ্যা
বিমর্ষ বদনে অন্ধকারে এগিয়ে যায়।

শীতের বাতাসে মিষ্টি উষ্ণতার আলিঙ্গন
অপেক্ষার বেঞ্চিতে মৃদু শিহরণ তুলে।
আশার আলো থেমে থাকে না স্বপ্নিল আত্মবিশ্বাসে,
বেঞ্চের নিচে আধমরা ঘাসগুলোও
শেষাবধি বাঁচতে চায় আলোর প্রত্যাশা নিয়ে
মৃত্যুর কোলে ঢলতে ঢলতে।

প্রাপ্তিতেই জীবনের সুখ পাখির মত ডানা মেলে
দিগন্তে হারিয়ে যেতে চায়,
প্রিয়কে প্রিয়তম করে উজাড় করতে চায়।
পথ চাওয়ার আনন্দে চেয়ে থাকার কৌতূহল
তাজমহলকেও হার মানায়
যে মহল দিনের আলোয় উদ্ভাসিত
রাতের কালোয় বিমোহিত!
অপেক্ষা ভালো লাগে, আরো ভালো লাগে
আশায় আশায় যে অপেক্ষার শেষ নেই।

মেঘেডাকা সূর্যের লুকানো মুখের দীপ্ত হাসি
ছায়াঘন মেঘের ছাইরঙে হিরন্ময় স্পর্শ যখন
আকাশকে স্নিগ্ধ হতে আকুল করে।
মেঘ সরে গিয়ে আকাশের গায়ে
রেখে যায় অনুরাগের অবারিত চাদর,
পাখিদের ডানায় দোলানো মনভোলানো নীলাম্বর
সমুদ্রকে আলিঙ্গনে জড়ায়, খুশিতে উদ্বেলিত জলধি
ছড়ায় বাতাসের আর্দ্রতা অপেক্ষা শেষে
বিনিদ্র বিনম্রতায় ঢেউ খেলানো বিছানায়।

স্বপ্নগুলো সাপের মতোন শুয়ে আছে

মামুন সুলতান

থান কাপড়ের মতো লম্বা স্বপ্নগুলো ভাঁজ করে
বালিশের নিচে রাখি
ইস্ত্রি করা হয়ে গেলে ভাঁজ খুলে দেখি
আধমরা স্বপ্নগুলো কুন্ডলী পাকানো
সাপের মতোন শুয়ে আছে

আমার সমূহ স্বপ্ন আমার বুকে ছোবল মারে
আমার রক্তে বাহিত হচ্ছে বিষের কণিকা
দীঘল রজনী জেগে আঙুলের গিরায় গিরায়
যেসব স্বপ্ন গুনেছি তাতে জমেছে আগুনের ঠোসা

রইদের রকমারি রোদনে আমিও ঘেমে যাই
চিরচেনা মুখগুলো উলটো পথে চলে যায়
আমার স্বপ্নের মতো তারাও কি বেইমান?

আমার বুকে ছোবল মেরে কী সুন্দর দাঁড়িয়ে যায়
ইমাম ছাবের পিছে নামাজের শেষ কাতারে

স্বপ্ন আর বন্ধুগুলো মিশে যায় সাপের মহলে
শেষযাত্রায় আমি শুধু তাসবির দানায়
রাব্বি নাফসি রাব্বি নাফসি জপে যাই
জপে যাই
জপে যাই।



WE WERE THERE, WE REMEMBER

THE NEW YORK CITY DEPARTMENT OF CORRECTION HONORS OUR MEMBERS OF SERVICE WHO PARTICIPATED IN THE 9/11 RESCUE AND RECOVERY EFFORTS

—THE NEW YORK CITY DEPARTMENT OF CORRECTION—



স্ত্রীদের সম্পর্কে মুখ খুললেন অপূর্ব

(প্রথম পাতার পর)

দেওয়ান। গত ১ সেপ্টেম্বর বিয়ে আর ২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর একটি কমিউনিটি সেন্টারে সীমিত পরিসরে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

এর মধ্যে নেটিজেনদের মধ্যে উঠে নানা তর্ক-বিতর্ক। যার সূত্রপাত ঘটে অপূর্বর প্রাক্তন স্ত্রী নাজিয়া হাসান অদিতির সূত্র ধরে। কারণ অপূর্বর বিয়ের দিন অদিতি এক ফেসবুক পোস্টে জানান, অপূর্ব-শাম্মার এই বিয়ে চার বছরের পরকীয়ার ফসল!

অন্যদিকে প্রকাশ্যে আসে, অপূর্ব-অদিতির বিচ্ছেদের পরপরই অদিতি বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর সেটি ছিল অদিতির পরকীয়ারই ফসল! এমনকি অপূর্ব-অদিতির সংসারও ভাঙে এই প্রেমের কারণেই!

এমন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করার প্রয়াসে এবার মুখ খুললেন অপূর্ব। এক ফেসবুক পোস্টে এই অভিনেতা বলেন, 'আমার সমস্ত ভক্ত, দর্শক ও শুভানুধ্যায়ীদের আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি আমার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেছি। শাম্মা দেওয়ান আমার স্ত্রী, তাকে নিয়েই আমার এই যাত্রা। আমার এই নতুন জীবনের শুরুতে আপনাদের ভালোবাসা আমাকে আপ্লুত করেছে। কিন্তু আমার এবং শাম্মার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে কিছু কিছু অমূলক মন্তব্য আমার নজরে এসেছে যা সম্পূর্ণরূপে অসত্য ও ভিত্তিহীন।'

পরকীয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে এই নায়ক বলেন, 'আমার এবং আয়াশের মায়ের আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ হয়ে গেছে ২০১৯ সালে যদিও তা গণমাধ্যমে পরে প্রকাশিত হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা এই বিষাদময় অধ্যায়ের পর সময় নিয়েছি, ভেবেছি এবং নিজ নিজ পরিবারের সঙ্গে আলাপেও গেছি। আমরা দু'জনই প্রাপ্ত বয়স্ক। আমরা একজন আরেকজনের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই আমাদের নিজেদের জীবন পথ বেছে নিয়েছি।

তবে আমি খুবই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, আয়াশের মায়ের নতুন জীবনের সংবাদ প্রকাশের পর অনেকেই তাকে অপবাদ দিয়েছেন এই বলে যে, তিনি নাকি পরকীয়া করে বিয়ে করেছেন। আমি এটি নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, এই ধরনের তথ্য একেবারেই মিথ্যা। আমাদের সবাইকে আপনারা আপনাদের প্রার্থনা ও শুভকামনায় রাখবেন। ভালোবাসা রইল্'

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে অভিনেত্রী প্রভাকে বিয়ে করেছিলেন অপূর্ব। পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে বিচ্ছেদ হয় তাদের। ওই বছরই ১৪ জুলাই পারিবারিকভাবে নাজিয়া হাসান অদিতিকে বিয়ে করেন এই অভিনেতা।

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ৯ বছরের সংসারে ইতি টানেন অপূর্ব-অদিতি। ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে ২০২০ সালে বিচ্ছেদের খবর জানান অদিতি। অপূর্ব-অদিতি দম্পতির আয়াশ নামে একটি পুত্রসন্তান আছে।

বিসির রিপোর্টে কেমন আছেন

(প্রথম পাতার পর)

বিবিসিতে গীতা পান্ডের লেখা এক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। এতে তিনি আরো লিখেছেন, গত মাসে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের একদল মানুষ একজন মুসলিম পিতাকে নির্যাতন করছে। এ সময় ভয়ে তার ছোট্ট মেয়েটি তাকে আর প্রহার না করার আকুতি জানাচ্ছে। হতাশাজনক এই ফুটেজে দেখা যায়, উত্তর প্রদেশের কানপুর শহরের রাস্তায় ৪৫ বছর বয়সী একজন রিক্সাচালককে প্যারেড করানো হচ্ছে।

এ সময় তাকে প্রহার বন্ধ করতে চিৎকার করে কান্না করছে তার ছোট্ট মেয়েটি। হামলাকারীরা ওই মুসলিম রিক্সাচালককে 'হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ' অথবা ভারত দীর্ঘজীবী হোক, জয় শ্রীরাম বা প্রভু রামের জয়- এসব স্লোগান দিতে বলে। ওই ব্যক্তি এসব স্লোগান দেয়া সত্ত্বেও তাকে প্রহার করতেই থাকে তারা। আক্রমণের শিকার ওই মুসলিম এবং তার মেয়েকে উদ্ধার করে পুলিশ। এ হামলার জন্য গ্রেপ্তার করা হয় তিনজনকে। তবে পরের দিনই তাদেরকে জামিনে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এর কয়েক দিন পরে আরো একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। তাতে দেখা যায়, চুড়ি বিক্রেতা একজন মুসলিম তসলিম আলিকে থাপড়, লাথি ও ঘুষি মারছে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোক। এ ঘটনা ঘটে মধ্য প্রদেশের ইন্দোরে। প্রহার করতে করতে তাকে ভবিষ্যতে হিন্দুদের এলাকা থেকে দূরে থাকার সতর্কবার্তা দেয়। পরে পুলিশের কাছে দেয়া অভিযোগে তিনি বলেন, তাকে ৫ থেকে ৬ জন ব্যক্তি প্রহার করেছে। এ সময় হিন্দুপ্রধান এলাকায় চুড়ি বিক্রির জন্য সাম্প্রদায়িক আঘাত দিয়ে কথা বলেছে। তার অর্থ, মোবাইল ফোন ও কিছু ডকুমেন্ট তারা ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। পরেরদিনই হামলাকারীদের ১৩ বছর বয়সী একটি কন্যাকে তসলিম আলি যৌন নির্যাতন করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়। এই অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই অভিযোগ তার পরিবার ও প্রতিবেশীরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তসলিম ৫ সন্তানের পিতা। তিনি এ কাজ করতে পারেন, এটা তারা মোটেও বিশ্বাস করেন না। ভারতীয় প্রেসে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, তসলিমকে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে প্রহার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে কন্যার ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ সাজানো হয়েছে। আগস্টে মুসলিম বিরোধী সহিংসতার কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত এই হামলার দু'জন। একই রকম অনেক হামলার রিপোর্ট পাওয়া যায় বিভিন্ন সময়ে এবং সেগুলো সংবাদ শিরোনাম হয়। মার্চে ১৪ বছর বয়সী একটি মুসলিম বালক হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ করেছিল পানি পানের জন্য। এ অপরাধে তাকে ভয়াবহভাবে প্রহার করা হয়েছে। জুনে হিন্দু প্রধান এলাকায় ফল বিক্রি করতে যাওয়ার অপরাধে একজন ফেরিওয়ালে দিল্লিতে প্রহার করা হয়েছে।

গত তিন বছর ধরে ভারতীয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে হামলাকে ডকুমেন্ট আকারে ধারণ করছেন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক আলিশান জাফ্রি। তিনি বলেন, ব্যাপক সহিংসতা হচ্ছে। এর ব্যাপকতা যেন সাধারণ বিষয়। মেনেও নেয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, প্রতিদিন তিনি এমন তিন থেকে চারটি ভিডিও ধারণ করেন। এর মধ্যে একটি বা দুটি যাচাই করে তবেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন।

সমালোচকরা বলেন, ধর্মীয় বিরোধ ভারতে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। ২০১৪ সালের পর মুসলিম বিরোধী সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দিল্লি ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক প্রফেসর তানভীর ইজাজ বলেন, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা নয়। তবে ক্ষমতাসীনদের কারণে তা বেড়েছে এবং রাজনৈতিক মোবিলাইজেশনের জন্য তা বেড়েছে। সব সময়ই অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ এবং জাতিগত জাতীয়তাবাদের দ্বারা এখন এর কিছু অংশের প্রকাশ ঘটেছে।

গীতা পান্ডে আরো লিখেছেন, মোদির প্রথম মেয়াদে ক্ষমতার সময়ে মুসলিম নির্যাতনের ঘটনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে কথিত 'কাউ ভিজিল্যান্টিস' ইস্যুতে এই হামলা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেউ গরুর মাংস খেয়েছেন অথবা কেউ গরু পাচারের চেষ্টা করেছেন অথবা গরু জবাই করেছেন- এমন অভিযোগে হামলা হয়েছে। ওইসব হামলার কোনো নিন্দা জানাননি প্রধানমন্ত্রী। দ্রুততার সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এর নিন্দা না জানানোর সমালোচনা হয়েছে। বিজেপির সিনিয়র নেতা প্রকাশ জাভেদকর বিবিসিকে বলেছেন, সরকার বিশ্বাস করে কাউকে এভাবে প্রহার করা খারাপ। তবে রাজ্যে আইন শৃংখলা একটি বিষয়। এটা তাদের মেনে চলা উচিত। এ পর্যায়ে তিনি মুসলিমদের ওপর হামলার বিষয়ে মিডিয়াকে দায়ী করেন পক্ষপাতী এবং সেলেক্টিভ জার্নালিজমের জন্য। তিনি বলেন, সরকারি হিসাবে ২০০ মানুষের ওপর হামলা হয়েছে। তার মধ্যে ১৬০ জনই হিন্দু। সব ধর্মের লোককেই টার্গেট করা হয়েছে। তবে এসব ডাটা কোথায় পাওয়া যাবে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছুই বলতে পারেননি। কারণ, ভারতে এসব ডাটা সংগ্রহ করা হয় না।

২০১৯ সালে একটি ফ্যাক্ট-চেকার ওয়েবসাইট হিসাবে কষে দেখেছে যে, ভারতে যে ঘৃণাপ্রসূত অপরাধ হয় তার মধ্যে গত ১০ বছরে যারা এর শিকার, তার শতকরা ৯০ ভাগের বেশি হলেন মুসলিম। অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও হামলাকারীদের কোনো শাস্তি হয়নি। কারণ, তারা মোদির বিজেপির রাজনৈতিক ছায়া উপভোগ করে। পক্ষান্তরে মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যার জন্য অভিযুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের আটজনকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেছেন সরকারের একজন মন্ত্রী। বিরোধী কংগ্রেস দলের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমন্বয়ক হাসিবা আমিন বলেন, এমন হামলা বর্তমানে ভারতে অনেকটা সাধারণ হয়ে উঠেছে। এর একমাত্র কারণ, অভিযুক্তরা দায়মুক্তি পায়। এখন তো মূলধারায়ই ঘৃণা। এর ফলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হামলাকে প্রলুব্ধ করে। হামলার জন্য ঘৃণাপোষণকারী ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করা হয়।

সমালোচকরা বলেন, ২০১৯ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসেন মোদি। সমালোচকরা বলেন, তখন থেকে মুসলিম বিরোধী সহিংসতা বিস্তৃত হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। অনেক সময় এই সহিংসতা শারীরিকভাবে করা হয় না। গত বছর ভারতে করোনা দেখা দেয়। এই ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মুসলিমদের দায়ী করেন মোদি সরকারের মন্ত্রীরা, দলীয় সহকর্মীরা এবং হিন্দু নেতারা। এরপর আসে 'রুটি জিহাদ'। অভিযোগ তোলা হয়, মুসলিমরা হাতে যে রুটি প্রস্তুত করেন তার মাধ্যমে হিন্দুদের মধ্যে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়া হয়।

সম্প্রতি কিছু রাজ্যে 'লাভ জিহাদ'কে খর্ব করতে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনকে ব্যবহার করে হিন্দু ধর্মের কোনো যুবতীর সঙ্গে মুসলিম যুবকের প্রেম হলে বা বিয়ে হলে ওই মুসলিমকে হয়রানি করা হয় অথবা জেলে পাঠানো হয়। মুসলিম যুবকের সঙ্গে বিয়ের পর একজন অন্তঃসত্ত্বা হিন্দু যুবতীকে জোর করে তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা রাখা হয়। এক পর্যায়ে ওই যুবতীর গর্ভপাত হয়েছে। এ বিষয়টি সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। মুসলিম নারীদেরও ছেড়ে দেয়া হয় না। জুলাইয়ে তাদের কয়েক ডজন দেখতে পান, অনলাইনে তাদেরকে বিক্রির বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। মে মাসে কংগ্রেস পার্টির মিস আমিন সহ তাদের অনেককে 'নিলামে' বিক্রির জন্য তোলা হয় অনলাইনে।

গত মাসে বিজেপির সাবেক একজন নেতা দিল্লিতে র‍্যালি আয়োজন করেন। তাতে অংশগ্রহণকারীরা মুসলিমদের হত্যা করতে হবে বলে স্লোগান দেয়।





সিলেট-৩ আসনে নৌকার প্রার্থী বেসরকারিভাবে বিজয়ী

(প্রথম পাতার পর)

২০২১ । পাঠের সময় : ২.১ মিনিট

সিলেট-৩ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হাবিবুর রহমান হাবিবকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৮ টায় রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আসা ১০৮ টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ৬৫ হাজার ১০১ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন তিনি। তার প্রাপ্ত ভোট ৮৯ হাজার ৭০৫। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাপার আতিকুর রহমান আতিক (লাঙ্গল) প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ২৪ হাজার ৬০৪ টি।

ইভিএম পদ্ধতিতে জটিলতা, ভোটার উপস্থিতি কম ও প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রার্থীর এজেন্টকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগের মধ্যদিয়ে সিলেট-৩ আসনে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এই আসনের উপনির্বাচনে অপর দুই প্রার্থী ছিলেন বিএনপির বহিষ্কৃত প্রার্থী শফি আহমদ চৌধুরী (মোটরগাড়ি) এবং বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী যুক্তরাজ্য প্রবাসী জুনায়েদ মোহাম্মদ মিয়া (ডাব)।

শনিবার সকাল ৮টায় ভোট শুরু হয়ে বেলা ৪ টায় ভোট গ্রহণ শেষ হয়। প্রথমবারের মতো এ আসনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট গ্রহণ করা হয়। তবে ভোট গ্রহণের শুরুতে কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল কম। বেশিরভাগ কেন্দ্র ছিল প্রায় ফাঁকা। তবে যেসব কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি ছিল সেগুলোতে পুরুষের চেয়ে নারী ভোটারের সংখ্যা বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে ভোট দিতে এখনো মানুষ অভ্যস্ত না থাকায় ভোট দিতে মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয় বলে অভিযোগ করেছেন সিলেট-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী, সাবেক সাংসদ ও বিএনপির বহিষ্কৃত কেন্দ্রীয় নেতা শফি আহমেদ চৌধুরী। দুপুরে ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ অভিযোগ করেন। ভোটের আগে ইভিএম নিয়ে ভোটার ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, মানুষ ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট দিতে অভ্যস্ত নয়। তিনি নিজেও জানতেন না ইভিএমের মাধ্যমে কিভাবে ভোট দিতে হয়। অনেক পোলিং অফিসারও ইভিএম বুঝেন না।

এদিকে, উপনির্বাচন নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী আতিকুর রহমান আতিক। মারধর করে এজেন্টকে বের করে দেওয়া, ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোটারদের ফিরিয়ে দেওয়া ও কোনো কোনো কেন্দ্রে লাঙ্গলের ভোটারদের জোরপূর্বক নৌকায় ভোট দিতে বাধ্য করার অভিযোগ তুলেন তিনি। আতিক জানান, ফেঞ্চুগঞ্জের ৭টি কেন্দ্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দখল করে নেন। ভোটারদেরও মারধর ও ভয়ভীতি দেখিয়ে কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

গত ১২ মার্চ সাবেক সংসদ সদস্য মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে আসনটি শূন্য হয়। এরপর করোনার কারণে কয়েক দফা তারিখ পরিবর্তন হয়। আসনটিতে আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে মোট ৪ জন প্রার্থী লড়ছেন। সিলেটের দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ উপজেলার একাংশ নিয়ে আসনটি গঠিত। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৫২ হাজার। মোট ১৪৯টি কেন্দ্রে প্রায় সাড়ে তিন লাখ ভোটারের ভোট দেওয়ার কথা। সবকটি কেন্দ্রেই ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ হবে।

৪০ বছর ঘুমান না এই নারী

(প্রথম পাতার পর)

ঘুম আসে না অনেকের। জেগে থাকেন গভীর রাত পর্যন্ত। অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পেতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। তবে কেউ টানা কয়েক বছর একদম ঘুমালে সেটা অবাক করার মতো ঘটনা বৈকি।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীনের হেনান প্রদেশের বাসিন্দা লি ঝানাইং টানা ৪০ বছর এক সেকেন্ডের জন্যও ঘুমাতে পারেননি। ৫ বছর বয়সে শেষবারের মতো ঘুমিয়ে ছিলেন ৪৫ বছর বয়সী এই নারী।

লি ঝানাইংয়ের স্বামী লিউ সুকুইন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, বিয়ের পর থেকে তিনি তার স্ত্রীকে ঘুমাতে দেখেননি। সময় কাটানোর জন্য তার স্ত্রী রাতের বেলা ঘরের কাজ করেন বলে জানিয়েছেন লিউ সুকুইন। এমনকি স্ত্রী যেন ঘুমাতে পারেন এ জন্য ঘুমের ওষুধও কিনে দিয়েছেন লিউ সুকুইন। কিন্তু সেসব কোনো কাজেই আসেনি।

তবে এই সমস্যার পরও প্রতিবেশীদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় লি ঝানাইং। প্রতিবেশীদের অনেকেই রাতে লি ঝানাইংয়ের সঙ্গে তাস খেলতে আসেন। তবে তারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও জেগে থাকেন লি ঝানাইং।

নিজের এই অদ্ভুত রোগ নিয়ে গত কয়েকবছরে অনেকবার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছেন লি ঝানাইং। তবে চিকিৎসকরা তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই খুঁজে পাননি। তবে সম্প্রতি বেইজিংয়ের একটি মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসকরা তার এই চার দশক ব্যাপী না ঘুমানোর রহস্যের সমাধান করেছেন।

ওই মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসকদের একটা দল বিশেষ সেন্সরের সাহায্যে ৪৮ ঘণ্টা তাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন। ৪৮ ঘণ্টা লি ঝানাইংয়ের ব্রেনওয়েড পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পান তিনিও আসলে ঘুমান। কিন্তু তার ঘুম সাধারণ মানুষের মতো নয়। সাধারণ মানুষ যেমন বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে ঘুমায়, লি বিছানায় না শুয়ে কিংবা চোখ বন্ধ না করেও ঘুমাতে পারেন। এমনকি স্বামীর সঙ্গে কথা বলার সময়ও লি ঝানাইং হালকা ঘুম সেরে নেন বলে তার ব্রেনওয়েড বিশ্লেষণ করে দেখেছেন চিকিৎসকরা।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্‌স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম. এম., বিএস-সি (অনার্স) এম.এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরাহ বুকিং চলছে।
ফ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সারওয়ে-এর অর্থডক্স উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place	70-17 37th Avenue
(Across the Fulton St.)	(Betw. 70 & 71st Street)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)	East Side of BQ Express Way
Brooklyn, NY 11216	Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100	Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112	Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating · Inspiring

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: **www.sonaliexchange.com**

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

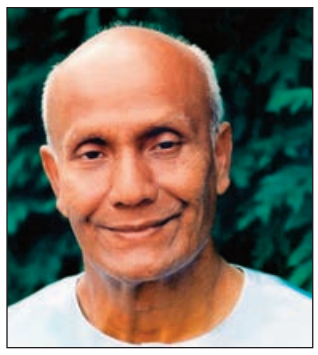
ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন



নিউইয়র্কে বাঙালি ধ্যান সাধক শ্রী চিন্ময়ের ৯০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

দিমা নেফারতিতি : নিউইয়র্কে সম্প্রতি উদযাপিত হল বিশ্বখ্যাত বাঙালি ধ্যান সাধক শ্রী চিন্ময়ের ৯০তম জন্মবার্ষিকী। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ড় থেকে নিউইয়র্কে এসেছিলেন তাঁর শিষ্য এবং অনুসারীবৃন্দ। নিউইয়র্কে শ্রী চিন্ময় সেন্টারের সদর দপ্তর এ উপলক্ষ্যে আয়োজন করে দু'সপ্তাহব্যাপী বর্নিল অনুষ্ঠানের। মহাযোগী শ্রীচিন্ময়ের লেখা গান, কবিতা, চিত্রপ্রদর্শনী এবং বহুমাত্রিক ধ্যান সভা'র মধ্যে দিয়ে পালিত হয় এই উৎসব।



বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাষ্ট্র নায়ক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, লেখক, দার্শনিকবৃন্দ শ্রী চিন্ময়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান শ্রীচিন্ময় সেন্টারের বর্তমান কর্নধার রঞ্জনা ঘোষ এর কাছে। শুভেচ্ছা বার্তায় সকলেই উল্লেখ করেন, "বাংলা ও বাঙালির মানবিক মায়া, মমতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক মূর্ত প্রতীক শ্রীচিন্ময়।

শ্রী চিন্ময়ের জীবন ছিল সীমাহীন সৃজনশীলতার এক মূর্ত প্রতীক। সংগীত, কাব্য, চিত্রকলা, সাহিত্য এবং ক্রীড়ার মত জ্ঞান ও কর্মের বিস্তৃত সব ক্ষেত্রে তিনি বিপুল সৃষ্টির সাক্ষর রেখে গেছেন। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমকালীন জীবনের গতিশীলতার ভেতরে থেকেই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচলনায় তিনি প্রেরণা দেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শ্রী চিন্ময় মানুষের অসীম সৃজনী শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। সৃজনশীলতার তিনি নিজেই এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। শ্রী চিন্ময়ের মতে জীবনের সুগভীর ও উচ্চ আদর্শের জন্যে হৃদয়ের আকুতিই হচ্ছে যেকোন ক্ষেত্রে ধর্ম, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে অগ্রসর হওয়ার আধ্যাত্মিক শক্তি।

শ্রীচিন্ময় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার শাকপুরা গ্রামে ১৯৩১ সালে জন্ম গ্রহন করেন। বার বছর বয়সে ১৯৪৩ সালে মা-বাবা উভয়কে হারানোর পরে শ্রী চিন্ময় দক্ষিন ভারতের পন্ডিচেরির শ্রী অরবিন্দের আশ্রমে যোগ দেন। এখানে আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি জীবনের পরবর্তী ২০ বছর কাটান। শ্রী চিন্ময়ের কৈশোরেই মেডিটেশনের ক্ষেত্রে সুগভীর কিছু আত্মিক অনুভুতি পান এবং পরবর্তী কালে ধ্যানের সর্বোচ্চ অনুভুতি লাভ করেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত ম্যারাথন টিম বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৌড় ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। 'ওয়ার্ল্ড হারমনি রান' প্রতি বছর বিশ্বের শতাধিক দেশের মানুষকে মিলিত করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের দীর্ঘতম তিন হাজার একশত মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিরা প্রতিদিন আশি থেকে একশত মাইল দৌড়ায়-টানা ৫১ দিন, ভোর ছয়টা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত। শ্রী চিন্ময় ১৯৭০ সাল থেকে ২০০৭ এ পরলোক গমনের আগে পর্যন্ত জাতিসংঘের সদর দফতরে পীস মেডিটেশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। শ্রী চিন্ময়ের আদর্শ, স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ভালবাসা।

আমরা আবারো আন্তর্জাতিক ট্যুর শুরু করেছি
মেক্সিকোর জনপ্রিয় অবকাশ কেন্দ্র
ক্যানকুন ভ্রমণ



তারিখ: ২৯ আগস্ট - ১ সেপ্টেম্বর
খরচ: মাথাপিছু-১১৫০ ডলার
(ডাবল অকুপেন্সি রুম)

হোটেলের বারান্দায় বসে চোখ মেললেই দেখবেন ক্যারিবিয়ানের
দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র নিখুঁত সাদা বালির মনকাড়া সৈকত।
পাখির সিম্ফনি আর প্রাণবন্ত নাইট লাইফ....

বাংলা ট্যুর ,ইনক
63 Metropolitan Oval,
Apt # 6E, Bronx, NY 10462
347-280-7269
email: banglatourus@gmailcom
www.banglatourus.com

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধু ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ৎধরহ ঃড় ৩০ আব, ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

718-475-5686

7 DAYS WELCOME OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights


Sultan's Dine
সুলতান ডাইন سلطان داين
SULTAN 001
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
25% off
অফারটি পেতে পত্রিকাটি সাথে আনুন
যে কোন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান, ক্যাটারিং, টেইক আউট, ডাইন ইন-এর বিশ্বস্ত নাম
অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট ও শেফ-এর তত্বাবধানে পরিচালিত
সুলতান ডাইন-এ পাবেন সত্যিকারের স্বাদ। দোসা, থালি, বেঙ্গলি রিচ ফুড, স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও, বিফ রেজালা, চিকেন টিক্কা বিরিয়ানি, আফগানি কাবাব, তান্দুরি কাবাব। পাবেন স্পেশাল ডিশ বিয়ে বাড়ির রোস্ট পোলাও। পাবেন পুরান ঢাকার খাবার সাথে ট্রেডিশন বোরহানি।
শতভাগ হালাল খাবার আমরা পরিবেশন করে থাকি।
● নিরিবিলি পরিবেশ ● রয়েছে পার্কিংয়ের সু-ব্যবস্থা।
সর্বনিম্ন ১৫ ডলারে দেয়া হয় ফ্রি ডেলিভারি।
Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418
সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সপ্তাহের ৭দিনই খোলা আমাদের রেস্টুরেন্ট।


BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, লেয়ার, চালকর, টিটি বুকনী ও রাজা মোরগ, বাজি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49lb
লাইভ বাফেলো $3.49lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99lb
দেশী রুই $1.79lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49lb
Porgy $1.49lb
লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ
স্পেশাল
রেশমী বাসমতি রাইস $17.99
আমিন বাসমতি রাইস $17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস $9.99
জোনার বাসমতি রাইস $18.99
বাহুর বাসমতি রাইস $13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস $12.99
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011


ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব
কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!
আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:
● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।
ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।
All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court,
CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.
72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

কবি শহীদ কাদরীকে ঘিরে বাফার মাসান্তের বৈঠক

বেনজির শিকদারঃ বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টসড় বাফার আয়োজনে গত রবিবার ২৯ আগস্ট, নিজস্ব কার্যালয় অনুষ্ঠিত হয় গেল বাফার নিয়মিত আয়োজন মাসান্তের বৈঠক 'শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি'। এবারে পর্বটি সাজানো হয়েছিল বাংলা কবিতার বরপুত্র কবি শহীদ কাদরীকে ঘিরে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাফার প্রধান ফরিদা ইয়াসমিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া আদর্শ বুকে ধারণ করে বাংলা শিল্প ও সাহিত্য চর্চার মধ্যদিয়ে আমরা তা বাঁচিয়ে রাখবো এবং আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবো।

সঞ্চালক ক্লারা রোজারিও, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে, কবি মহাদেব সাহার লেখা কবিতা পাঠের মাধ্যমে তার সঞ্চালনা শুরু করেন। বিশেষভাবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি শামসুর রাহমান, কবি হুমায়ূন আজাদসহ বাংলা সাহিত্য সম্মৃদ্ধকরণে যেসকল কবিসাহিত্যিক আগস্ট মাসে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদেরও।

এসময় বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাফার গিটার শিক্ষক এ এফ এম আফতাবুজ্জামান স্পন্দন পরিবেশন করেন "শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে ধ্বনি বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ" গানটি।

এরপর শুরু হয় বাফার নিয়মিত আয়োজন মাসান্তের বৈঠক।এই পর্বটি নিবেদন করা হয়, কবি শহীদ কাদরীর স্মরণে।

স্মরণ পর্বের শুরুতে আবৃত্তিশিল্পী নজরুল কবির, কবি শহীদ কাদরীর লেখা 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে তিনি আবারও আবৃত্তি করেন, কব্বির'র নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতাটি। একইসাথে মোহাম্মদ নাসির উলাহ, উক্ত কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে শোনান। উল্লেখ্য যে, কবিতাটি তার অনুবাদকৃত।

সাহিত্য একাডেমির পরিচালক, মোশাররফ হোসেন, বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি; কবি শহীদ কাদরী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, কবি শহীদ কাদরী ছিলেন, 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক'র একমাত্র উপদেষ্টা। কবি শহীদ কাদরী এই শহরে থাকার জন্যে আমরা যারা তার কাছাকাছি গিয়েছি; তারা প্রত্যেকেই নিজেদের বড় ভাগ্যবান মনে করি। এমন একজন প্রাজ্ঞ মানুষের সংস্পর্শে আমাদের মানসিকতায়, চিন্তায় এবং এই শহরে শিল্পসাহিত্য কার্যক্রমে অভিনব এক পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। শহীদ কাদরীর প্রতি সম্মান জানানোর এ আয়োজনের জন্য তিনি বাফাকে সাধুবাদ জানান।

কবি শামস আল মমীন তার বক্তব্যে বলেন, আমার সাথে কবির পরিচয় ১৯৮৫ সালে। এরপর থেকে ধীরেধীরে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা। তিনি আরও বলেন, তার কবিতার যে ভাষা এটা সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার! তিনি কবি শহীদ কাদরীর সাথে তার বেশকিছু স্মৃতিকথা তুলে ধরেন।

বাফাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী শিরিন বকুল, শহীদ কাদরীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'একটি উত্থান পতনের গল্প' কবিতা দুটি আবৃত্তি করে শোনান।

কবির কাব্য ও কবিতা বিষয়ক আলোচনায় লেখক গবেষক আহমাদ মাযহার বলেন, আব্দুল মান্নান সৈয়দ মাত্র তিনটি শব্দ দিয়ে কবি শহীদ কাদরীর বৈশিষ্ট্য চিনিয়েছিলেন। তা হচ্ছে; ১. প্রতিতুলনা ২. প্রতিষঙ্গ এবং ৩. প্রতিসাম্য। তার মতে, এই তিনটি শব্দের যে তাৎপর্য; তা অর্জন করতে গেলে একটা মানুষের মধ্যে বৈচিত্রময় পরস্পর বিরোধিতা থাকতে হবে। আর সেই বৈচিত্রময় পরস্পর বিরোধিতাকে একটি মালা গেঁথে একটি নাটকীয় পরিচর্যা করতে হলে যে প্রতিভা দরকার; তা শহীদ কাদরীর ছিল। তিনি বলেন, শহীদ কাদরীর কবিতার যে বাকভঙ্গি, যে ভাষা, তুলনা প্রতি-তুলনা; তা আমাদের পূর্ববাংলার অন্যান্য কবিদের থেকে আলাদা। অর্থাৎ তার অনুভূত-উপলব্ধ যে চেতনা; তার মূল ছিল দেশে। তিনি উল্লেখ করেন, পাঠকরা তাদের কাব্যতৃষ্ণা দিয়ে শহীদ কাদরীকে আবিষ্কার করেছেন।













কবি তমিজ উদ্দিন লোদী বলেন, শহীদ কাদরী সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন, এই গুণটি বিরল; যা সবার মধ্যে থাকে না। কবি শহীদ কাদরী যখন জন্মেছিলেন; তিনি বারুদের গন্ধ নিয়ে জন্মেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকাল এবং যুদ্ধের একটি আবহের মধ্যেই তিনি জন্মেছিলেন। আজীবন শুদ্ধ কবিতার অন্বেষণে তার কবিতায় উপমা, নির্মাণ পঞ্চাশের ষাটের এবং তার পূর্বসূরি চল্লিশের দশকের অনেক কবিদের চেয়ে তিনি আলাদা হয়েছেন তার শব্দ নির্মাণে, তার উপমায়, চিত্রকল্পে এবং বিষয় নির্মাণে।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখক সোনিয়া কাদির বলেন, ১৯১৩ সালে কবি শহীদ কাদরীর ৭১তম জন্মদিনে কবিকে সংবর্ধনা দেবার জন্য সাহিত্য একাডেমি এবং বাফাসহ অনেকগুলো সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মোৎসবের আয়োজন করেছিল। সেই সময়ে সাহিত্য একাডেমির সুবাদেই কবির সংস্পর্শে যাবার সৌভাগ্য হয়। তিনি বলেন, মানুষ শহীদ কাদরী ক্ষণজন্মা; তার কবিতায় তিনি টিকে থাকবেন অসংখ্য দিন পর্যন্ত। সবশেষে কবি শহীদ কাদরীকে শ্রদ্ধা জানাতে, এই অনন্য আয়োজনের জন্য বাফার প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জানাবার পাশাপাশি সবাইকে আহ্বান জানান এভাবেই বাফার পাশে থাকতে।

কমিউনিটি একটিভিস্ট সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ বলেন, ২০১০ সালে বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে ১১৭টি সংগঠন মিলে সম্মিলিত একুশ উদযাপনের সময়; এবং ২০১৪ সালে সার্বজনীনভাবে কবিকে সম্মাননা দিতে পারাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের ছিল।

অনুষ্ঠানে আগত খুব কাছ থেকে দেখা শহীদ কাদরীর অন্যতম তরুণ বন্ধু নাট্যব্যক্তিত্ব এজাজ আলম বলেন, শহীদ কাদরী সম্পর্কে স্মৃতিচারণ বলতে আমি মনে করি যে, শহীদ কাদরীর কবিতা পাঠ করাই সবচেয়ে ভালো, তাঁকে স্মরণ করার জন্য। তিনি শহীদ কাদরীর 'সব নদী ঘরে ফেরে' কবিতাটি পড়ে শোনান।

অনুষ্ঠানে লেখক এবং অভিনেত্রী লুতফুন নাহার লতা, কবি শহীদ কাদরীকে নিয়ে লেখা তার স্মৃতিকথা পাঠ করে শোনান। কবি শহীদ কাদরীকে নিয়ে লেখা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, কবি কাজী আতিক, কবি আহমেদ ছহুল, কবি পলি শাহীনা এবং বেনজির শিকদার। কবি ছন্দা বিনতে সুলতান পাঠ করেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা কবিতা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শরীফ হোসেন, খায়রুল ইসলাম পাখি, মিশুক সেলিম, ইয়াকুব আলী মিঠু, নাসির শিকদার, মাসুম আহমেদ, শম্পা রহমান, কানিজ ফাতিমা,প্রতিমা সুমি, সিসিলিয়া মরাল, শেলি সেমস, নুসরাত এলিন, শামীম আরা বেগম, ফারজানা ইয়াসমিন, মার্জিয়া স্মৃতি, সানজিদা ইসলাম, নুজহাত ফাইজা।

অনুষ্ঠানের সর্বশেষ পরিবেশনায় আবৃত্তিশিল্পী জে এইচ আরজু, বাফাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আগস্ট মাসটি বাঙালি জাতির জন্য ভীষণ দুর্ভাগ্যের। দুর্ভাগ্যের শুরুটা হয়েছে, একজন অপ্রাপ্তবয়স্ককে নিয়ে, যাকে নিয়ে গান আছে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' ক্ষুদিরাম বসুর আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে। এরপর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' চলে গেলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিরুদ্দেশ হলেন 'আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা দেবো।' রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরেই সুবাস চন্দ্র বোস। 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর' চলে গেলেন আমাদের জাতীয় কবি। 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' চলে গেলেন বাংলাদেশের প্রধান কবিও। এরইমাঝে আমরা হারালাম আমাদের জাতির জনককে। তিনি বলেন, যারা বঙ্গবন্ধুর সৎকারে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আমি তাদের একজন। এ যেমন আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি; তেমনি এই অগাস্টে চলে যাওয়া শহীদ কাদরী আরেকটি অধ্যায়, যার সান্নিধ্য আমি বিশটি বছর ধরে পেয়েছি। তিনি শহীদ কাদরীর লেখা 'আপনারা জানেন' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও আগামী মাসে বাফার মাসান্তের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, আয়োজনের পরিসমাপ্তি টানেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ক্লারা রোজারিও। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মৌলভীবাজার জেলাবাসীর উদ্যোগে নিউ ইয়র্কে রেজিনা নাসের এর গণ সংবর্ধনা





নিউইয়র্কঃ গত ২৯শে আগষ্ট ২০২১ রবিবার "মৌলভীবাজার জেলাবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশী" এর উদ্যোগে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি জনাবা রেজিনা নাসের এর যুক্তরাষ্ট্র শুভাগমণ উপলক্ষ্যে গণ সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ প্রসিদ্ধ "জুইশ সেন্টার হলে" অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন শাহবাজ আহমেদ।

কমিনিউটি জনাব সালেহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে, মৌলভী বাজার ডিসস্ট্রিকট সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর সাধারণ সম্পাদক জনাব জাবেদ উদ্দিন এর সঞ্চালনায় ও দারাদ আহমেদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই গণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক হেলাল খান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান, মৌলভীবাজার জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী শাহ রকিব আলী, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সাবেক সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল এবং বর্তমান সভাপতি তজমূল হোসেন, যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক এম. এ. বাতিন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস এর সভাপতি আবু তাহের, জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারন সম্পাদক ইনজিনিয়র সায়েম রহমান, নিউজাসী বিএনপির আহবায়ক সৈয়দ জুবায়ের আলী, যুবদল নেতা মিজানুর রহমান মিজান, জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক কাওছার আহমেদ, এবাদ চৌধুরী, মাজহারুল ইসলাম জনি, এমদাদ রহমান তরফদার, সৈয়দ রুহুল আলী, সিদ্দিক হোসেন রুবেল, দেওয়ান মেহরাব রাজা চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, প্রমুখ।

উক্ত সভায় বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জালাবাবাদ সোসাইটি ইউএসএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ মজিদ, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, বিএনপি নেতা জসিম ভুঁইয়া, শাহাদাত হোসেন রাজু, মৌলভীবাজার ডিসট্রিক্ট সোসাইটি ইউএস এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন, সৈয়দ জুয়েল, হেলাল খান, মহসিন মিয়া লাল, ফয়েস আহমেদ, শাহীন হাসনাত, সৈয়দ আবুল কাশেম, চৌধুরী মুমিত তানিম, যুবদল নেতা আমানত হোসেন আমান, মৌলভীবাজার জেলা ছাত্রদলের সহ সাধারণ সম্পাদক কামরুল আলম নিলু, হাদিসা বেগম, ফজলু মিয়া, গুলশান আরা বেগম, আয়শা বেগম, এম.এম. আশরাফুর রহমান, সাইফুল আলম, মোস্তাফিজুর রহমান, সারোয়ার খান বাবু, রফিকুল ইসলাম ডালিম, সাইফুর ইসলাম লিটন, রাজ ইসলাম, সেলিম উদ্দিন আবদুল আহাদ, কামাল হোসেন, মোঃ রহমান, মোঃ মির্জা আজম, ডি এম বাদশা, রিপন মিয়া, অপু আহমেদ, মিলু মিয়া, মোঃ লোকমান হোসেন প্রমুখ।

"সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি রেজিনা নাসের বলেন যে, আমেরিকায় এসে আমি বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবিই দেখলাম এই নিউইয়র্কে। তিনি বলেন যে, আপনাদের আতিথেয়তায় ও সম্মাননায় আমি অভিভূত। আপনাদের সবাইকে বিশেষ করে মৌলভীবাজার জেলার সকল প্রবাসীদেরকে সম্মিলিতভাবে প্রিয় জেলার উন্নয়নে অবদান রাখার অনুরোধ জানাই। তিনি মরহুম এম সাইফুর রহমান সাহেবের উন্নয়নমূলক অসমাপ্ত কার্যক্রমের সমাপ্ত করার অঙ্গীকার করেন। জনাবা রেজিনা বাংলাদেশে পরমত সহিষ্ণুতার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার শান্তিপুর্ণ প্রচেষ্টার জন্য সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আবেদন জানান। আমেরিকার জন্যও তিনি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা করেন। বক্তব্যের শেষে তিনি আলাহর নিকট দোওয়া প্রার্থনা করেন যেন বাংলাদেশ অতিস্বত্তর করোনার প্রকোপ থেকে মুক্তি পায়।

উল্লেখ্য যে জনাব রেজিনা নাসের এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের রাজনীতি সচেতন সুনাগরিক। বাংলাদেশের সাবেক সফল অর্থমন্ত্রী, বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান, বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা মরহুম এম সাইফুর রহমানের পুত্রবধু এবং সাবেক এমপি, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সভাপতি জনাব এম নাসের রহমানের সহধর্মিনী। জনাব এম নাসের রহমানের সহধর্মিনী।

সংবর্ধনা সভায় মৌলভীবাজার জেলাবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধিত প্রধান মেহমান "জনাবা রেজিনা নাসেরকে" ফুলেল শুভেচ্ছা এবং একটি সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এরপর প্রধান অতিথিকে আরও একটি স্মারক উপহার দেন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষে সংগঠনের সভাপতি সোহেল আহমেদ।

সংবর্ধনা সভার পরিশেষে অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী চৌধুরী সালেহ, দারাদ আহমেদ ও জাবেদ উদ্দীন সভায় আগত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে এম নাসের রহমানের ৬০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়। এ সময় তার বড় মেয়ে আমিরা রহমানও উপস্থিত ছিলেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



নিউইয়র্কে ৩ দিনের 'বাংলাদেশ সম্মেলন'

(শেষের পাতার পর)

উড়িয়ে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়। উদ্বোধনী উৎসব হয় ইস্ট রিভারে স্কাইলাইন প্রিন্সেস'র বিলাস বহুল জাহাজে। সম্মেলনের মূল কর্মকান্ড চলে লাগোয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে।

উদ্বোধনী পর্বে একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা রথীন্দ্র নাথ রায় বলেন, 'বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে। উন্নয়ন-অগ্রগতির সেই ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সুদূর এই প্রবাসে লাল-সবুজেরপতাকা উড্ডী রাখতে এভাবেই পারস্পরিক সহযোগিতার দিগন্ত প্রসারিত রাখতে হবে। তবে, দুঃখজনকহলেও সত্য যে, বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় উন্নতির রাজনীতির সাথে দুর্নীতিও একাকার হয়েছে। রাজনীতি থেকে দুর্নীতিকে ঝেঁটে বিদায়ের শপথ নিতে হবে এই সম্মেলন থেকে।'

সম্মেলনের সদস্য সচিব আলমগীর খান আল জানান, এটি হচ্ছে তৃতীয় বাংলাদেশ সম্মেলন। প্রতিবছরই লেবার ডে উইকেন্ডে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজাদ এবং কনভেনর ডা. সারোয়ারুল হাসান চৌধুরীও এ সময় বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো কাব্য জলসা, সেমিনার, ট্যালেন্ট শো, বিচিত্রানুষ্ঠান প্রভৃতি ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি ক্যাপ্টেন করম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ রাশিক মালিক, কমিউনিটি লিডার মনিরুল ইসলাম, কাব্য জলসা কমিটির চেয়ারম্যান ইশতিয়াক রুপু, সাংস্কৃতিক কমিটির চেয়ারম্যান শিবলী সাদিক। বিভিন্ন দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শহীদ হাসান, বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্প শুভ্র দেব সহ সঙ্গীতে অংশ নেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব, কৃষ্ণা তিথি, রোকসানা মির্জা, সেলিম ইব্রাহিম প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব নিয়েও আলোচনা হয় এই সম্মেলনে। সম্মেলনের বিভিন্ন পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল।

প্রতিদিন মধ্যরাত পর্যন্ত সঙ্গীতানুষ্ঠান চলে।

কাজে ফিরতে চান পরীমনি

(শেষের পাতার পর)

আইনজীবী জানিয়েছেন, কোনো আইনি বাধা না থাকায় পরীমনি আবারো শুটিং শুরু করতে পারবেন। পরীমনির আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত সুরভী বলেন, পরীমনি শুটিংয়ে যেতে পারবে, এখানে আদালতের কোনো বাধা নেই। তিনি খানিকটা অসুস্থ, তবে তিনি অবশ্যই শুটিংয়ে ফিরবেন। অভিনেত্রী শিগগিরই চিকিৎসা নেবেন বলেও সুরভী উল্লেখ করেন। পরীমনির হাতে রয়েছে দুটি ছবি 'প্রীতিলতা' ও 'বায়োপিক'। এ ছাড়া 'অন্তরাল' নামে একটি ওয়েব সিরিজেও কাজের কথা আছে তার। কাজে ফেরার ব্যাপারে পরীমনির ভাবনা কি? জানতে চাইলে এই নায়িকা বলেন, কাজ নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলিনি এখনো।

মাত্রই তো এলাম। তবে যত দ্রুত ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পারবো, ততই আমার জন্য মঙ্গল হবে। নির্মাতাদের সঙ্গে কথা বলবো ভাবছি। দ্রুতই কাজে ফিরতে চাই। উল্লেখ্য, গত ৪ঠা আগস্ট বিকালে বনানীর ১২ নম্বর রোডের পরীমনির বাসায় অভিযান পরিচালনা করে র‍্যাব। এ সময় বাসা থেকে সাড়ে ১৮ লিটার বিদেশি মদ, চার গ্রাম আইস, এক স্লট এলএসডি এবং একটি পাইপ জব্দ করা হয়। ওই ঘটনায় র‍্যাব-১ এর কর্মকর্তা মো. মজিবর রহমান মাদক আইনে একটি মামলা করেন। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে মুক্তি পায় পরীমনি অভিনীত প্রথম সিনেমা 'ভালোবাসা সীমাহীন'। ওই সিনেমা মুক্তির আগেই তিনি প্রায় ২৩টি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন! যেকোনো সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির নায়িকাদের ক্ষেত্রেই এটি বিরল। যদিও সবগুলো সিনেমা শেষ পর্যন্ত মুক্তির আলো দেখেনি। 'ভালোবাসা সীমাহীন' দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও পরীমনি আলোচনায় আসেন 'রানা প্লাজা' সিনেমার মাধ্যমে। কেবল ২০১৫ সালেই তার এক ডজন সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল। রাতারাতি ঢালিউডের তারকা বনে যান তিনি। মূলত সিনেমায় পরীমনির জনপ্রিয়তা বাড়ে ২০১৬ সালে। ওই বছর মুক্তি পায় জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত সিনেমা 'রক্ত'। সেখানে বেশ সাহসী চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক আলোচিত হন তিনি। এর পরের বছর 'অন্তর জ্বালা' সিনেমায় কাজ করেও প্রশংসিত হয়েছিলেন এ নায়িকা। তবে পরীমনির ক্যারিয়ারে এ পর্যন্ত সবচেয়ে প্রশংসিত সিনেমা 'স্বপ্নজাল'। যেটি নির্মাণ করেছেন 'মনপুরা' খ্যাত গিয়াসউদ্দিন সেলিম। এটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৮ সালে।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক পণ্যের চাহিদা

(শেষের পাতার পর)

আয় কমেছে। ফলে তারা স্বাভাবিক নিয়মেই কম দামের পোশাক পণ্যের দিকে ঝুঁকছেন। ভোক্তাদের এই চাহিদা বিবেচনা করেই ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোও বাংলাদেশের মতো কম দামি পোশাক উৎপাদক ও সরবরাহকারী দেশগুলোতে ক্রয়াদেশ দিচ্ছে। এর সঙ্গে আমেরিকান ক্রেতাদের চীনবিমুখতা, মিয়ানমারে সামরিক সরকার এবং ভিয়েতনামে চলমান লকডাউন ব্যাপক প্রভাব ফেলছে বলে মনে করেন দেশীয় পোশাক শিল্পের মালিকরা। আমেরিকান সংগঠন ইউনাইটেড স্টেস ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের (ইউএসএফআইএ) পৃষ্ঠপোষকতায় ও ইউনিভার্সিটি অব ডেলাওয়ারের ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শেংলুর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত '২০২১ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চ মার্কিং স্টাডি' শীর্ষক জরিপ প্রতিবেদন বলছে, একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্র। আগামী দুইবছর এ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় থাকবে। এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশ থেকে মূল্য সুবিধা পাওয়া যায় তুলনামূলক বেশি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পোশাক পণ্য আমদানির পরিসংখ্যান সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল বা অটেক্সা আগস্টে প্রকাশিত প্রতিবেদন বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধিতে চীন ও ভিয়েতনামের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। চলতি বছর জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ছয়মাসে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ২৬ দশমিক ৮১ শতাংশ। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২০ দশমিক ৪৫ শতাংশ। আর এ ক্ষেত্রে ২৬ দশমিক ৭৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে চীনের।

এ প্রসঙ্গে নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানি কারক সমিতির (বিকেএমইএ) উপদেষ্টা ও সংগঠনটির সাবেক প্রথম সহসভাপতি এ এইচ আসলাম সানী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো চীনবিমুখ হওয়ায় বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ বাড়ছে। বিশেষ করে কম দামের পোশাকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। তবে তৈরি পোশাকপণ্য উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল সুতার সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় জটিলতায় পড়েছেন বাংলাদেশী পোশাক রপ্তানিকারকরা। ফলে ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক সময়মতো পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা কঠিন হয়ে পড়েছে বলেও মনে করেন এই রপ্তানিকারক।

এ প্রসঙ্গে তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সহ-সভাপতি শহিদুলাহ আজিম বলেন, 'চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্র মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মিয়ানমারে সামরিক সরকার ও ভিয়েতনামে লকডাউন থাকায় আমেরিকান ক্রেতারা এখন বাংলাদেশে ক্রয়াদেশ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য সুখবর। আশা করছি আগামী দুইবছর যুক্তরাষ্ট্রের ক্রয়াদেশ অব্যাহতভাবে বাড়বে।' যুক্তরাষ্ট্রের অটেক্সার প্রতিবেদন বলছে, চলতি বছরের প্রথম ছয়মাসে যুক্তরাষ্ট্রে ৩১৩ কোটি ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী তৈরি পোশাক রপ্তানির এই আয়ের প্রবৃদ্ধি দেশটিতে পোশাক রপ্তানিকারক শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত জুলাই পর্যন্ত এক বছরে ভিয়েতনাম থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গেছে ১ হাজার ৩৭৩ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। গত বছর জুলাই পর্যন্ত এক বছরে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২৮৪ কোটি ডলার। অর্থাৎ করোনার ধাক্কা কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে থাকা আমেরিকান বাজারে ভিয়েতনামী পোশাকের রপ্তানি আয় বেড়েছে ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। চলতি বছরের প্রথমছয় মাসে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় আমেরিকান বাজারে ভিয়েতনামের পোশাক আয় বেড়েছে ২০ দশমিক ৪৫ শতাংশ। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি এখানে ২৬ দশমিক ৮১ শতাংশ।

অটেক্সার হিসাব বলছে, চীন-মার্কিন বাণিজ্য যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে লাগাতার কমছে চীনা পোশাকের কদর। গত বছর জুলাই পর্যন্ত আমেরিকান পোশাকের বাজারের ২৭ দশমিক ০৩ শতাংশ দখলে ছিল চীনের। এই দখলদারিত্ব নেমে এসেছে ২৩ দশমিক ৩৩ শতাংশে। অর্থাৎ এক বছরে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ আমেরিকান বাজার হারিয়েছে চীনা পোশাক। চীনের এই হারিয়ে যাওয়া বাজার দখলে মরিয়া বাংলাদেশ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকরা মোট পোশাকের (ডলারের হিসাবে) ৮ দশমিক ২৩ শতাংশ সরবরাহ করে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মেড ইন বাংলাদেশ, গত বছর জুলাই পর্যন্ত যাছিল ৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

ইলেকট্রিক এয়ার ট্যাক্সি আনছে নাসা

(প্রথম পাতার পর)

সায়েন্স ফিকশনের গল্প নয়। উড়ন্ত ট্যাক্সি (অরৎ ঞধীর) তৈরি করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (নাসা)।

অ্যাডভান্সড এয়ার মবিলিটি ন্যাশনাল ক্যাম্পেইনে এই উড়ন্ত ট্যাক্সির ট্রায়াল করছে নাসা। ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে ট্যাক্সির ট্রায়াল। সব ঠিকঠাক থাকলে জনসাধারণের জন্য এমন ট্যাক্সি নিয়ে আসার সুপারিশ করবে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের চণ্ডীগড়ে চলতি বছরেই এয়ার ট্যাক্সির ট্রায়াল হয়েছে। এয়ার ট্যাক্সি আকারে ছোটখাটো একটা এয়ারক্রাফট। ডাবল ইঞ্জিনবিশিষ্ট চার সিটের প্লেন। যানজটে না ফেঁসে খুব সহজেই যাতায়াত করা যাবে এয়ার ট্যাক্সিতে। মেট্রো শহরগুলোতে ট্যাক্সি চালু করতে পারলে যাতায়াতের সময় প্রায় ৯০ শতাংশ কমানো যাবে। যে এয়ারক্রাফটগুলো এয়ার ট্যাক্সি হিসেবে ব্যবহার করা হবে, সেগুলোর মোটরে একাধিক বিশেষ ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক প্রযুক্তি থাকবে, যা সাহায্য করবে আকাশসীমা মুক্ত রাখতে। তীব্র শব্দও হবে না।

শহরের উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদগুলোকে এয়ার ট্যাক্সির লঞ্চপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে জানা গেছে, যেখান থেকে যাত্রীরা ওঠানামা করতে পারবে। তবে এয়ার ট্যাক্সির ভাড়া কত হতে পারে, সে বিষয়ে এখনো বিশদ কিছু জানা সম্ভব হয়নি। বিশ্বের যেসব শহরে তীব্র যানজট লেগেই থাকে, সেখানে এয়ার ট্যাক্সি যে আশীর্বাদ হতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

ঢাকার ভানুর কলকাতা জয়

পবিত্র সরকার

বাংলা সাহিত্যের সব গবেষণা যেমন একসময় বেদ থেকে শুরু হতো, যেমন 'বাংলা সাহিত্যে বিধবা নারী' বিষয় হলে বেদে বিধবাদের সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে তা না বললে পরীক্ষক রেগে যেতেন, তেমনি নাটক, অভিনয় ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে আমাদের দেশের বাইরে গিয়ে অ্যারিস্টট্‌ল নামে এক মহামুনির দোহাই পাড়তে হতো-'হ্যাঁ, অ্যারিস্টটল এই বলেছেন, অ্যারিস্টটল সেই বলেছেন' বলে। তিনি বলেছিলেন গ্রিক ভাষায়, আমরা বেশিরভাগ ইংরেজি অনুবাদ থেকে জেনে নিয়েছি। তা তিনি নাকি বলেছিলেন, মানুষ তিন শ্রেণির। এক. আমাদেরই মতো মাঝামাঝি দরের, দুই. আমাদের চেয়ে উঁচু দরের, আর তিন. আমাদের চেয়ে নিচু দরের। উঁচু দরের মানুষদের আমরা ভক্তি-শ্রদ্ধা করি, তাদের নিয়ে রচিত হয় ট্র্যাজেডি, আর নিচু দরের মানুষদের নিয়ে আমরা হাসিঠাট্টা করতে পারি, তাদের নিয়ে রচিত হয় কমেডি। তবে আমাদের মনে হয় অ্যারিস্টটলের কথাটায় একটা গণ্ডগোলও আছে। উঁচু দরের মানুষদের নিয়েও কি হাসিঠাট্টা হয় না? আমাদের গুরু সুকুমার রায়ই তো রামচন্দ্রকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে গেছেন 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ। আরেক গুরু পরশুরামও কি কম করেছেন? আসলে হাসিঠাট্টার লক্ষ্য নিয়েই রচিত হয় কমেডি, আর গভীর দুঃখ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে রচিত হয় ট্র্যাজেডি। রবীন্দ্রনাথের 'নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি' লেখা সম্ভব বা একেবারে অসম্ভব কিনা জানি না, স্রষ্টার সমবেদনা তুচ্ছকেও গভীর বেদনার বিষয় করে তুলতে পারে, যেমন তারই 'ছুটি' গল্পে আমরা দেখি।

তাই যারা কমেডিয়ান, তারা এমন একটা জীবন বা জীবিকা বেছে নেন, যাকে চির-উপহাস্যতার জীবন বলা চলে। তারা যেন নিজেকে ওই জীবনে ংবষভ-পড়হ-ফবসহ করেন। তারা ধরেই নেন যে, 'পাবলিক' নামক বিশাল প্রাণীটি শুধু তার অভিনয় দেখে হাসবে না, অভিনয়ের বাইরেও তাকে দেখে হাসবে, 'তুই' সম্বোধন করবে, নানাভাবে খ্যাপানোর চেষ্টা করবে, যেন কমেডিয়ানরা তাদের ইয়ারবকশি ধরনের। মঞ্চ বা পর্দার বাইরে তিনি যে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, গুণবতী স্ত্রীর স্বামী, পুত্রকন্যার পিতা, সম্ভ্রান্ত সামাজিক মানুষ-তা এই 'পাবলিক' স্বীকারই করবে না। কমেডিয়ান যেন কিছুটা অবমানব, তাদের অসামান্য প্রতিভায় আমাদের জীবনে তারা প্রচুর আনন্দরস সঞ্চার করেও যেন তারা আমাদের সম্মানের যোগ্য হয়ে ওঠেন না, অন্তত ওই 'পাবলিকে'র কাছে। যাকে ইংরেজিতে 'ডিগনিটি' বলে, তা ওই পাবলিকের হাতে প্রায়ই বিপর্যস্ত হয়। একে কি কমেডিয়ানের ট্র্যাজেডি বলব?

এর শিক্ষা আমরা পেয়েছিলাম সেকালের পৃথিবী বিখ্যাত মাইম শিল্পী মার্সেল মার্সোর একটি পালা থেকে, যার নাম সম্ভবত ছিল 'দ্য মাস্ক ম্যান' বা মুখোশ বিক্রেতা। এ গল্প আমি নানা জায়গায় বলেছি, আবার এখানে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। এক মুখোশ বিক্রেতা নানা ধরনের মুখোশ সাজিয়ে বসেছে, নানা মুখোশ পরে সে দর্শকদের আমোদিত করছে। শেষদিকে হাতে তুলে নিল একটি কমেডির হাসিমুখের, আর একটি ট্র্যাজেডির দুঃখী মুখের মুখোশ। সে একবার একটা মুখে পরছে, সেটা খুলে আবার অন্যটা। এখানে বলে রাখি, মার্সোর হাতে কোনো মুখোশ নেই, সবটাই সাদা রং মাখা, ঠোঁট আর চোখকে কালো রেখায় চিহ্নিত করা-ওই মূক সাদা মুখেই মুখোশের ছবি ফুটিয়ে তুলছিলেন। কমেডির মুখোশ পরলেন, মুখটা হাসিতে ফেটে পড়ল; ট্র্যাজেডির মুখোশ পরলেন, মুখটা শব্দহীন কান্নায় ভেঙেচুরে গেল।

ক্রমে এ বদলটা খুব দ্রুত হতে লাগল। হাসির মুখোশ, কান্নার মুখোশ, সেকেন্ডে সেকেন্ডে বদলাচ্ছে। আমরা শ্বাস ফেলার অবকাশ পাচ্ছি না। চলতে চলতে হঠাৎ হাসির মুখোশটা মুখে আটকে গেল। আর খোলে না। এদিক দিয়ে টানছে, ওদিক দিয়ে টানছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কোমর বেঁকিয়ে চিত হয়ে টানছে, উপুড় হয়ে টানছে, লাফাত লাফাতে টানছে, কিছুতেই মুখোশ খুলছে না। তার চোখে মৃত্যুভয় ঠিকরে বেরোচ্ছে, কিন্তু মুখে সেই অটল হাসি। মনে হয় এই বুঝি তার নিশ্বাস ফুরিয়ে যাবে, তার মৃতদেহটা পড়ে যাবে মাটিতে। এমন সময় হঠাৎ তার মুখোশটা খুলে গেল। তখন তার মুখে যে বিপুল স্বস্তির হাসি, সেটা হাসি না কান্না, তাই বুঝতে আমার সারা জীবন গেল। ওই যেন আমার কাছে সব কৌতুক-শিল্পীর রূপক হয়ে আছে।

নইলে যার পিতৃদত্ত নাম ছিল সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৩), যিনি মায়ের সূত্রে সরোজিনী নাইডুর আত্মীয়, ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বিএ পড়া শেষ করবেন এবং সাক্ষাৎ ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু আর অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবেন, অনুশীলন সমিতির সদস্য হিসাবে যৌবনে রাজনীতি করবেন, তার এ পরিচয়গুলোর সঙ্গে কমেডিয়ানের জীবনের যেন একটা আড়াআড়ি সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়। অবশ্য এটাও ঠিক, ওই দিকে তার যে প্রবণতা আর প্রতিভা ছিল সেটাও তিনি তার প্রথম যৌবনেই আবিষ্কার করেছিলেন। উইকিপিডিয়া বলছে, ১৯৪৩-এ তার প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ডে কৌতুক নকশা বের হয় 'ঢাকার গাড়োয়ান' নামে। সেটি আমাদের শৈশব-কৈশোরে প্রচুর জনপ্রিয় ছিল বলে মনে পড়ছে। দেখলাম সতেরোটির মতো এ রকম হাসির রেকর্ড তার প্রকাশিত হয়েছে সব মিলিয়ে। এরও আগে, ছাত্রজীবনেই তিনি নানা জলসায় কৌতুকশিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জনপ্রিয়তার এটা নিশ্চয়ই অন্যতম কারণ ছিল। কাজেই বংশমর্যাদা, শিক্ষাদীক্ষা (তখনকার দিনে বিএ পাশ তুচ্ছ করার বিষয় ছিল না), অনুশীলন সমিতি, পরে আরএসপি দলের সংস্কৃতি সংগঠন ক্রান্তি শিল্পী সংঘে নাটকে অভিনয় ইত্যাদি সত্ত্বেও তার আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিলেন কমেডিতে। তা-ই হয়ে উঠেছিল তার নিয়তি। জলসার কমেডিয়ান থেকে রেকর্ডে অশরীরী কণ্ঠদান যেমন একটা ধাপ, তেমনি নাটক আর ফিল্মে অভিনয় তার অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরবর্তী ধাপ মাত্র। পথ খুলে যায়, উপরের ওঠার সিঁড়ি তৈরি হতে থাকে। ওই পাবলিকের পরিহাস আর ইয়ার্কি-ফাজলামিও সেই নিয়তি হিসাবেই মেনে নিতে হয়। ফলে তার আসল সত্তাটা একসময় সবার অগোচরে চলে যায়। জানি না, এ বাহির-ভেতরের তফাৎ তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ঠিক কতটা সমস্যা তৈরি করে। চ্যাপলিন এ নিয়ে ভেবেছেন, তা সবাই জানে।

কেন সাম্যময় বাংলার চলচ্চিত্র-সংস্কৃতিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাবে জন্মান্তর গ্রহণ করলেন, তাও সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। যে ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ঘটি-বাঙাল উভয় পক্ষের মন জয় করবেন, বাঙালির কাছে দৃশ্য-শ্রাব্য হাস্যরসের এক নতুন প্রস্রবণ খুলে দেবেন, সেই চরিত্রগুলোর সঙ্গে সাম্যময় নামটা একেবারেই খাপ খায় না। তবে আমাদের বয়সের লোকেরা অনেকেই হয়তো জানে যে, বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তিনি প্রথম ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নন। তারও আগে একজন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন (১৮৮৮-১৯৬৬), যিনি বেশ সৌম্য ও অভিজাতদর্শন, নায়কের বন্ধুর ভূমিকায় যাকে প্রায়ই দেখা যেত। কিন্তু তিনি ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্ট্রেইট' অভিনেতা, তাই কখনোই 'টাইপ' হয়ে ওঠেননি, কমিক রোলেও তাকে খুব-একটা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সেই ভানুকে আড়াল করে দিয়ে আরেক যে ভানুর আবির্ভাব হলো, তার জীবনের প্রাগিতিহাস আমরা আগে বলেছি।

২.

দেশভাগের ফলে সাম্যময় তখনকার পাকিস্তানগ্রস্ত পূর্ববঙ্গ ছেড়ে ভারতে, পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এ ঘটনা ভানুর জীবনের যেমন মোড় ঘুরিয়ে দেবে এবং তার কীর্তি ও খ্যাতির বিশাল অবকাশ রচনা করবে, তেমনি, আমরা যেমন অন্যত্র বলেছি, বিভাগ-পরবর্তী পশ্চিম বাংলার সামাজিক ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে কলকাতার ছবিতে ভানুবাবুর হাজিরা। না, শুধু একজন বিনোদন-বিতরণকারী হিসাবে নয়। আমরা পরে সে কথায় আসব। তার অভিনয়-জীবনের ইতিহাস রচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। দেখলাম তিনি প্রায় ৩০০টির মতো বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৪-র মধ্যে। সব দেখিনি, না দেখাই স্বাভাবিক বলে। তবে সুখের কথা যে, আমাদের প্রজন্মের সুযোগ হয়েছিল তার প্রথম দিককার ছবি থেকে ছবি দেখা শুরু করার। মনে হয়, ইংরেজিতে যাকে 'স্টিরিয়োটাইপ' বলা (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

দেশভাগের ফলে সাম্যময় তখনকার পাকিস্তানগ্রস্ত পূর্ববঙ্গ ছেড়ে ভারতে, পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এ ঘটনা ভানুর জীবনের যেমন মোড় ঘুরিয়ে দেবে এবং তার কীর্তি ও খ্যাতির বিশাল অবকাশ রচনা করবে, তেমনি, আমরা যেমন অন্যত্র বলেছি, বিভাগ-পরবর্তী পশ্চিম বাংলার সামাজিক ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে কলকাতার ছবিতে ভানুবাবুর হাজিরা।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY

Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours

Mon-Thurs	10am-6pm
Friday	11:30am-6pm
Saturday	10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

করোনাকালে টেস্ট খেলতে চান না মোস্তাফিজ

(শেষের পাতার পর)

এর কারণ নাকি জৈব সুরক্ষাবলয়। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান বলেন, 'মোস্তাফিজ এখন টেস্ট খেলতে চাচ্ছে না। এখন সে টেস্টে আগ্রহী না। মোস্তাফিজ আমাদের জানিয়েছে, যত দিন এই কোয়ারেন্টিন বা জৈব সুরক্ষাবলয় আছে, টেস্টে ওর মনোযোগ দেয়া কঠিন হবে। তাই এখন সে টেস্ট খেলতে চাচ্ছে না।'

বিসিবিও মোস্তাফিজের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছে। আকরাম খান বলেন, 'এটা আমরাও খুব ইতিবাচকভাবে নিয়েছি।

যেহেতু সে টি-টোয়েন্টি আর ওয়ানডের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার। তাই আমরা আলাপ-আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

ক্রিকেটারদের চুক্তিতে গত বছরই একটা নতুনত্ব এনেছিল বিসিবি। প্রথমবারের মতো চুক্তি হয়েছিল লাল বল ও সাদা বলের ক্রিকেটের ভিত্তিতে। এবারের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আবার সেটা বদলে গেল। এবারের ক্রিকেটারদের নতুন চুক্তির তালিকায় আছে তিনটি শ্রেণি- টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি।

তিন শ্রেণি মিলিয়ে বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আছেন ২৪ ক্রিকেটার। সাদা ও লাল বলের চুক্তি থেকে বেরিয়ে তিন সংস্করণের হিসেবে কেন্দ্রীয় চুক্তি করার কারণও জানালেন আকরাম খান। তিনি বলেন, 'অনেকেই শুধু টি-টোয়েন্টি খেলছে। যেমন নাসুম আছে, পাটোয়ারী (শামীম) আছে। এ জন্য এবার আমরা তিন সংস্করণ আলাদা করেছি। আগে ছিল সাদা বল, সাদা বল মানে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি যারা খেলবে, তারা একই চুক্তিতে।'

বিসিবির এবারের চুক্তিতে কোনো ক্রিকেটারের বেতন কত, সেটি জানা যায়নি। তবে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক রাখা হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটারদের। এরপর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি। ক্রিকেটারদের সব সংস্করণে খেলতে উদ্বুদ্ধ করতেই নাকি বিসিবির এই সিদ্ধান্ত। আকরাম খান বলেন, 'এবার আমরা পার্থক্য রেখেছি পারফরম্যান্সের জন্য। যেন খেলোয়াড়দের ভেতর অনুপ্রেরণা কাজ করে। টি-টোয়েন্টি থেকে ওরা যদি টেস্টে যায়, তাহলে পারিশ্রমিক অনেক বেশি। কেউ যদি ওয়ানডেতে যায়, তখনো বেশি। এই পার্থক্যটা আমরা জেনে-বুঝেই করেছি যেন খেলোয়াড়রা পারফর্ম করে অন্য সংস্করণে চলে আসে।'

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত

(শেষের পাতার পর)

আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ঢাকার ভানুর কলকাতা জয়

(৩৭ পাতার পর)

হয়, প্রথমে তিনি তা হতে চাননি, নইলে ১৯৫২-তে 'বসু পরিবার' করে ১৯৫৩-তেই আবার কেন তিনি 'নতুন ইহুদি' করবেন? এই দ্বিতীয় ছবিটিতে তিনি কমেডিয়ান ছিলেন না, ছিলেন এক উদ্বাস্তু পরিবারের বখে যাওয়া ছেলে। অবৈধ পথে বোনের বিয়ের টাকা নিয়ে ফিরছেন, পুলিশ বা কেউ তাড়া করেছে, দৌড়াতে গিয়ে ট্রামের তলায় পড়ে গেল সে। বুক পকেটে নোটের তাড়া নিয়ে তার সংলাপ-'দিমু না, পরীর বিয়ার টাকা আমি দিমু না।' আমার এখনো মনে আছে। মনে আছে 'বসু পরিবার'-এ তার পাল পদবিটি নিয়ে একটু সংকোচ, তাকে ঢাকার জন্য বিখ্যাত সংলাপ-'ব্যাবসাইত পাল না, হেই জে বিক্রমপুরের রাজা মহীপাল? হেই!' বলে তিনি এমনভাবে চোখ মটকাতেন যে শ্রোতার সব অবিশ্বাস দূর হয়ে যেত তার রাজবংশের কুলজি সম্বন্ধে।

আবার 'নতুন ইহুদি'র বছরেই বেরোল সেই প্রলয়ংকর 'সাড়ে চুয়াত্তর', যে ছবিতে উত্তম-সুচিত্রার যুগ-সৃষ্টিকারী জুটির হয়তো প্রথম সূত্রপাত। তার 'মাসিমা, মালপুয়া খামু' সংলাপ সেদিন সিনেমা হলের ছাদ ধসিয়ে দিয়েছিল বলা যায়।

তার অভিনয়ের জাদুটি কোথায় ছিল? শুধু কি মজার ঢাকাই সংলাপে? তা কেন হবে? বিপুল মজা ছড়িয়ে ছিল তার ওই চিরকিশোরের মতো গোঁফ-দাড়িহীন, কিছুটা মঙ্গোলয়েড, নিষ্পাপ ও সরল 'ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না' চিহ্নিত মুখে, তার মস্ত দুটি উজ্জ্বল ও পলকে পলকে বাঙ্ময় হয়ে ওঠা চোখে, তার চাঁছাছোলা কণ্ঠস্বরে, তার বেপরোয়া অবিশ্বাসময় ভঙ্গিতে, যা কিছুটা ঢাকাই কুট্টিদের চিনিয়ে দেয়। তারা সবসময় সবকিছুতে ঢ়ঢ়বৎ যধহফ নিতে চায়। ঢাকার লোকেরা 'স'-এর জায়গায় 'হ' বলে কেন, জিজ্ঞেস করাতে তারা তেরিয়া হয়ে বলে, 'কোন্ হালায় কইসে?' যখন বলা হয়, এই তো আপনি বললেন, তখন সে গম্ভীর মুখে উত্তর দেয়, 'অইটা আপনের হুনতে বুল অইসে!' ভানুবাবু কুট্টি ছিলেন না, কিন্তু ঢাকার লোকের যে প্রসিদ্ধ ও অবিচল অবিশ্বাস কোনো বিরোধিতাকেই আমল দিতে চায় না, সেটি তার অভিনীত চরিত্রগুলোরও ছিল।

৩.

না, আমি তার অভিনয়ের ধারাবাহিক পর্যালোচনায় যাব না, সে কাজে যোগ্যতর মানুষেরা আছেন। আমি বলব আরেকটা কথা, পশ্চিম বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে ভানুবাবুর বিশেষ অবদানের কথা। এবার বলি যে, পূর্ববঙ্গের মানুষেরা দেশভাগের আগে পশ্চিম বাংলায় অপরিচিত না হলেও (প্রচুর ছাত্র পড়তে আসত কলকাতায়) তারা খানিকটা আজকালকার ভাষায় যাকে 'অপর' বলে তা-ই তো ছিল, কিছুটা যেন বহিরাগত। ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা নাটকে ('সধবার একাদশী', 'বেল্লিক বাজার') ঢাকার বাঙালদের নিয়ে এই 'অপর' ভেবেই প্রচুর রঙ্গব্যঙ্গ করা হয়েছে, যেন রজনীকান্ত সেনের প্যারডিতে তার প্রতিফলন পাই-'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা, ঢাকার বাঙাল নহি গো!' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়'-এও এর পুনরাবৃত্তি আছে। সে ছিল একরকম। কিন্তু দেশভাগের পর যখন দলে দলে লোক 'আইসি, খাইসি' করে এসে পড়ল, হাজার দুর্গতির মধ্যেও বাঁচার জন্য আক্রমণাত্মকভাগে এখানকার মাটি-বায়ু-জল-জীবিকা দখল করতে লেগে গেল, তখন কিছুটা বৈরিতা, অন্তত ব্যঙ্গময়তা যে তৈরি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। 'বাঙাল, পুঁটি মাছের কাঙাল', কিংবা 'বাঙাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু, লাফ দিয়ে গাছে চড়ে, ল্যাজ নাই কিন্তু'-এই সব লোকবচনের মধ্যে যা প্রকাশ পায়। যদিও ফিল্মে, 'সাড়ে চুয়াত্তর' বা 'ওরা থাকে ওধারে' ইত্যাদিতে ঘটি বাঙালের প্রেম ও বিয়ে দেখানো শুরু হয়ে গেছে, তবু 'বাঙাল' নামক 'অপর'দের সহনীয়, গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় করে তুলেছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা, অভিনয়ে ঘটি-বাঙাল সবাইকে মাতিয়ে দিয়ে। আমরা বলি, এ তার এক বিশাল সামাজিক অবদান, বিনোদনের মধ্য দিয়ে, কিন্তু বিনোদনের চেয়ে অনেক গভীর।

কাজেই তাকে শুধু 'এন্টারটেইনার' বলে যিনি থামবেন, তিনি ভুল করবেন। তিনি পশ্চিম বাংলার সমাজে একটা বিপ্লবও ঘটিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি কি সেটা জানতেন?

পবিত্র সরকার : ভারতের খ্যাতনামা লেখক; সাবেক উপাচার্য. রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

মেয়েদের মুখে যে

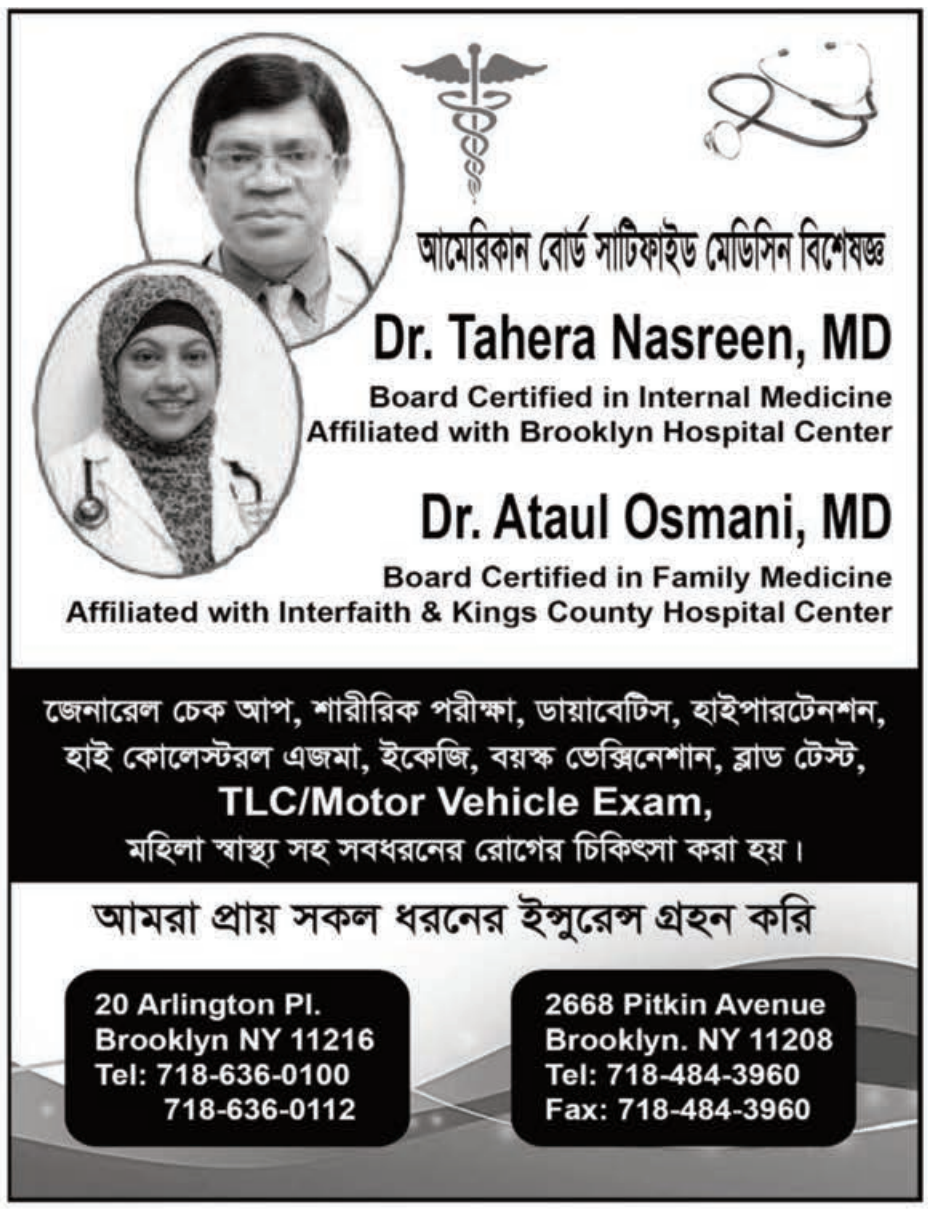
(শেষের পাতার পর)

রোগ। পুরুষ ও নারী হওয়া হরমোনের মাধ্যমেই সণাক্ত হয়। সঠিক সময়ে হরমোনের চিকিৎসা করানো গেলে সুস্থ হওয়া সম্ভব।

পুরুষের মতো অনেক মেয়ের মুখেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লোম দেখা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ অবস্থাকে হিরসুটিজম বলা হয়। যেকোনো বয়সের মহিলাদের বেলায়ই ব্যাপারটি অত্যন্ত বিরক্তিকর। বিশেষ করে তরুণী বা কম বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে তা হয় মহা বিরক্তিকর।

সাধারণভাবে নারীদের মুখে অতিরিক্ত গোঁফ-দাড়ি হওয়াকে কোনো-না-কোনো রোগের লক্ষণ বলে ধরে নেয়া হয়। তবে অনেক সময় কোনো রোগ ছাড়াও মহিলাদের মুখে সামান্য লোম থাকতে পারে। বংশগত কারণেই এমনটি বেশি হয়ে থাকে। লোমের পরিমাণ অথবা প্রকৃতি বিভিন্নজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

ধরে নেয়া হয়, মহিলাদের শরীরে এন্ড্রোজেন নামক হরমোনের আধিক্যই এ রোগের কারণ। এই এন্ড্রোজেন মূলত পুরুষ দেহে বিদ্যমান একটি হরমোন। তবে মহিলাদের শরীরেও এ হরমোন অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থাকে।







কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact # **934-234-7361**

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

আবশ্যক

এলমহার্স্টে একটি মেডিক্যাল অফিসের রিসেপশনিষ্ট হিসেবে পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৪৯-৪৭৭২
আ-১৬/২৩

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের ১৭০৮ ইউনিভার্সিটি এভিনিউস্থ একটি ফ্রাইড চিকেন এন্ড পিজা স্টোরের ফ্রন্ট ও ব্যাক পজিশনে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১
আ-১৬/২৩/৩০

তান্দুরী শেফ আবশ্যক

আলবেনীতে একটি বাংলাদেশী রেষ্টুরেন্টে একজন তান্দুরী শেফ আবশ্যক। থাকা ফ্রি বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মি. রহমান (৫১৮-৫০৬-৯৮৮২)
আ-১৬/২৩

সেমিবেসমেন্টভাড়া

১৯০ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউ, ইসাইবনে মরিয়ম মসজিদের পাশে ২ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট সাথে কিচেন এবং বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৬২৪-৩১৩৫

রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮
আ-০২

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ে থেকে দুই ব্লক দূরে একটি এপার্টমেন্টের এক বেডরুম একজন কর্মজীবির পুরুষের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার (গ্যাস ও ইলেক্ট্রিসিটি অন্তর্ভুক্ত নয়)। বাসায় গেষ্ট নেওয়া যাবে না। যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯
আ-০২

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩১-১৩ ২১স্ট্রীট ঠিকানার তিন বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, একটি ফুল বাথ-এর এপার্টমেন্টে বাসা (থার্ড ফ্লোর) ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৪১-১৭৭৯
আ-০২

আবশ্যক

নিউইয়র্কের বেসাইড এলাকায় সেভেন ইলেভেন/গ্যাস ষ্টেশন-এ কাজ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৫৯৮৯
আ-০২

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলহার্স্ট-এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ ও ৩২ এভিনিউর উপরে প্রথম তলায় একটি দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
আ-০২

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১৪৬ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউতে তিন বেডরুম এবং দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। তিন ব্লকের মধ্যে এলআইআরআর এয়ার ট্রেন এবং সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৮৬-০৮৫৪
জুলা-০৫/১২

রুমমেট চাই

ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডের সন্নিকটে ৪৬৫ ওশান পার্কওয়ে অ্যাপার্টমেন্ট বাসায় বিশাল একটি রুমে অধুমপায়ী পুরুষ রুমমেটের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযাগে: ৬৩১-৫৬৮-১১৭৩
জু-২৮/জু-০৫

মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক

কুইন্সে ছোট পরিবারের জন্য একজন মহিলা হাউস কিপার আবশ্যক। মান সম্পন্ন রান্না অঅর সাধারণ পরিচ্ছন্নতার কাজ। সপ্তাহে ৫/৬দিন কাজ। বেতন এবং সময়সূচী আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০৭-৩৭৫৭
জু-২৮/জু-০৫

অ্যাটিক ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায়, জেরেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র দুই ব্লকের মধ্যে এক বেডরুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং স্পেস ও কিচেন সহ অ্যাটিক ভাড়া দেয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী, মসজিদ ও স্কুল এক ব্লকের মধ্যে।
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা স্টেটের ৮৭ এভিনিউ এবং ১৮৮ স্ট্রীটের মাঝে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগষ্ট মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৭-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৭৭৪
জু-২৮/জু-০৫

ইয়েলো ট্যাক্সি মেডালিয়ন বিক্রি

গাড়ীসহ হুইলচেয়ার ট্যাক্সি মেডালিয়ান বিক্রয় হবে। আগ্রহী ব্যক্তি যোগাযোগ করুণ। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
আ-৩০/সে-০৬

আবশ্যক

একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করবার জন্য ফুল টাইম কেশিয়ার আবশ্যক। বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হলে আলোচনা সাপেক্ষে তাকে পার্টনারশীপ দেয়া যেতে পারে। যোগাযোগ: **৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮**

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেডরুম/১ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। (হিন্দু হলে ভালো হয়। কারণ বাসার সবাই হিন্দু)। যোগাযোগ: গোপ (৩৪৭-৬০৫-৯৫৮২)
আ-৩০/সে-০৬

আবশ্যক

বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ৩৫-৪৭ বছর বয়সী প্রার্থীকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। সেলারী ১৭ ডলার ঘন্টা। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ অথবা ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
জু-২৮/জু-০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের নিরিবিলি পরিবেশে দুজন থাকার জন্য বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট সকল ইউটিলিটি ও ইন্টারনেট ভাড়া হবে। কিউ২ ও কিউ৮৩ বাস কাছাকাছি। ভাড়া ১১০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-২১/২৮

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ১৬০-১৯ ৭৬ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্টুডিও এপার্টমেন্ট ইউটিলিটি এবং ইন্টারন্টে ২জনের কাছে ভাড়া হবে। কিউ-২ এবং কিউ-৮৩ কাছাকাছি। শান্ত পরিবেশ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪৪-৭৩৩৯ অথবা ৩৪৭-৯২৩-১২৯৯
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও হাইল্যান্ড এভিনিউর মাঝে ১৬৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ২ বাথরুম সহ। যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩
জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ওজোনপার্কের ১০৬-২৪ ৭৫ স্ট্রীটের সেকেন্ড ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৭ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
জুন-১৪/২১

লোক আবশ্যক

জমজমাট রেস্টুরেন্ট এবং ভালো পরিবেশে কাজের জন্য জারুরী ভিত্তিতে অভিজ্ঞ তান্দুরী শেফ আবশ্যক। **যোগাযোগঃ +১ (৫১৬) ৯৭৪-৬৮৭২**

রেস্টুরেন্ট বিক্রি

জমজমাটপূর্ণ খুবই ভালো লোকেশনে একটি রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। **যোগাযোগঃ +১ (৫১৬) ৯৭৪-৬৮৭২**

বাড়ী বিক্রি

কুইন্স ভিলেজের ৮৯-৫৩ ২০৮ স্ট্রীটে ২২০০ স্কয়ার ফিট সেমি ডিটাচ ৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, ইট এন্ড কিচেন, ফুললী ফার্নিসড বাড়ী মালিক কর্তৃক বিক্রি হবে। মূল্য: ৬৯৫,০০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৯৩২-৫৭৪২ (তাহসিন) অথবা ৩৪৭-৯১২-৩১৯৫ (ইসরাত) জুন-১৪/২১

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাসবট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটটের উপর দোতালায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জুন-১৪/২১

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার ১২৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিতে স্বামী-স্ত্রী বা কর্মজীবী মহিলার কাছে স্টুডিও রুম ভাড়া দেওয়া হবে। জুন-০৭/১৪

আবশ্যক

নর্থ ব্রঙ্কসের একটি কন্সট্রাকশন কোম্পানীতে কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলা কর্মী আবশ্যক। বেতন যোগ্যতা অনুসারে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪১৬-৫৯৩৯
আ-০২/০৯

HELP WANTED
A growing New York based company looking for an well motivated individual for it's **Sales and Customer Service** position. Candidates with some of the Sales, Marketing and Customers handling experience will be given priority. Pay may start at 20.00 - 25.00 per hour, space to learn and such potential to grow. It is a full time in-office job. Excellence in rapport and communication skill is a must. Total position available: 3 (three).

email: sunjob2016@gmail.com
Text: 917 468-3317

আবশ্যক

জ্যামাকাইকার একটি গ্রোসারী স্টোরে কাজ করার জন্য একজন লোক আবশ্যক। লটো ও কুইক ড্র বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে। যোগাযোগ:
৬৪৬-৩৩৮-৭১৩৬
আ-২৩/৩০

অবশ্যক:
কুইন্সে খুবই চোট একটা পরিবারের জন্য একজন মহিলা কুক (Cook) অবশ্যক। মান সমপন্ন রান্না (fine cookings) এবং সাথে হাউসকিপিং এর কাজ। সপ্তাহে কয় দিন, আওয়ারস এবং বেতন সাক্ষাতে আলোচনা হবে।
Call: 718 207-3757

আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।

যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭

জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444











মিসবাহ-অপু পরিষদের পরিচালনা কমিটি

(শেষের পাতার পর)

৩০ আগস্ট ১৫১ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে। ওজন পার্কের আল-মদিনা পার্টি হলে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বিয়ানীবাজারবাসীর উপস্থিতিতে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। এতে আহ্বায়ক হিসেবে সমিতির সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মোস্তফা কামালকে এবং সদস্য সচিব হিসেবে সমিতির সাবেক কর্মকর্তা আমিনুল হোসেনকে মনোনীত করা হয়।

হলভর্তি মিসবাহ-অপু পরিষদের সমর্থক ও সচেতন বিয়ানী-বাজারবাসী মুহুর্মুহু করতালিতে আহবায়ক কমিটিকে স্বাগত জানান। এসময় তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই আহবায়ক কমিটির দীর্ঘদিনের নির্বাচন পরিচালনার দক্ষতা ও কৌশল কাজে লাগিয়ে বিয়ানীবাজারবাসীর মন জয় করে আগামী ১০ অক্টোবর মিসবাহ-অপু পরিষদকে বিজয়ী করে নিয়ে আসবে। আহবায়ক কমিটির মনোনীত হওয়ার পরে নবনিযুক্ত সদস্য সচিব আমিনুল হোসেনের পরিচালনায় এবং আহবায়ক মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে এক নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ বাসিন্দা কমিউনিটির বিশিষ্ট মুরব্বি আজির উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল, আফতাব আলী, আব্দুল জলিল (চেয়ারম্যান), বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী জয়াদ আলী, হাজী আব্দুল বারী, ফয়জুল আলম মাস্টার, ময়নুল ইসলাম, হাজী মোস্তফা উদ্দিন, হাজী শামছ উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ মস্তফা বাবুল, আব্দুল কাদির, ফখর উদ্দিন, হাজী আজমল হোসেন, আতিকুল হক বেলাল, ফখরুল ইসলাম বেলাল, নাজিম উদ্দিন, রিয়াজ উদ্দিন, হাজী মুক্তাদির হোসেন, হাজী আকদ্দছ আলী, গাজী আজমল হোসেন, সাইফুল ইসলাম, গিয়াস উদ্দিন মঞ্জু, আব্দুল মুকিত চৌধুরী, কমর উদ্দিন, আব্দুল জব্বার প্রমূখ।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে শুরুহয় সভার কার্যক্রম। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কণ্ঠ শিল্পী আব্দুল আলিম এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীতও পরিবেশিত হয়। এ সময় দাড়িয়ে সবাই বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তরুণ সংগঠক বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শামীম আহমদ। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হেলিম উদ্দিন, সফর উদ্দিন লোদী, শহিদুল ইসলাম, ফজলে রাব্বী সেবুল, আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ আলিম, কমর উদ্দিন, আবুল ফজল লিটন, কমর উদ্দিন, কাউসার মারুফ, আল আমিন, হাফছা হেলান, শহিদুল আহমদ সপুসহ আরো অনেকে। সভায় আগত অতিথিরা তাদের বক্তব্য যোগ্যতার বিবেচনায় এবং তরুণ নেতৃত্বকে উৎসাহিত করতে বিয়ানীবাজারবাসীর আগামী দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে তরুণ এবং অভিজ্ঞ মিসবাহ-অপু পরিষদকে নির্বাচিত করতে বিয়ানীবাজারবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় তারা বলেন, অনেকেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছেন তাদের ব্যাপারে বিয়ানীবাজারবাসিকে সতর্ক থাকতে হবে। বক্তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বিয়ানী-বাজারবাসীর স্বপ্নের বিয়ানীবাজার ভবন আজ ঋণমুক্ত। তাই ভবনের রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্য নানা কর্মকান্ড পরিচালনা করতে একটি দক্ষ এবং পরীক্ষিত নেতৃত্বের হাতে সমিতিকে তুলে দেয়া সকল বিয়ানীবাজারবাসীর পবিত্র দায়িত্ব। যেকোনো সময়ের চেয়ে বিয়ানীবাজার সমিতি এখন অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই সামনের দিনে সমিতিকে আরো গতিশীল করতে মিসবাহ-অপু পরিষদের বিকল্প নেই বলে বক্তারা তাদের বক্তব্য উল্লেখ করেন।

সমিতির সাবেক কর্মকর্তা রিজু মোহাম্মদ মিসবাহ-অপু পরিষদের ১৫ দফা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নির্বাচনী অঙ্গীকারের খসড়া তুলে ধরেন। নির্বাচনী অঙ্গীকারে প্রাধান্য পায় যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা বি-য়ানীবাজারে তরুণ প্রজন্ম নিয়ে মিসবাহ-অপু পরিষদের পরিকল্পনা। বয়োবৃদ্ধদের নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি। এছাড়া ফেলে আসা জন্মভূমির মেধাবী শিক্ষার্থী এবং তরুণদের নিয়ে কল্যাণমূখী অনেক পরিকল্পনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মিসবাহ-অপু পরিষদের সভাপতি পদপ্রার্থী মিসবাহ আহমেদ তাকে আবারো বিয়ানীবাজারবাসীর সেবা করার সুযোগ দেয়ার জন্য তার বক্তব্যে সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আমাকে অনেকবার সুযোগ দিয়েছেন কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন আমি সেই ঋণ এখনো শোধ করতে পারিনি। আবারো আপনারা আমার ওপরে আস্থা এবং বিশ্বাস রেখেছেন তার জন্য আমি এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আপনাদের চাওয়া অনুযায়ী বিয়ানীবাজার সমিতি আগামী দিনে দেশ এবং প্রবাসের বিয়ানীবাজারবাসীর কল্যাণে আরো বেশি ভূমিকা রাখতে পারে- সেই প্রচেষ্টা আমি নির্বাচিত হলে করবো ইনশাআল্লাহ। নানা কারণে অনেকটা দেরিতে নির্বাচনী মাঠে আমি নেমেছি তবে আমি বিশ্বাস করি বিগত দিনের মতো আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা পেলে যোগ্যতার বিবেচনায় আগামী ১০ অক্টোবর মিসবাহ-অপু পরিষদ সফলকাম হবে ইনশাআলাহ।

সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী রেজাউল আলম অপু তার বক্তব্যে বলেন, আজকের এই সভায় নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। এতো এতো গুণী মানুষদের সামনে আমি ক্ষুদ্র একজন মানুষ বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছি। তারচেয়ে বড় কথা আপন-ারা আমাকে তিন দশকেরও পুরনো স্বনামধন্য একটি সংগঠনের আগামী নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছেন। আমি এর কোনো কিছুরই যোগ্য নই- তবে আপনাদের আস্থা এবং বিশ্বাসের প্রতি অবিচল থেকে সব সময় আমার সবটুকু দিয়ে বিয়ানীবাজার সমিতির কল্যাণে কাজ করে যাব ইনশাআলাহ। আমি বিশ্বাস করি আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে এবং বিয়ানীবাজারবাসীর দোয়া ও ভালোবাসা পেলে যোগ্যতার বিবেচনায় তরুণ এই পরিষদকে ১০ অক্টোবর বিয়ানীবাজারবাসী নির্বাচিত করে তাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন।

প্রধান অতিথি আজির উদ্দিন তার বক্তব্যে পরীক্ষিত এবং তরুণ নেতৃত্বকে বিয়ানীবাজার সমিতির আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত করতে সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, মিসবাহ আহমেদ একজন পরীক্ষিত কমিউনিটি সংগঠক। এই সমিতির প্রায় জন্মলগ্ন থেকে সে আমাদের সেবা করে যাচ্ছে। বিগত দিনের কর্মকান্ড মূল্যায়ন করলে আমি বিশ্বাস করি মিসবাহ অতি যোগ্যতম সভাপতি পদপ্রার্থী। রেজাউল আলাম অপু বয়সে তরুণ, তবে অত্যন্ত দক্ষ একজন সংগঠক। তাই আমি বিশ্বাস করি দুজন মিলে তাদের পরিষদ নিয়ে আমাদের আগামী দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করবে।

সভা শেষে দেশ ও প্রবাসের মৃত্যুবরণকারী সকলের রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয়। এ সময় সবাই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন বিয়ানীবাজার সমিতির অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা সাবেক সভাপতি সদপ্রয়াত কামাল আহমেদকে। এছাড়া সদপ্রয়াত সমিতির সাবেক কর্মকর্তা একলুমুজ্জামান নুনুসহ প্রয়াত সকল কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয় এবং একই সাথে অসুস্থ সমিতির সাবেক সভাপতি আজিজুর রহমান সাবু ও বদরুল খানের আশু রোগমুক্তি কামনা করা হয়।

সভার সভাপতি মিসবাহ-অপু পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমি-টির আহ্বায়ক মোস্তফা কামাল আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা এবং সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

৯০ সদস্যের প্রতিনিধি

(শেষের পাতার পর)

সূত্র মতে, প্রধানমন্ত্রী বরাবরের মতো এবারও জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন ও পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন সহ তাঁর দলে থাকবে ৯০ সদস্যের সরকারী প্রতিনিধি। সূত্র মতে, প্রধানমন্ত্রী ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক পৌছার পর তাঁর নির্ধারিত হোটেলে উঠবেন। জাতিসংঘে ভাষণ প্রদান ছাড়াও ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হারিসের তাঁর সরাসরি বৈঠক হতে পারে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে। তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক ত্যাগ করবেন এবং ১ অক্টোবর পর্যন্ত ভার্জিনিয়ায় তার পুত্র ও উপদেষ্টা সজিব ওয়াজেদ জয়ের বাসায় অবস্থান করবেন। এদিন লন্ডনের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করবেন এবং লন্ডন হয়ে ঢাকায় ফিরবেন। জাতিসংঘে প্রধামন্ত্রীর ভাষণে মহামারী করোনা, রোহিঙ্গা আর জরবায়ু পরিবর্তন ইস্যু প্রাধান্য পাবে বলে জানা গেছে।

এদিকে মহামারী করোনার কারণে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের অধিকাংশ কর্মসূচী চলবে ভার্চুয়ালী। ফলে সা-ংবাদিকদের জন্য এবারও বিশেষ কোন পাশ বা জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রবেশাধিকার থাকছে না। তবে বিশেষ পাসধারী সা-ংবাদিকরা অধিবেশন কভার করার সুযোগ পাবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর রোববার নিউইয়র্ক এসে পৌছবেন। বেলা ১টার দিকে তার জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌছার কথা। এদিন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাবে। প্রধানমন্ত্রীর সাথে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভার্চুয়াল সভা হবে ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টায় লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে। প্রধানমন্ত্রী ২৪ অথবা ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন বলে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ দলীয় কর্মসূচী সফল করতে নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ফোবানা সম্মেলন নিয়ে প্রবাসীদের ভাবনা

(শেষের পাতার পর)

(৫ সেপ্টেম্বর) শেষ হলো পয়ত্রিশতম ফোবানা সম্মেলন। তিন দিনের এই সম্মেলন গত শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) শুরু হয়। বিভক্ত ফোবানা'র একাংশের সম্মেলন হলো লেবার ডে উইকেন্ডের ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়া রাজ্যের আর্লিংটনের হিলটন ক্রিস্টাল সিটিতে। অপরাংশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী নভেম্বর মাসের থ্যাংক গিভিং ডে-তে ম্যারিল্যান্ডে।

ফোবানা সম্মেলন নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে আগ্রহ থাকলেও বিভক্তি নিয়ে কোন আগ্রহ নেই। তারা মনে করেন ফোবানার বিভক্তি বাঙালী সংস্কৃতির একটি অংশ। তাই বিভক্তি বা ঐক্য নিয়ে মন্তব্য না করাই ভালো। তবে এবারের ওয়াশিংটন ডিসি সম্মেলনে মূলধারার রাজনীতির উপর জোর দেয়ার বিষয়টিতে অনেকেই পজেটিভ হিসেবে দেখছে এবং এটিই এই সম্মেলনের বড় সাফল্য। তবে সম্মেলনে অ্যাসাল-এর প্রাধান্য আর নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ কমের বিষয়টি আলোচিত সমালোচিত হয়েছে।

ওয়াশিংটন ট্রাইষ্টেটের মেরীল্যান্ড রাজ্য থেকে সম্মেলনে যোগদানকারী খালেকুজ্জামান চৌধুরী বাবুল সম্মেলন বিষয়ে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। বছরে একবার এই সম্মেলনে যোগ দিতে আসি। এটি প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য মিলন মেলা। তবে বিভক্তির বিষয়টি ভালো লাগে না। এই সম্মেলন ওমোক দলের লোকের, আরেকটি ওমোক দলের লোকের- এমন কথা আমরা প্রবাসীরা শুনতে চাই না। প্রবাসীরা রাজনীতি করবেন, রাজনীতি থাকবে, তবে তা ফোবানায় নয়। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ আরো বেশী দরকার।

নিউইয়র্কে বসবাসকারী চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড পৌরসভার সাবেক মেয়র, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট রাজনীতিক আবুল কালাম আজাদ বলেন, ফোবানা সম্মেলনে এসে প্রবাসীদের মিলনমেলা দেখে ভালো লাগলো। এই ফোরাম প্রবাসে বাংলাদেশ-কে বড় আকারে তুলে ধরার একটি বড় প্রয়াস। তবে বিভক্তি চাই না, ঐক্য চাই। আগামীতে একটি ফোবানা হোক- এটাই কামনা।

ওয়াশিংটন ডিসিতে বসবাসকারী জহির হোসেন নামের এক প্রবাসী জানান, কাজ থাকায় গত দুদিন ফোবানা সম্মেলনে আসতে পারিনি। আজ রোববারও কাজ ছিলো। কাজ থেকে দু'ঘন্টা আগে ছুটি নিয়ে সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে এসেছি। বিদেশে থেকে দেশের বড় বড় শিল্পীদের গান শুনতে, নাচ দেখতে ভালো লাগে। দেশের অনুভূতি ফিরে পাই। সম্মেলনে অনেক মানুষের সাথে দেখা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিক্ষোভ-প্রতিবাদ

(শেষের পাতার পর)

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নিউইয়র্ক আগমন এবং জাতিসংঘে ভাষণের দিন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি 'ভোটার বিহীন নির্বাচনের অবৈধ সরকার প্রধান' হিসেবে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করবে বলে জানা গেছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্র-এর আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু ও সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভূইয়া (মিল্টন) উপরোক্ত কর্মসূচীর কথা জানিয়ে বলেন, শেখ হাসিনা একজন স্বৈরাচারী, ভোটার বিহীন নির্বাচনের প্রধানমন্ত্রী। আমরা তার আগমনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। তারা অবিলম্বে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দাবী করেন।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, জাসাস, শ্রমিক দল, জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা ফোরাম প্রভৃতি সংগঠনের ব্যানারেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনে প্রতিবাদ জানানো হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

নারায়নগঞ্জে মোতালেব হত্যা বিচার দাবী প্রবাসী দুই

(শেষের পাতার পর)

প্রবাসী মরহুমের দুই পুত্র রকিব-রাসেল। এজন্য তারা বাংলাদেশ সরকারেরও দৃষ্টি কামনা করেছেন।

জানা গেছে, জমি ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে বিরোধের জের হিসেবে ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মোতালেব মিয়া গত ৩১ আগষ্ট রাতে হত্যার শিকার হন। তিনি নারায়নগঞ্জের বন্দর উপজেলার ধামনগর ইউনিয়নের শাসনের বাগ এলাকার মৃত রাজ্জাক মিয়ার সন্তান। মোতালেব মিয়া ৩ পুত্র আর এক কন্যার জনক। তিনি স্ত্রী, ছোট এ পুত্র আর একমাত্র কন্যা নিয়ে শাসনের বাগ বসবাস করতেন। তার অপর দুই পুত্রের মধ্যে বড় পুত্র মোহাম্মদ রকিব হোসেন নিউইয়র্কের ওজনপার্ক আর মেঝ পুত্র রাসেল মিয়া কানেকটিকাট রাজ্যের নিউ হ্যাভেন-এ বসবাস করেন।

রকিব-রাসেল জানান, ঘটনারদিন রাতে স্থানীয় মসজিদে এশার নামাজ অদায়ের পর এলাকার ইসরাফির ও নবী নামের দুই ভায়ের নেতৃত্বে কতিপয় সন্ত্রাসী আমার বাবাকে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করেন। এরপর সাথে সাথে তাকে ঢাকা কলেজ হসপাতালে নেয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার সময় আমাদের মামা সহ অনেক মানুষ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

রকিব-রাসেল তাদের বাবার হত্যার বিচার চাওয়ার পাশাপাশি মা-সহ তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা দাবী করেন। তারা জানান, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে ঘটনাটি জানানো এবং বাংদেশ সরকারের কাছে বিচার দাবী করা হয়েছে। তারা জানান, স্বপ্ন পূরণের আশায় তারা দুই ভাই বিপুল অর্থ ব্যয় করে ৫ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র আসেন। এখন পিতৃহারা হয়ে তারা অকুল পাথরে পড়েছেন। আপাততঃ তাদের দেশে ফেরারও সুযোগ নেই বলে দুই ভাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

রকিব-রাসেল পিতৃ হত্যার দাবী কার্যকর করতে প্রবাসী বাংলাদেশী বিশেষ করে নারায়নগঞ্জবাসী ও সংগঠনের সহযোহিতা কামনা করেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ড. আব্দুল হক আর নেই

(শেষের পাতার পর)

ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার বয়স হয়েছিলো আনুমানিক ৯০ বছর। তিনি নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বাসবাস করছিলেন। বার্ধক্য কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তা সহ কমিউনিটি নেতৃবন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

মরহুম ড. আব্দুল হকের নামাজে জানাজা রোববার বাদ মাগরিব জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। তার মরদেহ সোমবার (৬ সেপ্টেম্বর) লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হবে।

শোক প্রকাশ: ড. আব্দুল হকের ইন্তেকালে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজীজ, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী সহ সোসাইটি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

এছাড়াও ফোবানা'র বিদায়ী চেয়ারম্যান ও সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, ফোবানা'র সাবেক কনভেনর ও সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান সালু পৃথক পৃথক শোক বার্তায় ড. হকের মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

আমেরিকান মূলধারার রাজনীতির সাথে

(শেষের পাতার পর)

মতবিরোধ ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা।

শুক্রবার সন্ধ্যায় হোটেলের বলরুমে ফোবানা নেতৃবৃন্দ ফিতা কাটার পর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত আর মনোজ্ঞ উদ্বোধনী সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এরপর মহামারী করোনায় মৃত্যুবরনকারীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিটি নিরবতা পালন করা হয়। অতপর কনভেনর শরাফত হোসেন বাবু'র স্বাগত বক্তব্যের পর ভিডিও রেকর্ডের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ইউএস সিনেটের মেজরীটি লীডার চাক শুমার ও নিউইয়র্কের কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং। উল্লেখ্য, এই সম্মেলনের প্রধান অতিথি সিটের চক শুমার। তিনি শনিবার সম্মেলনে যোগ দেন এবং বক্তব্য রাখেন।

এর আগে বিকেলে সভা কক্ষে ফোবানা হোস্ট কমিটি ও লেবার সংগঠন অ্যাসাল-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা প্রশাসনের লেবার সেক্রেটারী (শ্রম মন্ত্রী) টম পেরেজ। এসময় ফোবানার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান ও এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী কাজী আজম নেতৃত্বাধীন এই অংশের এবারের সম্মেলনের আহ্বায়ক শরাফত হোসেন বাবু এবং মেম্বার সেক্রেটারী কবীরুল ইসলাম, অ্যাসাল-এর প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাউদ্দিন ও সেক্রেটারী মোহাম্মদ করীম চৌধুরী সহ ফোবানার অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

অতিথিগণ তাদের বক্তব্যে আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির অগ্রযাত্রার প্রশংসা করেন এবং মূলধারার রাজনীতিতে আরো সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

ফোবানা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশের প্রবীণ অভিনেতা আহমেদ শরীফ একজন শিল্পীর গানের সাথে সংলাপ পাঠ এবং জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভিন, শুভ্র দেব, দিনাত জাহান মুন্নী ছাড়াও নতুন প্রজন্মের অনিক সহ প্রবাসের শিল্পীদের মধ্যে অনামিকা, দিপ্তী, আলী মুরাদ, কাওসার প্রমুখ সঙ্গীত এবং শাহনুর নৃত্য পরিবেশন করেন।

'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' খ্যাত বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী বেবী নাজনীন, জনপ্রিয় শিল্পী তপন চৌধুরী সহ অন্যান্য শিল্পী এই সম্মেলনের অন্যান্য দিনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পরবর্তী ফোবানা সম্মেলন কানাডার মন্ট্রিয়েল

এদিকে আগামী বছর কানাডার মন্ট্রিয়েয়ে পরবর্তী অর্থাৎ ৩৬তম ফোবানা সম্মেলন সফল করার প্রত্যয়ে রোববার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়া রাজ্যের হিলটন ক্রিস্টাল সিটিতে বিভক্ত ফোবানা'র একাংশের তিনদিন ব্যাপী (৩, ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর) সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে। এই সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন ছিলো 'স্বদেশ' নামক সামাজিক সংগঠন। অপরদিকে ফোবানার স্টীয়ারিং কমিটির সভায় আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য মন্ট্রিয়েল ফোবানা সম্মেলন সফল করতে সাবেক কনভেনর এজাজআকতার তৌফিক-কে কনভেনর মনোনীত করা হয়েছে। এই সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন হবে বাংলাদেশ সোসাইটি অব মন্টিয়েল। পাশাপাশি ফোবানার নতুন চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন আলী ইমাম শিকদার আর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী মনোনীত হয়েছেন শাহ নেওয়াজ। ফোবানা'র দায়িত্বশীল কর্মকর্তা সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। এদিকে ওয়াশিংটন ডিসি'র ফোবানা সম্মেলন চলাকালে সম্মেলনের অভ্যন্তরীন বিষয়ে কর্মকর্তাদের মতবিরোধ ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও পরবর্তীতে উদ্ভুত বিরোধ মিটে যায়। জানা যায়, শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মূল মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালে হোটেলে একটি কক্ষে ফোবানা কর্মকর্তাদের আন অফিসিয়াল বৈঠকে 'ফোবানা সম্মেলনে ফোবানা'র চেয়ে অ্যাসাল'র বিষয় বেশী গুরুত্ব পাওয়ার প্রশ্ন উঠাকে কেন্দ্র করে ফোবানা'র এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী কাজী আযম ও কনভেনর শরাফত হোসেন বাবুর মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে এবং চরম তর্কাতর্কি হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত।

ওয়াশিংটন ডিসি'র ফোবানা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন শনিবারের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো মধ্যাহ্ন ভোজ, সেমিনার, শুভেচ্ছা বক্তব্য আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন দুপুরে অ্যাসাল হোটেলে ফোবানা নেতৃবৃন্দ ও অতিথিদের সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করে। এসময় ফোবানার চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান, এবারের সম্মেলনের আহ্বায়ক শরাফত হোসেন বাবু এবং মেম্বার সেক্রেটারী কবীরুল ইসলাম, অ্যাসাল-এর প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাউদ্দিন ও সেক্রেটারী মোহাম্মদ করীম চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এবং প্রবীণ অভিনেতা আহমেদ শরীফ ও নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারীতে বিজয়ী শাহানা হানিফ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা এসময় মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের আরো বেশী করে সম্পৃক্ত হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিকেলে সেমিনার কক্ষে 'নতুন প্রজন্ম' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট সাইমুন হাবীব ও জাসিয়ারী আলট্রিফ এবং ব্যারিষ্টার আফসানা মুনির বক্তব্য রাখেন। উপস্থাপনায় ছিলেন হাসান চৌধুরী।

সন্ধ্যায় হোটেলের বলরুমে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বাংলাদেশ, আমেরিকা ও কানাডার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাংলাদেশের পল্লী গানের সম্রাট আবদ্দুল আলীমের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে দিনটি তাঁর (আব্দুল আলীম) জন্য উৎসর্গিত করা হয়। ফলে এদিনের মূল অনুষ্ঠানের শুরুতেই মরহুম শিল্পীর কন্যা এবং সঙ্গীত শিল্পী জোহরা আলীম শিল্পীর বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। এদিন অন্যান্যের মধ্যে জর্জিয়ার ষ্টেট সিনেটর বাংলাদেশী-আমেরিকান শেখ রহমান, আগামী ইউএস কংগ্রেস নির্বাচনে নিউইয়র্ক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ড. মজিবুর রহমান প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, এদিন এই সম্মেলনের প্রধান অতিথি ইউএস সিনেটের মেজরীটি রীডার চাক শুমার সশরীরে যোগদান ও বক্তব্য রাখার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। সিনেটর চাক শুমার না আসার ব্যাপারে সম্মেলন কমিটির পক্ষ থেকে কোন ব্যাখ্যাও দেয়া হয়নি। তবে এদিনও ডিজিটাল পর্দায় চাক শুমারের ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়।

এদিনের সাংস্কৃতিক পর্বে 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' খ্যাত বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী বেবী নাজনীন সহ জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ও অভিনেতা তাহসান সহ প্রবাসের শিল্পী আলী মুরাদ, লিনা সাবরীন, শোভন আনোয়ার, অনিক প্রমুখ সঙ্গীত এবং এবং চিত্র নায়িকা শাহনুর নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের 'ইউটিউবার স্টার' তৌহিদ আফ্রিদি বিশেষ পারফর্ম করেন। এছাড়াও চিত্র নায়ক হেলাল খান সিনেমার ডায়লগ পাঠ এবং একটি গানের দৃশ্য অভিনয় করে দেখান। সাংস্কৃতিক পর্ব শেষে মধ্যরাতে কমিউনিটির নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট বক্তিদের মাঝে 'ফোবানা অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। সঙ্গীত শিল্পী বেবী নাজনীন তাদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। এদিন যাদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান ও বর্ণমালা সম্পাদক মাহফুজুর রহমান সহ জিল্লুর রহমান জিল্লু, গিয়াস আহমেদ, কাজী আজম, শাহ নেওয়াজ, জসিম ভূইয়া, আরিফ আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিপ, ড. ইবরুল কবীর প্রমুখ।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশেনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি

সম্মেলনের শেষ দিনে রোববার ফোবানা স্ট্রীয়ারিং কমিটির সাধারণ সভা, সেমিনার, শুভেচ্ছা বক্তব্য, অ্যাওয়ার্ড প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিলো দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা এদিনও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রোববার দুপুরে সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন ফোবানা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান। সভা পরিচালনা এবং রিপোর্ট পেশ করেন ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী কাজী আযম। সভায় অন্যান্যের মধ্যে ফোবানার বিদায়ী ভাইস চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদার, আহ্বায়ক শরাফত হোসেন বাবু, সদস্য সচিব কবীরুল ইসলাম, স্ট্রীয়ারিং কমিটির সদস্য আবু লিয়াকত হুসেন, সাবেক কনভেনর শাহ নেওয়াজ সহ আসিফ বারী টুটুল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা নিজেদের মধ্যকার ভুল-ত্রুটি ভুলে ফোবানার বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে মিলেমিশে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় বলা হয় এরপর থেকে প্রতি বছর ফোবানা সম্মেলনে এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করা হবে।

এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারীর রিপোর্টে কাজী আযম ফোবানার ইতিহাস তুলে ধরেন এবং এবারের সম্মেলনকে ঐতিহাসিক সম্মেলন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পাশাপাশি সম্মেলন সপল করায় তিনি সংশ্লিস্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সাংস্কৃতিক পর্বে মুল মঞ্চে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী কঁনক চাপা ও তপন চৌধুরী ছাড়াও দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

তিনদিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন- গোলাম মোস্তফা, শামসুন্নাহার নিম্মি, মাইসা।







পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলামের শিক্ষা

(শেষের পাতার পর)

সমাজের সৃষ্টি। আর পরিবার, পরিবেশ ও সমাজ নিয়ে ইসলামের পরিবেশগত চিন্তাভাবনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে, 'তাদের জন্য নিদর্শন একটি মৃতভূমি। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা ভক্ষণ করে। আমি তাতে উৎপন্ন করি খেজুর এবং প্রবাহিত করি ঝরনাধারা, যাতে তারা ফল খায়।' –সুরা ইয়াসিন :৩৩

পরিবেশ সুস্থ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতে রয়েছে ইসলামের তাকিদ। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরা ডেকে এনো না।' (সুরা বাকারা :১৯৫) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'মানুষের কৃতকর্মের দরুণ সমুদ্র ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।' –সুরা আর রুম :৪১

আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং উৎপন্ন করেছি নয়নাভিরাম বিবিধ উদ্ভিদরাজি। এটি আল্লাহর অনুরাগী বান্দাদের জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।' –সুরা কাফ :৭-৮

আমরা জানি, গাছ মানুষ ও পরিবেশের অকৃত্রিম বন্ধু। সবুজ গাছপালার ওপরই নির্ভর করে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর টিকে থাকা। এই গাছ ইচ্ছে হলেই কাটা যাবে না। কারণ 'গাছের প্রাণ আছে'–এটা হাদিসের বাণী। হাদিসে রসুল (স) থেকে জানা যায়, এক লোক যখন অকারণে একটি গাছের ডাল ভাঙে তখন নবি করিম (স) সে লোকটির চুল মৃদুভাবে টান দিয়ে বলেন, তুমি যেমন শরীরে আঘাত পেলে ব্যথা পাও, গাছের পাতা বা ডাল ছিঁড়লে গাছও তেমন ব্যথা পায়।

পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য গাছ লাগানোর শিক্ষা আমরা মহানবি (স)-এর হাদিস থেকে পাই। তিনি বলেছেন, যদি তুমি মনে করো, আগামীকাল কিয়ামত হবে, তবু আজ একটি গাছ লাগাও। তিনি আরো বলেছেন, পবিত্রতা ইমানের অর্ধাংশ। হজরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসুল (স) পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। হজরত মোয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রসুল (স) বলেছেন, তোমরা লানত পাওয়ার তিনটি কাজ অর্থাৎ পানির ঘাট, রাস্তার মাঝে এবং বৃক্ষের ছায়াতলে মলত্যাগ থেকে বিরত থাকো। বায়ুদূষিত হয়ে একজনের রোগ অন্যজনের কাছে স্থানান্তরিত হয়। আমরা অনেক সময় হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময় মুখ ঢাকি না। এতে করে নির্গত ময়লা ও জীবাণু দ্বারা অন্যের ক্ষতি হতে পারে। হজরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসুল (স) যখন হাঁচি দিতেন, তখন তিনি মুখ ঢেকে নিতেন।

লেখক :পরিবেশ স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক, সবুজ আন্দোলন কার্যনির্বাহী পরিষদ

ঘুষ খেলে নামাজ হবে না: মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(শেষের পাতার পর)

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ভবনে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক ওই সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। এ সময় প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমাদের ধর্মে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, হারাম খেলে নামাজ হবে না। শুধু তাই নয়, হারাম টাকায় কেনা কোনো পোশাক যদি অন্য পোশাক স্পর্শ করে তবে নাপাক হয়ে যাবে। প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়ান সারা দিন কী কাজ করলেন। নিজেকে প্রশ্ন করুন।

প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরও বলেন, আমি যতদূর জানি এলজিইডি প্রকল্পে আইনকানুন মেনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। তারপরও আইনের মধ্যে থেকে অনেক কিছু করা হয়, আমি খবর রাখি। এখন আরও খোঁজ-খবর রাখব। কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে রেহাই নেই। আপনারা প্রকৌশলী, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, আমিও হাফ প্রকৌশলী। সরকার আমাদের বেতন অনেক বাড়িয়েছে। তারপরও যদি কেউ চুরি করে ধরা পড়লে সরাসরি অ্যাকশন নেওয়া হবে।

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

নারী উপস্থাপক দিয়ে আফগান টিভির সম্প্রচার ফের শুরু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : আফগানিস্তানের শীর্ষ স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল টোলো টিভি আজ সকালে তার সম্প্রচার ফের শুরু করেছে। তবে শুরুতেই উপস্থাপক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন একজন নারী। মোবি গ্রুপ পরিচালনা করে এই চ্যানেলটি। এর পরিচালক সাদ মোহসেনি জানিয়েছেন, তারা একজন নারী উপস্থাপককে দিয়ে আজ সকালে সম্প্রচার শুরু করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি এ তথ্য জানিয়েছেন বলে খবর দিয়েছে অনলাইন আল জাজিরা। উল্লেখ্য, তালেবানরা প্রকাশ্যে নারীদের অংশগ্রহণ মেনে নেবে কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও টোলো নিউজ এই কাজটিই করেছে। এর আগে এই টিভি চ্যানেলটিকে তালেবানরা একটি প্রপাগান্ডা নেটওয়ার্ক হিসেবে আখ্যায়িত করতো।





ডিওডোরো স্টেডিয়াম, রিও, ব্রাজিল

বাম থেকে আমি, ম্যাথুস, ডি.জে, ল্যাটিছিয়া, সবার ডানে ভুবন মাতানো হাসিতে ফ্লোরা

ব্রাজিল অলিম্পিকের ডায়রী-২



করকোভাডো পাহাড় থেকে

আমরা রিও পৌছেছি ২ দিন হল। এবার বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়া আসরের কর্মযজ্ঞে যোগ দেবার পালা। একে একি প্রতিদিনই পরিচিত হচ্ছি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অলিম্পিকে যোগ দিতে আসা ক্রীড়া প্রতিনীধিগন এবং প্রকৌশলীদের সাথে।

দিন ৩:

অলিম্পিক-এর পর্দা উঠতে আরও ৪ দিন বাকি। সকালে ক্যাফেটেরিয়াতে নাস্তা সেরে বাসে উঠে গেলাম। দু'চোখ জুরিয়ে যায় আশপাশের দৃশ্য দেখে। মনে হয় এই শহরটাকে বিধাতা নিজের হাতে সৌন্দর্য্য দিয়ে বানিয়েছেন। কি নেই এখানে! দক্ষিণ আটলান্টিকের ভয়ঙ্কর গর্জন, সাথে দিগন্ত আচ্ছাদন জলরাশি। মাথা উচু করে করকোভাডো পাহাড়ে দু-হাত প্রশস্ত করে দাঁড়িয়ে ২,৩০০ ফুট উচু ক্রিস্ট ডি রিডিমার স্ট্যাচু।

আমাদেরকে কম্পাউন্ড পৌছে সবার আগে কার্ড স্ক্যান করতে হয়। আজকে কিছু লোকাল ব্রাজিলিয়ান ছেলে-মেয়ে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য ভলান্টিয়ার হিসেবে জয়েন করবে, ওদের টিম লিড আমি আর গ্লোব। এক্সাইটেট কাজ করছে ভিতর ভিতর কেননা, ওদের থেকে ব্রাজিলের অনেক কিছুই জানব এই পরিকল্পনা করে ফেলেছি।

ডাক পড়ল টিম মিটিং-এ, পরিচয় হল একে একে TOC, GFX, OB (DSNG VAN), RF (Radio Frequency) Team, Schedule Team সবার সঙ্গে। পুরো ইভেন্টকে আমরা ২টি ক্লাস্টার এ ভাগ করলাম। একটি ক্লাস্টার হচ্ছে Technical Team যেখানে আমি। আরেকটি ক্লাস্টার হচ্ছে Operation Team. যেখানে ক্যামেরাম্যান, রিপোর্টার, প্রডিউসার, ডিস্ট্রিবিউশন টিম কাজ করবে। বিশাল বিশাল ড্রয়িং আমাদের রুমে টানানো, যেখানে পুরো কম্পাউন্ড এর নকশা A-Z করা আছে। দুই ঘন্টার লম্বা মিটিং শেষে বেড় হলাম VTM (Venue Technical Manager) এর রুম থেকে।

আজকে প্রথম আমাদের স্টেডিয়াম ভিসিট করতে ভিতরে ঢুকলাম। উপড়ে উঠতেই দু-চোখ জুরিয়ে গেল আর সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করলাম কত সুন্দর করে এই পৃথিবী সাজিয়ে উনি উপহার দিয়েছেন। এরই মধ্যে আমাদের ভলান্টিয়ার বাহিনী চলে এসেছে। ওরা ৪জন আমাদেরকে সাহায্য করবে বিভিন্ন কাজে আগামী ২১ দিন।

রিও-তে সন্ধ্যা হয় ৬টার দিকে, তাই আজকে প্ল্যান করলাম একটু আগে বের হয়ে লোকাল ফুড এক্সপ্লোর করতে বের হব আমি, পিটার দি জার্মান আর গ্লোব ইরিন মিলে।

হোটেল এ ফিরে তিন জন খাদ্যাভিজানে বেড় হয়ে পরলাম। অলরেডী ৩ দিন হতে চলছে এখনো ভাত খাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। কামারাও আর বাতাতা ফ্রাই খেয়ে ডিনার সারছি। ও আচ্ছা সবাই তো কামারাও আর বাতাতা ফ্রাই এর সাথে পরিচিত নন, এখনি বলে দিচ্ছি কামারাও হচ্ছে চিংড়ী ফ্রাই আর অন্যটি বাতাতা ফ্রাই মানে আলু ভাজি। আমি কখনোই কল্পনাতেও আনিনি যে এই খাবার দিয়ে প্রতিদিন ডিনার করা সম্ভব!!!

যেখানেই যাই সেখানেই দেখি লাইন ধরে মানুষ এই ছাইপাশ খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে আমার অন্য দুই কলিগ জার্মান ও রুশ ওদের-ও এই জিনিস ৩ দিন ধরে খেয়ে আর ভাল লাগছে না।

আজকে অভিযানে নামলাম আমরা রাইছ (ভাত) খাব, অবশেষে ৩০ মিনিট হাঁটার পর একটি লোকাল রেস্টরেন্ট-এ পেলাম রাইছ আইটেম। এই প্রথম ব্রাজিলিয়ানরা কেমন ফুটবল পাগল তা সচক্ষে দেখলাম। সেদিন লাইভ খেলা চলছিল সম্ভবত ব্রাজিল আর চিলি'র মধ্যে। একদম পিন পতন নিরবতা। ঠিক সেইরকম যেমনটা বাংলাদেশের বিপক্ষে অন্যদল যখন ব্যাট করতে থাকে। প্রসঙ্গত, এখানকার খাবার হোটেলগুলো এশিয়ার মতন না, এখানকার হোটেলগুলো জনগণের সেকেন্ড হোম। তারা ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে সন্ধ্যার সময়ই চলে আসে, আর ডিনার-গল্প,-আড্ডা-টিভি দেখা শেষে ১০-১১ টায় বাসায় চলে যায়। একেক অঞ্চলে অবশ্য একেক রকম কালচার থাকতে পারে, কিন্তু আমি যে এলাকায় ছিলাম রিও এর সেখানকার প্রতিদিনের দৃশ্য এটি।

রিও শহরে ঘুরার জন্য আকর্ষনীয় জায়গার অভাব নেই, আগামী দিন আমাদের কমপাউন্ডে কাজ কম তাই আমার গন্তব্য সেই সাথে আপনাদের নিয়ে যাব সেই বিখ্যাত সুগারলুফ মাউন্টেইন, কোপাকাবানা বিচ এবং ইপানিমা বিচে। যদিও ইপানিমা শব্দের আঞ্চলিক অর্থ খারাপ পানি, যা পুরোপুরি অসামনঞ্জস্য স্বচ্ছ নিলাভ এই জলরাশির ক্ষেত্রে। পরবর্তী পর্বে আশা করছি আমার সাথেই থাকবেন আপনারা।



বাংলাদেশ সোসাইটি সাবেক সেক্রেটারী ফখরুল আলম -এর মেয়ের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠান





সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

নাটোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA



যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভার্চুয়াল সভা ২৪ সেপ্টেম্বর

৯০ সদস্যের প্রতিনিধি নিয়ে নিউইয়র্ক আসছেন প্রধানমন্ত্রী

সালাহউদ্দিন আহমেদ: জাতিসংঘের ৭৬তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নিউইয়র্ক আসছেন। এবার তাঁর সফর সঙ্গীর মধ্যে থাকছেন ৯০জন প্রতিনিধি। কূটনৈতিক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। এদিকে প্রধানন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে- প্রধানমন্ত্রীর আগমরে দিন বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা, জাতিসংঘে তাঁর ভাষণের দিন জাতিসংঘ ভবনের সামনে শান্তি সমাবেশ এবং ভার্চুয়াল সভা। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

ফোবানা সম্মেলন নিয়ে প্রবাসীদের ভাবনা

বিশেষ প্রতিনিধি, ওয়াশিংটন ডিসি থেকে: আমেরিকার মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের আরো সক্রিয় করার প্রত্যয় সহ নানা অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে রোববার **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

ঘুষ খেলে নামাজ হবে না: মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, হারাম কিছু খেলে নামাজ হবে না, ঘুস খেলে নামাজ হবে না। প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়ান সারা দিন কী করলেন। শনিবার (৪ সেপ্টেম্বর) **(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)**



যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিক্ষোভ-প্রতিবাদ কর্মসূচী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জাতিসংঘের ৭৬তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

২০২১ সালের মন্ট্রিয়েল ফোবনার কনভেনর এজাজ ॥ নতুন চেয়ারম্যান আলী ইমাম, সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ

আমেরিকান মূলধারার রাজনীতির সাথে বাংলাদেশী আমেরিকানদের সেতু বন্ধন জোরদার করার প্রত্যয়



ওয়াশিংটন ফোবানায় বক্তব্য রাখছেন স্টেট সিনেটর শেখ রহমান

ওয়াশিংটন ডিসি থেকে সালাহউদ্দিন আহমেদ: আমেরিকান মূলধারার রাজনীতির সাথে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সেতু বন্ধন জোরদার করার প্রত্যয়ে শুক্রবার (৩ সেপ্টেম্বর) থেকে ওয়াশিংটন ডিসি সংলগ্ন ভার্জিনিয়া রাজ্যের হিলটন ক্রিস্টাল সিটিতে বিভক্ত ফোবানা'র একাংশের তিনদিন ব্যাপী (৩, ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর) সম্মেলন শুরু হয়েছে। সম্মেলনের আয়োজক সংগঠন হচ্ছে 'স্বদেশ' নামক সামাজিক সংগঠন। এদিকে ওয়াশিংটন ডিসি'র ফোবানা সম্মেলন চলাকালে সম্মেলনের অভ্যন্তরীন বিষয় বিশেষ করে আর্থিক নিয়ে কর্মকর্তাদের **(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়**

বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচন
মিসবাহ-অপু পরিষদের পরিচালনা কমিটি

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক এর আসন্ন নির্বাচন ঘিরে বাংলাদেশী কমিউনিটি এখন সরগরম। নির্বাচনের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল মিসবাহ-অপু পরিষদ গত **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

নারায়নগঞ্জে মোতালেব হত্যা বিচার দাবী প্রবাসী দুই পুত্রের



বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের নারায়নগঞ্জে মোহাম্মদ মোতালেব মিয়া (৫৫) হত্যার বিচার চেয়ে হত্যাকারীদের দৃষ্টান্ত শাস্তি দাবী যুক্তরষ্ট্র **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়**

বন্ধ হলো পেন্ডামিক বেনিফিট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: চলতি সপ্তাহে শেষ হচ্ছে পেন্ডামিক বেনিফিট। এতে ৭ মিলিয়নের বেশি কর্মহীন মানুষ সবধরণের বেকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। আরও তিন মিলিয়ন মানুষ হারাবেন বেকার ভাতার সঙ্গে ফেডারেল সরকারের বাড়তি তিনশ ডলার সহায়তা। ২০২০ সালে করোনা মহামারি শুরুর পর লকডাউনের কারণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস বন্ধ হয়ে গেলে চাকরি হারান কোটির বেশি আমেরিকান। তাদের সহায়তায় তৎকালিন ট্রাম্প প্রশাসন বেকার ভাতার সঙ্গে বাড়তি ছয়শ ডলার সহায়তা প্রদান করে। এরপর ছয়শ ডলার সহায়তা বন্ধ হয়ে

নিউইয়র্কে ৩ দিনের 'বাংলাদেশ সম্মেলন'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উন্নয়নের রাজনীতি থেকে দুর্নীতিকে বিদায় এবং দেশের স্বার্থকে সবকিছুর উর্ধ্বে ঠাঁই দেয়ার সংকল্পে নিউইয়র্কে সমাপ্ত হলো তিনদিনের 'বাংলাদেশ সম্মেলন'। ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বর্ণাঢ্য আয়োজনে ইস্ট রিভারের তীরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রবাসীদের উচ্ছ্বল উপস্থিতিতে রং-রেঙয়ের বেলুন **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বাংলাদেশ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ড. আব্দুল হক আর নেই

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ড. আব্দুল হক আর নেই। রোববার সকালে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক পণ্যের চাহিদা বাড়ছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী তৈরি পোশাক পণ্যের চাহিদা বাড়ছেই। জানা গেছে, মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে আমেরিকানদের **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**



পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলামের শিক্ষা

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

ইসলামকে বলা হয় স্বভাবগত বা প্রকৃতির ধর্ম। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ মূলত সামাজিক জীব। মানুষকে ঘিরেই পরিবেশ-প্রকৃতি ও **(বাকি অংশ ৪৫পাতায়)**

খেলার খবর

করোনাকালে টেস্ট খেলতে চান না মোস্তাফিজ

ঢাকা: বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ঘোষিত কেন্দ্রীয় চুক্তিতে শুধু ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে আছেন বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। টেস্টের চুক্তিতে নাম নেই তার। **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

হেলথ টিপস

মেয়েদের মুখে যে কারণে দাড়ি ওঠে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হরমোন মানব শরীরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হরমোনের নানাবিধ সমস্যার কারণে শরীরে সৃষ্টি হতে পারে অনেক(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

বিনোদন

কাজে ফিরতে চান পরীমনি



ঢাকা: ঢাকাই সিনেমার আলোচিত অভিনেত্রী পরীমনি দীর্ঘ ২৮ দিন পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। পরীমনির **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax ওমরাহ
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com